সুরথোদ্ধার গীতাভিনয়।

ত্রিপুরা উদ্ধার গীতাভিনয়, দুর্গালীলা আর উন্মাদিনী প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য কবিভূষণ

প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

"কালিকা যন্ত্রে"

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১০ সাল

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

18 MAY. 3

বিজ্ঞাপন।

আমার লিখিত গীতাভিনয়গুলি মুদ্রণ করিবার কারণ, ইতিপূর্ব্বে দণ্ডীপর্ব্ব, তুলসীদাস, উত্তরা পরিণয় প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি, সুতরাং এবারে বিজ্ঞাপন দিবার বাহুল্য মাত্র

সুবোধোদ্যান গীতাভিনয় যন্ত্রস্থ হইয়াও নানা কারণে, প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে "পুস্তক যন্ত্রস্থ" বিজ্ঞাপন দৃষ্টে যথাসময়ে পুস্তক পাইবার জন্য যাঁহারা পত্র লিখিয়াছিলেন অথচ পুস্তক না পাইয়া বিরক্ত হইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা এক্ষণে ক্ষমা করিবেন

আমার লিখিত গীতাভিনয়গুলি পাঠ করিয়া আমার পরম সুহৃদ আমোদপুর নিবাসী বহুদর্শী ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু তারাপদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার কার্য্যস্থল পুটশ্রী হইতে আমাকে এক দীর্ঘ প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন, ঐ পত্রখানি সুবোধোদ্যান গীতাভিনয়ের সঙ্গে ছাপাইব স্বীকার করিয়াছিলাম জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত রামনগরের জমিদার বাবু যোগেন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার কুলপুরোহিত মহাশয়ের আদেশক্রমে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহাও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এক্ষণে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলাম আমার এ দুর্ব্বল লেখনি প্রসূত অকিঞ্চিৎকর পুস্তক অতদূর গুরুভার বহনে সমর্থ হইবে না এজন্য পত্রগুলি ছাপাইতে সাহস না হওয়ায় উক্ত প্রশংসাপত্রদাতা মহাশয়দিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি পুস্তক মুদ্রাঙ্কন কালে "প্রুফ" দেখিবার ত্রুটিতে কোন কোন স্থানে অসংশোধিত অবস্থায় মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক মহাশয়েরা তজ্জন্য ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

যাঁহাদের যত্নে, যাঁহাদের কৃতিত্বে এই পুস্তক অভিনয় ক্ষেত্রে আশাতীত খ্যাতি লাভ করিয়াছে, আমার সেই সোদরোপম স্নেহভাজন শ্রীমান শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘটক প্রভৃতিকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ ও ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

কলিকাতা
বঙ্গাব্দ ১৩১০। বৈশাখ— } গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেব দেবীগণ।

শিব	মহাদেব।	দুর্গা	ভগবতী
নারদ	দেবর্ষি	জয়া	সখি
নন্দী	শিব কিঙ্কর	বিজয়া	ঐ
ভৈরব	শ্মশান-দেবতা	নিয়তী	ভাগ্যদেবী

পুরুষগণ

সুরথ	...	...	অঙ্গদেশের রাজা।
মন্ত্রী	...	...	
পুরঞ্জয় সিংহ	...	...	সেনাপতি
সঞ্জয়কেতু	...	...	সহকারি সেনাপতি
দিবদাস	...	(ভণ্ড উন্মাদ) পূর্ব্ব মন্ত্রীর পুত্র দেবেন্দ্রবিজয়	
বিশারদ	...	..	রাজ বৈদ্য
সত্যশরণ	...	...	রাজ কর্ম্মচারী (আত্মীয়ং)
অধিরথ	.	. .	জ্যেষ্ঠ রাজকুমার
সুধিরথ	.	...	ঐ কনিষ্ঠ।
কাপালিক	...	...	ছদ্মবেশী মন্ত্রী
সুতপা	. .	...	রাজ পুরোহিত।
পৃথুপাদ	. .	.	পূর্ব্বমন্ত্রী

কিরাতগণ, কিরাতবালাগণ, (ছদ্মবেশী দুর্গা জয়া বিজয়া ইত্যাদি)
কিরাতবালকগণ (ছদ্মবেশী কৃষ্ণ ও রাখালগণ) তরঙ্গবালাগণ
প্রহরীগণ, দূতগণ, পুরবাসিনীগণ, উড়েমালী ইত্যাদ

স্ত্রীগণ।

বড়রাণী	...	...	সুরথের জ্যেষ্ঠা মহিষী।
কনকপ্রভা	...	...	ছোটরাণী
বিদুষী	...	...	বড়রাণীর দাসী
ভৈরবী	...	...	পূর্ব্ব মন্ত্রীর পত্নী।

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 22 APR. 1903

সুরথোদ্ধার গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অঙ্গেশ্বর সুরথের রাজ-অন্তঃপুর

(কনিষ্ঠা রাজ্ঞী কনকপ্রভা ও ভৈরবীর প্রবেশ)

কঃ রাণী।—হাঁ মা ভৈরবি! মা শুভচণ্ডীর প্রসাদ, নির্ম্মাল্য কি বড়দিদির ঘরে পাঠিয়ে দেব?

ভৈরবী।—আজ কুমার অধিরথের জন্মতিথির পূজার দিন, বড় রাণীমা যেমন দেবী-মন্দিরে পূজা দিয়ে এসে, কুমারকে আশীর্ব্বাদ করুবেন, কাছে বসুয়ে খাওয়াবেন, আপনিও তাই করুবেন। বড় রাণীমা পেটে ধরেছেন বলে তিনি মা, আর আপনি কি মা নন্? সৎমা কি পর? না সতীনের ছেলে পর? আপনার সুধির যেমন অধিরও তেমনি। আপনাদের সতীনে সতীনে বরং অমিল আছে, কিন্তু তারা দুটী ভেয়ে যেন এক প্রাণ। বড় রাজকুমার আজ কত আহ্লাদ করে ব'লে গিয়েছেন জন্মতিথির পূজার পর সুধিরের সঙ্গে একত্রে বসে আগে

ছোটমার কাছে খাব, তার পর বড়মার কাছে যাব দুটী ভাইকে আশীর্ব্বাদ করবেন, মার পূজার নির্ম্মাল্য দেবেন, কাছে বস' হাতে তুলে খাওয়াবেন আমি সব উদ্‌যোগ করে রেখেছি। পাঠিয়ে দেওয়া কি ভাল দেখায় ?

কঃ রাণী —ভাল দেখায় না তা জানি। কিন্তু আগে আমার কাছে খেলে পাছে দিদি রাগ করেন, কিম্বা অধিরকে না আস্‌তে দেন, ত' হলে প্রাণে বড় ব্যথা লাগবে তাঁর স্বভাবতঃই আমার উপর হিংসা স্বভাব ত জান ? অধিরের জন্মতিথির পূজার উৎসবে আজ সুধিরের আমার আনন্দের সীমা নাই, সকালে উঠেই তার হরিনাম সংকীর্ত্তনের সাথিগুলিকে ডাকতে গিয়েছে

ভৈরবী —ছোট রাজকুমারকে রাতদিন শিখিয়ে শিখিয়ে মা তুমি যেন কেমন ক'রে তুলেছ রাজার ছেলের মত কিছুই নাই নগরে যার তার বাড়ী বেড়াবেন, বনে গিয়ে মুনিবালক-দের নিয়ে খেলা করবেন, যে ডাকবে তারই কাছে যাবেন, যে ব'লবে তারই কাছে নেচে নেচে হরিসংকীর্ত্তনের গান ক'রবেন। এই নগরে এত ধুমধাম হচ্ছে, চারিদিকে যাগ যজ্ঞ হোম পূজা দান ধ্যান হচ্ছে, বড় রাজকুমার কেমন রাজার ছেলের উপযুক্ত পোষাক পরে মহারাজের সঙ্গে সব দেখে শুনে বেড়াচ্ছেন, আগে পাছে শান্তি পাহারা ফিরছে, আর ছোট রাজকুমার যেন কাঙ্গাল দুঃখীর ছেলের মত যারতার বাড়ী বেড়াচ্ছেন। সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, যেন বৈরাগী উদাসীন—

(রাজা সুরথের প্রবেশ)

রাজা —কে উদাসীন—ভৈরবী ?

ভৈরবী।—ছোট রাজকুমার সুধিরের কথা বলছি। যেন রাজার ছেলে নয়, পথের পথিক-উদাসীন সন্ন্যাসী !

রাজা।—সেটী তোমাদের ছোট রাণীর গুরুমন্ত্রের গুণ! শিশুর হৃদয়ে সংসার-সুখাস্বাদনের পূর্ব্বে বিরাগ বীজ রোপণ করলে, আর সেই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ বদ্ধমূল হ'লে, সে বীজ উৎপাটিত ক'রে ক্ষেত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়। নবোদ্গতা লতাকে নব কিশলিতা রসালতরু বা কীট কলুষিত নিরস কণ্টকবৃক্ষ যা আশ্রয় করিয়ে দেবে, সে তাকেই অবলম্বন ক'রে এমন দৃঢ়ভাবে জড়িত হবে যে, তাকে সে আশ্রয় ত্যাগ করিয়ে আশ্রয়ান্তর অবলম্বন করাতে হ'লে, লতা ছিন্ন হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাবে, তথাপি আর প্রথম আশ্রয়টী ত্যাগ করবে না। অন্ধবিশ্বাস বালকের হৃদয়ও তদ্রূপ। তোমাদের দেবী ইচ্ছা করে অন্ধবিশ্বাস বালক সুধিরের হৃদয় লতিকা উদ্গত মাত্রেই বিবেক বৃক্ষের সঙ্গে জড়িত ক'রে নিয়তই উপদেশ-বারি সেচন করছেন, আর তাকে প্রতিকূল পথে আনা কি সহজ সাধ্য? ঐ দেখ না রাজপুত্রের বেশ দেখ দেখি! ভৈরবি, সুধিরকে নিয়ে সংসার বাসের বাসনা আমার জন্মের মত শেষ হয়েছে।

গীত

বুঝেছি সার, সে আশার শেষ হয়েছে ভৈরবী
এজনমের মত আমার অস্ত সে সৌভাগ্য রবি
আশায় বেঁধে ছিলাম হৃদয়, সহায় করে বীর পুত্রদ্বয়,
জিনব সমুদয় একছত্রে জিনব সমুদয়,
ব্যক্ত রবে ত্রিজগৎময় সুরথ কীর্ত্তি সুরভি

(সঙ্গিগণ সহ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সুধিরের প্রবেশ)

গীত

আয় সবে মিলি, দিয়ে করতালি, হরি হরি বলে নাচি রে
দু বাহু তুলিয়ে, প্রেমেতে গলিয়ে, করুণা-কণা যাচি রে (হরি বল)
যে নামেতে যায় পাষাণ গলিয়ে, সেই হরির নামে নিশান তুলে দে,
পরাণ খুলিয়ে, প্রেমেতে মাতিয়ে ডাক সে নিরদরুচি রে (সবে)

রাজা —দিব্য শিক্ষা শিখায়েছ কুমার সুধিরে।
হরিনাম মহামন্ত্রে করিয়া দীক্ষিত,
শিশুর হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিয়াছ রাণী—
সংসার বিরাগ-বীজ। ফুরায়েছে আশা।

রাণী —কেন নাথ, কোন্ আশা ফুরায়েছে তব?

রাজা।—কোন্ আশা। জান না কি রাণি?—
পূর্ব্বের কল্পনা মোর বলেছি তোমারে
কতবার, চির আশা—সুদৃঢ় কল্পনা,
জিনিয়া কলিঙ্গ রাজ্য অর্পিব সুধিরে
অধির হইবে রাজা অঙ্গ রাজ্যে মোর।
কিন্তু রাণি। সে বাসনা বিফল আমার।

রাণী —কি হেতু হতাশ নাথ। কি অভাব তব?
স্নেহের কোটরে তব দুটী বিহঙ্গিনী
রেখেছিল সযতনে দুইটী শাবকে,
যথাকালে পক্ষোদ্ভেদ হয়েছে দুটীর
একটীরে পাল রাজা রতন পিঞ্জরে,
একটী উড়ুক সুখে অনন্ত আকাশে।
বিপুল বিভব সহ অঙ্গ সিংহাসন,
সমর্পণ কর রাজা অধির কুমারে
কলিঙ্গ, কর্ণাট রাজ্য জিনি বাহুবলে,
সমর্পিতে সাধ যদি সুধিরে আমার,
অধিরে অর্পিয়া কর সে সাধ পূর্ণ;
কনিষ্ঠে অর্পণ নহে রাজধর্ম্ম নীতি।
সর্ব্ব সুলক্ষণ পুত্র কুমার অধির
জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রাজা যথাকালে তারে
কর রাজা, দাও জিনে সসাগরা ধরা,

একছত্রী রাজা হ'ক কুমার অধিব ।
সংসার-বিরাগী পুত্র প্রেমিক পাগল
বেড়াইবে নেচে নেচে সঙ্গিদল সহ
গেয়ে হরিগুণ-গান হরিবোলা মোর
ধন্য হব পুত্র মুখে শুনে হরিনাম ।

রাজা —লভিয়াছ যে প্রসাদ, পেয়েছ সুধার স্বাদ,
রাজ মাতা হতে সাধ নাই বুঝি রাণী ?

রাণী ।—সে বাসনা নাই নাথ ! কর এই আশীর্ব্বাদ,
হ'তে যেন পারি হরিভক্তের জননী ।

রাজা ।—কয়াধু প্রহ্লাদ-মাতা, ধ্রুবের সুনীতি যথা,
সেই মত ভক্ত মাতা হবে সাধ তাই ?

রাণী ।—কি করেছি পুণ্য এত হইব তাঁদের মত
বল যেন তাঁহ'দের পদধূলি পাই ।

সুধির ।—শুন মা কাননবাসী ঋষিদের কাছে
শিখেছি কেমন গান, হরিগুণ-গাঁথা !

রাণী ।—শিখেছ নূতন গান হরিগুণ গাঁথা ?
গাও দেখি ! শুনি আমি, শুনাও রাজারে

সুধির ।—শুনিবেন পিতা . হরিগুণ গাঁথা
শিখেছি কেমন মধুর গান ?

রাজা ।—কি গান শিখেছ গাও প্রাণাধিক !
হরিনামে হ'ক শীতল প্রাণ ।

গীত ।

গাও দেখি প্রাণাধিক রে সে সেই মধুর হরিনাম
মাতৃদত্ত মন্ত্রে, বিষয় বিরাগ তন্ত্রে, বেঁধেছ হৃদ্‌যন্ত্রে, যার স্বরগ্রাম ।
যে সংগীতে শিবের শিঙ্গা যন্ত্র সাধা, বিরাগী নারদের বীণা যন্ত্র সদা,
যে রাগে বাঁধা—
মত্ত অনুক্ষণ, সনক সনাতন, শুকদেব লভেন সুখ মোক্ষধাম

রাণী —স্থধিরথ ! প্রণিপাত কর রাজ পদে ।
স্থধিব —প্রণিপাত করি পিতঃ দেহ পদধূলি ।
রাজা —জনম বিবাগী পুত্র ! মাতৃ উপদেশে
শিখিয়াছ হরিনাম, লয়েছ শরণ
জগৎ পিতার পদে, এ পিতাবে আর
আর কেন পিতৃ সম্বোধন ? কেন প্রণিপাত ?
স্থধির ।—শুনিয়াছি উপদেশ জননীব মুখে
জগতের পিতা হরি, জগতের গুরু,
তা হতেও মহা গুরু জন্মদাতা পিতা ।
পিতৃ তুষ্টে তুষ্ট কৃষ্ণ, রুষ্ট তার প্রতি
যার প্রতি জন্মদাতা জনক বিমুখ ।
তাই বলি দাও পিতা পদধূলী শিরে,
পিতৃ তুষ্টে পাই যেন কৃষ্ণ দরশন ।
রাজা —বুঝিনুবে স্থধিরথ ! বুঝিনু নিশ্চয়,
সামান্ত মানব শিশু নও তুমি কভু ।
ব্রহ্মশাপে, কিম্বা কোন কার্য্যসিদ্ধি হেতু,
আসি কোন জাতিস্মব মহান পুরুষ,
লইয়াছ পুত্ররূপে জন্ম মম গৃহে ।

(অধিবথের প্রবেশ)

অধিব ।—পণাম করিতে মাতঃ এসেছি তোমারে ।
রাণী —আয রে হৃদয নিধি অধিব রতন,
আয় তোবে কোলে ক'রে জুড়াই পরাণ ।
দিদির যেমন তুমি নয়নের মণি ,
হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন ! আমারও তেমতি ।

যুগল নয়ন-মণি সুধির অধিব ।
বৎসরান্তে জন্মতিথি-উৎসবের দিনে
পূজা করি সুবচনী, দেবী চণ্ডীকায়
রেখেছি নির্ম্মাল্য, অর্ঘ্য, পুষ্প, দূর্ব্বা, ধান ।
ধর শিরে এ নির্ম্মাল্য অক্ষয় কবচ
মাতৃ-আশীর্ব্বাদ সহ, হও চিরজীবী ।

অধির ।—প্রণিপাত করি পদে দাও পদধূলী
সফল হউক মম মাতৃ-আশীর্ব্বাদ ।

(সুধিরের প্রতি)

প্রাণাধিক ! প্রণিপাত কর মাতৃ-পদে,
দেবীর নির্ম্মাল্য শিরে ধরিয়া যতনে ।

(জননীর প্রতি)

অর্ঘ্য, পুষ্প, দূর্ব্বা, ধান অর্পিয়া মস্তকে
করমা আশীষঃ তব সুধির রতনে ।
কায়মনবাক্যে সদা কর মা প্রার্থনা
সর্ব্ব শুভঙ্করী দেবী চণ্ডিকার পদে
চিরদিন ভ্রাতৃস্নেহ রহে সমভাবে
একপ্রাণে থাকে যেন সুধির অধির
ভ্রাতৃভেদ যেন নাহি ঘটে এ জীবনে ।

রাণী ।—নিয়ত কামনা করি চণ্ডিকার পদে
কায় মনে, হও রাজা, পিতৃ সিংহাসনে,
যথাকালে অভিষেক করি রাজপাটে,
নিশ্চিন্ত হউন রাজা ; সুধিরে আমার,
স্নেহের চক্ষুতে যেন দে'খ চিরদিন ।

অধির ।—চিরদিন দেখিব মা স্নেহের নয়নে
নয়নের মণি তব সুধির রতনে ।
দেখাতাম বুক চিরে দেখাবার হ'লে
কত ভালবাসি আমি সুধিরে তোমার ।
শুনেছি পিতার মুখে বাসনা তাঁহার,
জিনিয়া কলিঙ্গরাজ্য দিবেন সুধিরে,
অঙ্গরাজ্যে রব আমি, কলিঙ্গে সুধির ।
তাও যদি না ঘটে মা ! নাপারেন পিতা
করিতে কলিঙ্গ জয় ; প্রতিজ্ঞা আমার—
অঙ্গরাজ্য সিংহাসনে বসায়ে সুধিরে,
সেনাপতি হয়ে আমি রব চিরদিন
কেমন সুধির ! পারিবি ত রাজা হ'তে ?
সেনাপতি হব আমি অঙ্গরাজ্যে তোর ।

সুধির ।—কোন্ রাজ্যে সেনাপতি হবে দাদা তুমি !
অঙ্গরাজ্যে ? পিতৃদত্ত এই ক্ষুদ্র দেশে ?
কাজ নাই হেন রাজ্যে—হও রাজা তুমি
আমি যদি হই রাজা—হব সে রাজ্যেতে !

অধির —কেন এ বিরাগ ভাই নবীন শৈশবে
সুধিরথ ! একি মনোরথ ভাই তোর !
ক্ষত্রকুলে জন্ম তব, রাজপুত্র তুমি,
অস্ত্রবিদ্যা রাজনীতি শিখিয়া যতনে,
যথাকালে বীর-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,
সাধিবে রাজ্যের হিত, প্রজার মঙ্গল,
কোটী কোটী প্রজাপুঞ্জ পালনের তরে
জনম তোমার, তবে কেন প্রাণাধিক !
নবীন বয়সে ভাই এ বৈরাগ্য তব ?

গীত।

সুধিরথ একি মনোরথ ভাই, এ নবীন কিশোর বয়সে
কি অভাবে বল রে ভাই, বাসনা হ'লো সন্ন্যাসে
ররে সদা বুকে বুকে, হাসিবে খেলিবে সুখে,
রাজবেশ ত্যজে কি দুঃখে, বাঁধবি জটা চাচড় কেশে
ফুটেছ বিধির বিধানে, সুকৃতির ফুল সুখোদ্যানে,
আনন্দ সুষমা দানে, দুলিবে সোহাগ বাতাসে।

রাজা —আসি তবে রাণী।

ক-রাণী —এস নাথ। প্রণিপাত করি রাজপদে,
দাসী ব'লে মনে যেন থাকে দুঃখিনীরে।

রাজা।—চিরদিন ভালবাসি অধিষ্ঠাত্রী দেবী
এ হৃদি-মন্দিরে তুমি; শুন এক কথা
ধর্ম্মিক পুত্রের মাতা হইব বলিয়া
কুমার সুধিরে যেন করোনা সন্ন্যাসী।
রাজধর্ম্ম-নীতি কিছু শিখাও কুমারে
চলিলাম আমি, সতি! আসিব আবার॥

ক-রাণী।—এ আদেশ শিরোধার্য্য তব, কিন্তু নাথ!
শিখাব না রাজনীতি কুটীল কৌশল।

রাজা।—আসি তবে রাণী!

ক রাণী —এস নাথ।

[রাজার প্রস্থান।

এস রে অধির! এস প্রাণের সুধির!
চণ্ডীর প্রসাদ কিছু খাও দুই জনে
দুঃখিনী মায়ের গৃহে যা আছে সঞ্চয়

ভৈরবী —(স্বগত) আহা ছোট রাণীমা যেন জীবন্ত দয়ার

ছবিখানি কথাগুলি যেন সরলতা মাখা। কুচক্রী মন্ত্রীর কুচক্রে প্রাণেশ্বরের মন্ত্রিত্ব গেল। মনের দুঃখে, অভিমানে স্ত্রীপুত্র ত্যাগ ক'রে কোথায় নিরুদ্দেশ হলেন, এতদিন গোপনে গোপনে অন্বেষণ কর্‌ছি, ভৈরবীবেশে ছোটরাণীর কাছে থেকে, মাঝে মাঝে শ্মশানে যাবার ছল ক'রে কত দেশে দেশে, বনে বনে ফির্‌ছি। সোণার বাছা দেবেন্দ্রবিজয় আমার, পাগল সেজে—সিংহশাবক শৃগাল সেজে, রাজসংসারে থেকে, রাজার অনুগ্রহ-দত্ত অন্নে জীবন ধারণ কর্‌ছে, তা চক্ষে দেখে, এত কষ্ট—এত বিড়ম্বনা সয়েও কেবল ছোটমার ভালবাসার গুণে, মধুমাখা কথা শুনে সব ভুলে আছি

ক-রাণী।—ওকি বাছা ভৈরবি! কেন বাছা আনন্দের দিনে চক্ষে জল ফেল্‌ছিস্? ওতে যে আমার অধিরের অকল্যান হবে মা দিদি আমার সুধিরকে পর ভাবেন, কিন্তু ভৈরবি! ধর্ম্ম জানেন, আমার চক্ষে সুধিরও যা অধিরও তাই। আজ অধিরের জন্মতিথির উৎসবের দিন। কত দেশ থেকে, কত সওগাৎ আস্‌ছে, আপনার জনে কত কি পাঠাচ্ছে, কিন্তু অধির আমার ছোটমার কাছে থাবার জন্যই ব্যস্ত, কতবার আস্‌ছে, কতবার যাচ্ছে, আমার সুধিরকে নিয়ে কত আহ্লাদ কর্‌ছে।

(বিদুষীর প্রবেশ)

বিদুষী—আঃরে আমার আহ্লাদ! আহ্লাদ আর গায়ে ধর্‌ছে না এর কাছে আহ্লাদ,—ওর কাছে আহ্লাদ,—তার কাছে আহ্লাদ, কি আমার আহ্লাদের ঘটাবে! আহ্লাদ ক'রে বেড়ালে সবাই ভাল বলে কি না! রাজার ছেলে, রাজার মত থাক্‌বে ত না হ'য়ে একবার এর কাছে একবার তার কাছে, জানিনা মা কেমন আহ্লাদ.

ভৈরবী—কেন বিদুষি! বড় রাজকুমার কি এর তার কাছে

আহ্লাদ করছে, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে এসেছে একবারের জায়গায় দশবার আসবে তাতে দোষ কি। সৎমা কি মা নয়

বিদুষী—তোমার কাছে সে ব্যবস্থা কে নিতে এসেছে বাছা! মাগীর রকম দেখ। একটা না বলতে দশটা শুনিয়ে দিলে। এল তার দোষ কি!—সৎমা কি মা নয়! দোষ হ'ক্ না হ'ক্ সে কথায় তোমার কাজ কি বাছা! এমন গায়ে পড়া গণ্ডগুলে মাগী ত কখনও দেখি নি।

ভৈরবী—হাঁ বিদুষি! আমি তোকে কি বল্লাম বোন! আমি ত তোকে রাগের কথা কিছুই বলি নাই

বিদুষী—বল্‌বি কিলা? বলি বল্‌বি কি? আমি ত কোন পোড়াকপালির বুকে তিউড়ি কেটে ভাত রাঁধি নাই—কারও পাকা ধানেও মৈ দিই নাই—কারও ছেলেও ডুবিয়ে মারি নাই, যে আমাকে এক কথা ব'ল্‌বে তা সব মাগীর অহঙ্কারের কথা শোন। কেন, কিসের জন্য বল্‌বি? আমি তোর কিসের ধার ধারি আমাকে যিনি বল্‌বেন, তিনি দুটী চো'কের মাথা খাবেন, ভাতার পুতের মাথা খাবেন—কাণা হবেন,—অন্ধ হবেন—ভাতে হাত দিতে যাচ্ছে তায় হাত দেবেন

ক-বা।—মা বিদুষি! ঘরে ঘরে গণ্ডগোল করিস্‌না।

ভৈরবী—হাঁ বিদুষি! বিনা দোষে এত কথা কেন বল্‌ছিস্? কেন এত শাপ দিচ্ছিস্? ঘাট হয়েছে বোন! আর আমি তোর কোন কথায় কথা কইব না

বিদুষী।—তা কইবি কেন—বলি তা কইবি কেন? আমরা দাসী বাঁদি, আমাদের সঙ্গে কথা কইলে যে মান যাবে বড়-মানুষ হয়েছ—বড় পায়া পেয়েছ—বড় গাছে না বেঁধেছ, এখন ত অহঙ্কার হবারই কথা! বলে "বড় নায়ের মাঝি, তার যে পাকায় কাছি, তার যে দেয় গুছি, আমি তারই বাড়ীর কাছে আছি"

এত বড় রাজ —তাঁর সুয়োরাণী—তাঁর দাসী তুমি, তুমি আমাদের সঙ্গে কথা কইবে কেন? মর্ মর্। তেজে ফেটে মর্‌ছেন। তা হবেনা কেন? বলে "ধান ভানুনীর ধন হ'লে দিনে দেখে তারা" ছোট লোকের বিত্তের কি সাধ করে হয়

ক রাণী —যা না মা বিদুষী। কেন ছোট কথা নিয়ে তিলে তাল ক'র্‌ছিস, এক ঘরে—এক সংসারে থেকে কি মা হিংসা দ্বেষ কর্‌তে আছে! মিলে মিশে, হেঁসে খেলে, কাজ ক'র্‌তে হয়। দ্বেষ হিংসা কেন বাছা?

বিদুষী —দ্বেষ হিংসে কিসের, ওর সঙ্গে আবার দ্বেষ হিংসে কিসের, ওকি আমার সতীন তাই দ্বেষ হিংসে ক'রব? আমরা কারও কথায় থাকি না।

ক রাণী।—সে বেশ কথা বাছা! যাও এখন।

বিদুষী।—যাবনা কি থাক্‌তে এসেছি—না তোমার আদ-রিণী গরবিনী ভৈরবীর দুয়ারে ভিক্ষে মাগ্‌তে এসেছি। এই চল্লাম (অধিরের প্রতি) এসগো ঘরে এস বড় মা পূজর প্রসাদ নির্ম্মাল্লি নিয়ে বসে আছেন, তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে প্রসাদ নির্ম্মাল্লি দিয়ে তবে জল খেতে পাবেন। তোমাকে ডাক্‌তে এসেই ত আমার এত লাঞ্ছনা।

অধির।—দেখ্ বিদুষি! কিসে তোর্ লাঞ্ছনা গঞ্জনা হ'লো? ছোট মা তোকে ত ভাল বৈ মন্দ কথা একটীও বলেন নাই। ভৈরবী দিদিও তোর্ কোন অপমানের কথা বলে নাই। তুই আপনা আপনি গায়ে প'ড়ে গণ্ডগোল কর্‌লি। এক কথায় দশকথা শুনিয়ে দিলি, আমি কি কিছু শুনতে পাচ্ছিনা। যা আমি তোর্ সঙ্গে যাব না! আগে ছোটমার কাছে খেয়ে, তারপর বাবার কাছে গিয়ে তোর সব কথা ব'লে দেব কুন্দুলী কোথাকার

বিদুষী।—বটে? আমি কুন্দুলী হ'লাম? বলে "যার জন্য কেঁদে মরি, সেই দেয় গলায় ছুরি" হায়রে কালের ধর্ম্ম! ওদের কথা শুনতে পেলেন না। দোষ কি—এলই বা, সৎমা কি মা নয়, "তোর্ সঙ্গে কথা কইব না" এম্নি এম্নি হাজার কথা শুনয়ে দিলে। আবার মানুষকে বলে কিগা? ধ'রে দশ ঘা মেলেই বুঝি ভাল হ'তো। উনি শুদ্ধ ওদের হয়ে লাগলেন। ঐ ভৈরবী শ্মশান চলানী—ডাইনি তোমায় কি ভোগায় ভুলিয়েছে, কোন্ দিন কোন্ সর্ব্বনাশ ক'রে বড়মার কপাল ভেঙ্গে দেবে, আমি ওঁর ভাবনা ভেবে মরি উনি কিনা বল্লেন তুই কুন্দুলী,, কুন্দুলী হই—গণ্ডগোলী হই আমিই আছি, আমাকে বিদেয় ক'রে দাও। ওমা কি ঘেন্নার কথা! এত লাঞ্ছনা আমার কপালে ছিল। ওমা আমি কোথায় যাব? যাইত বড়মার কাছে, বলিগে, আমাকে বিদায় করে দাও, আর তোমার সতীনের আদরের ঝি—সুধিরের আদরের দিদি—আর তোমার অধিরের মন্ত্র-গুরু কাল-ভৈরবীকে নিয়ে থাক, তার পর শয জানতে পারবে—দাসীর কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগবে।

[বেগে প্রস্থান।

ক-রাণী —বাবা অধির! সুধিরকে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের ড়মার কাছে যাও, আমি তোমাদের খাবার পাঠ্য়ে দিচ্ছি। দিদির কাছে আশীর্ব্বাদ নিয়ে সেইখানে বসে খেও, নইলে বিদুষী গয়ে দিদির কাছে কত খানা ক'রে লাগাবে, যাও আমি খাবার পাঠ্য়ে দিচ্ছি

[রাজ কুমারদ্বয়, ভৈরবী ও ছোট রাণীর প্রস্থান।

(বিদুষীর পুনঃ প্রবেশ)

বিদুষী —আহা হা, কেমন ফিকির! বিদুষীর হাড়ে ভেল্কি য় তা জানেন না। বড়রাণী বলেন তুই কিছু বুঝিস না। কিন্তু আমি যা বুঝি, এ রাজ্যের নাথ যিনি—তিনিও তা বুঝেন না।

কপাল দোষে চাকরাণী হয়েছি, হ'তাম যদি রাজরাণী, তা হ'লে দেখাতাম কেমন্ ক'রে রাজাকে ওঠাতে বসাতে হয় —কেমন ক'রে মরণ কাঠি জীয়ন কাঠি হাতে রাখতে হয় ছোটরাণীর দেওয়া খাবার ছোটরাণীর কাছে ব'সে খেলে, এত পরামর্শ—এত যুক্তি সব গোল্লায় যেত খাবারে বিষ মাখান হতো মাত্র, খাওয়ান ও হ'তোন —অধিব খাবার খেয়ে ঢলেও প'ড়ত ন । এখন ছোট রাণী খাবার পাঠিয়ে দিলে—বেশ হ'লো, দাও দেদার বিষ ছুটোই যায়, তাতেও দুঃখ নাই, কব্‌রেজ আর মন্ত্রীকে হাত ক'রে, যদি আমার সত্যশরণকে বড় কর্‌তে পারি, তা হলেই সব সাধ মিট্‌ল পোড়া কপা'লে লোকে বলে সত্যশরণের বড় ব্যাম হয়েছে, ঝ্যাটা মারি তাদের মুখে। বাছা আমার দিন রাত লেকে কিনা? তাই কলম ধ'রে ধ'রে আঙ্গুল কটা খেয়ে গিয়ে একটু ছোট হয়েছে, কলমের ঘেঁসে ঘেঁসে খেয়ে গিয়ে ঘা দেখা দিয়েছে, পোড়া-কপা'লেরা বলে কিনা বড়মার দয়া হয়েছে, পোকা পড়ুক তাদের মুখে। যাক্। এখনও কব্‌রেজ মিন্‌সে যে বিষ নিয়ে এলোনা! ঐ যে আস্‌ছেন (কবিরাজের প্রতি) বলি এত দেরি কেন,সেটা এনেছ ত?

(কবিরাজের প্রবেশ)

কবিরাজ —(কৌটা খুলিয়া দর্শায়ন) বিদুষী বিদ্যা-ভূষিতে। আমি কি কাজ ভুলি। কার্য্য ধ্বংসেন মূর্খতা।

বিদুষী এখন তোমার কবিতা রাখ—শীঘ্র দাও। (এস্ত ভাবে কৌটা গ্রহণ পূর্ব্বক) সবটা মাখ্‌য়ে দেব?

কবি না না অর্দ্ধেকটা—অর্দ্ধেকটা, অর্দ্ধ মাত্রায় লইবা,বেশী কথা কইবার সময় নাই

বিদু।—(কিছুদূর যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূঃ) বলি মর্‌বে না ত?

কবি —ন না কিছুকাল অচৈতন্য হইয়া থাক্‌বে বিষের

ক্রিয়া—বিয়ের লক্ষণ সবই প্রকাশ পাইবে ; কিন্তু বিদুষি . মন্ত্রী মশায়ের কথার যেন নড চড় না হয়

বিদু। চুপ চুপ আস্তে ! বলি কৌটার মধ্যে বড়ি আছে না গুঁড় আছে ?

কবি —বড়ি নয়, গুঁড়া—গুঁড়া খাইতে বিস্বাদ লাগবেনা। খুব সাবধানে খাবারের সঙ্গে মাকায়ে দেবে। হঁ্যা আর এক কথা, জাল পত্র ঢুকানা ঠিক করে সেনাপতির পোষাকের মধ্যে রাখা হয়েছে ত ?

বিদু।—সে সব ঠিক করে রেখেছি

কবি —কখন রাখ্‌লে ?

বিদু —আজ সকালে

কবি —কোন পোষাকের মধ্যে।

বিদু —যেটা গায়ে দিয়ে রাজ সভায় যায়।

কবি —বেশ বেশ বিদুষী বেশ চতুরা।

"চতুরা চাতুর্য্যময়ী বিদুষী বিদ্যাভূষিতে" তবে এখন আসি ? মন্ত্রী মশায় আগে রাজ সভায় গমন কর্‌ছেন মহারাজও গেলেন ব'লে, আমিও যাই, তুমি আপন কার্য্য ঠিক কইরা রাখ।

[কবিরাজ ও বিদুষীর প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজ সভা।

(মন্ত্রী, সহকারী সেনাপতি, বিশারদ ও সত্যশরণের প্রবেশ)

মন্ত্রী।—কেমন সহকারী সেনাপতি! কেমন কৌশল করা হয়েছে?

সহ সেনা। কৌশল ভাল বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হওয়া বড়ই কঠিন।

মন্ত্রী—কার্য্যে পরিণত? হা! হা! হা! এ-ত হয়ে রয়েছে। তুমি, আমি, বিশারদ মশায়, বিদুষী, সত্যশরণ এই পাঁচ জনার চক্র—তার সঙ্গে বড় রাণীর যোগ এই ছজনার চক্র—বিষম ষড়চক্র। বুঝলে কিনা? আমার কল্পনা—আমার কুট-কৌশল যদি কার্য্যে পরিণত না হ'তো, তা হলে কি কর্ণাট রাজের মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগের পর, তোমাদের পূর্ব্ব মন্ত্রীকে পদচ্যুত—নির্ব্বাসিত ক'রে স্বয়ং সেই পদ গ্রহণ করতে পারতাম? না এই বিশাল অঙ্গরাজ্যের আপামর সাধারণের নিকট এতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেম। বিশারদ মশায় কি বলেন?

কবি।—তার আর সন্দেহ আছে? "বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য" অচিরেই কার্য্য সিদ্ধি।

মন্ত্রী—প্রথম কথা, সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহকে পদচ্যুত করা এবং রাজ আজ্ঞায় কঠোর ভাবে কারারুদ্ধ করা। বুঝেছ?

সহ সেনা —বুঝ্লাম, কথাটা বলা খুব সহজ, কিন্তু—

মন্ত্রী —বল্তে যেমন সহজ, কার্য্যও তেম্নি সহজে হবে।

সহ-সেনা —ভেকে কালসর্প গ্রাস ক'র্বে, শৃগালে সিংহ শীকার কর্বে, পিপিলিকায় পাহাড় ভাঙ্গ্বে, এসব স্বপ্নের কথা—স্বপ্নের প্রলাপ—স্বপ্নেই শোভা পায় শত্রুভাবেই হ'ক, আর মিত্র ভাবেই হ'ক, সেই পুরঞ্জয় সিংহরূপ সিংহকে জাগরিত ক'র্তে যাওয়া কেবল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে অগ্রসর হওয়া মাত্র সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ অদ্বিতীয় বীর, সমর বিদ্যায় বীরকুলের শীর্ষস্থানীয় সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধার্ম্মিক, সদালাপী এই সুবিস্তৃত বিশাল সুবথরাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ তাঁর গুণে বাধ্য মহারাজ তাঁকে সহোদর সদৃশ জ্ঞান করেন, প্রাণ অপেক্ষা বিশ্বাস করেন; সুতরাং তাঁর প্রতি মহারাজের বিদ্বেষ ভাব জন্মে দেওয়ার এবং কূট কৌশলে তাঁকে পদচ্যুত ক'রে কারারুদ্ধ করার সাধ্য মেদ-মজ্জাগঠিত দেহধারী জীবে আছে এ আমি বিশ্বাস করিনা।

গীত

পূর্ণ এ বাসনা মন্ত্রী হবে সেই দিনে
পঙ্গুতে লঙ্ঘিবে গিরি ধ'র্বে শশী বামনে
শৃগালে সিংহ নাশিবে, ভেকে ভুজঙ্গ গ্রাসিবে
লোকে হাসিবে (শুন্লে কথা) লোকে হাসিবে,
ধরায় কলঙ্ক ঘোষিবে দোষিবে জগৎজনে।

মন্ত্রী।—সঞ্জয়কেতু ছেলেমানুষ! আমার যুক্তিমত কার্য্য ক'রে যাও, শেষে দৈবশক্তির মত কার্য্য দেখ্তে পাবে। (সত্যশরণের প্রতি) সত্যশরণ.

সত্যশরণ।—(তোতলা স্বরে) আজ্ঞে ক রুন তো মার পে।

মন্ত্রী —তোমার কার্য্য শেষ হয়েছে ত?

সত্য আজ্ঞে গে—তোমার—গে—সব ঠিক হয়ে গেছে—

মন্ত্রী।—স্বাক্ষরটা ঠিক কর্ণাট রাজের মত হয়েছে ত ?

সত্য।—সন্ধিপত্রে তোমার-গে যে মন আছে ঠি-ক তেম্‌নি ক রে ক রেছি।

মন্ত্রী।—ছোটরাণীর পত্র দেখে, তাঁর হাতের লেখার মত অবিকল ভাবে যে পত্র খানা লিখ্‌তে বলেছিলেম, সে পত্র খানা লিখে তোমার মার কাছে দিয়েছ ?

সত্য —সে সব ঠি-ক হয়ে গেছে ত-বে হাতের বে-দনাটা বড় বে ড়ে উঠেছে ব'লে লি-খ্‌তে একটু বি লম্ব হয়েছে। ম ন্ত্রী মশায় . স বাই বলে সত্যশরণের কু-ষ্ঠব্যাধি হ-য়েছে . সত্যই এটা কি তা ই ?

মন্ত্রী —কে বলেছে ? রাম ! ওটা দা'দ্‌ পেকে অমন হয়েছে। কি বলেন কবিরাজ মশায় ?

কবিরাজ।—হাঁ হাঁ, মহাদক্রু ক্ষুদ্র কুষ্ঠ, মারাত্মক নয়। নিদান-মতে ঔষধ সেবনে আরোগ্য হওয়া সম্ভাবনা। কুষ্ঠাধিকারে নিদানে বল্‌ছে "এড়গজা তিল সর্ষপ কুষ্ঠং মাগধিকা লবণ ত্রয়মস্তু। পূতিকৃতং দিবসত্রয়মেতদ্ধন্তি বিচর্চিক দক্রু কুষ্ঠম্‌।"

মন্ত্রী।—আপনার কার্য্য কত দূর ?

কবিরাজ।—আমি কৌটা শুদ্ধ অতি সংগোপনে বিদুষীর কাছে দিয়েছি। কার্য্যে তৎপরতা আমার বিলক্ষণই আছে। ঐ বিদুষী আস্‌ছে।

(ত্রাস্তভাবে বিদুষীর প্রবেশ)

বিদুষী —চুপ . চুপ ! আস্তে, খুব আস্তে ! মন্ত্রীমশায় সব ঠিক করেছি। পত্র দুখানা আজ সকালে সেনাপতির পোষাকের ভিতর—চুপ ! চুপ খুব আস্তে . কব্‌রেজ মশায়ের কাছে বিষের

কৌট শুদ্ধ নিয়ে খাবারের সঙ্গে—চুপ! চুপ! খুব আস্তে। সব ঠিক, আমি যাই। আমার সত্যশ্রবণের উপর যেন——

(প্রস্থান)

মন্ত্রী।—সকলে খুব সাবধান! মহারাজের আসবার সময় হয়েছে।

(রাজার প্রবেশ ও সকলের আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান)

রাজা —কেমন মন্ত্রি! কুমারের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে সমাগত আহুত অনাহুত ব্যক্তিমাত্রেরই যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ত ক্রুটী হয় নাই? অন্ধ, খঞ্জ, দীন দুঃখী বিশেষতঃ অর্থপ্রার্থী ব্রাহ্মণগণকে ত আশাতীতরূপে ধনদান করা হচ্ছে?

মন্ত্রী —আজ্ঞে হাঁ, রাজ আজ্ঞাপালনে সাধ্যমত ত্রুটী হয় নাই বহুদিগদেশাগত অতিথি ব্রাহ্মণ, দীনদরিদ্রকে আশাতীত-রূপে ধনদান করা হয়েছে। কর্ণাট রাজ্যবাসীগণকে মহারাজের রাজ্যে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা বহুদিন হতেই প্রচারিত আছে, সম্প্রতি রাজকুমারের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে কেবলমাত্র কর্ণাটবাসী ব্রাহ্মণগণকে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হওয়ায়, বহুসংখ্যক কর্ণাটী ব্রাহ্মণ মহারাজের রাজধানীতে সমাগত হয়েছিল, তাঁদের যথাযোগ্য সমাদরের ক্রুটী হয় নাই, কিন্তু—

রাজা।—কিন্তু কি?

মন্ত্রী —শুনলাম, কর্ণাট রাজ্যবাসী একটী ব্রাহ্মণের প্রতি একটী নগররক্ষকের কোন বিষয় সন্দেহ হওয়ায় তোরণদ্বারে তাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে

রাজা —কি সন্দেহে ব্রাহ্মণকে বন্দী করে রাখা হয়েছে?

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণ, ছদ্মবেশী—কর্ণাটের গুপ্তচর, এই সন্দেহে

রাজা।—এরূপ সন্দেহের কারণ কি? সে যে কর্ণাট রাজের গুপ্তচর তার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে? যাক্ শীঘ্র

সেই বন্দী ব্রাহ্মণকে লয়ে নগররক্ষককে এখানে আস্‌তে আদেশ কর।

মন্ত্রী —যে আজ্ঞে

(পাগল দিবদাসের প্রবেশ)

দিবদাস —এই বাধ্‌ল কাজের ঘটা আর, বাঁধা ছাঁদা ছেন্দো কথা, আসল কথা সেই—সেটা—

রাজা —কি বল্‌ছ দিবদাস ?

দিবদাস —বল্‌ছি আমার মুণ্ডু মাথা। দেখি কোথাকার ঢেউ মরে কোথা

মন্ত্রী।—কিসের ঢেউ দিবদাস ? কুমারের জন্মতিথির পূজা উপলক্ষে এই মহতী দান পূজা উৎসবপূর্ণ ধর্ম্মযজ্ঞের ?

দিবদাস —কেউ কর্‌ছেন ধর্ম্মযাগ, আর কেউ কর্‌ছেন লঙ্কাভাগ।

মন্ত্রী।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ আমাদের বিষম চক্রান্ত পাগলটা জান্‌তে পেরেছে নাকি। (প্রকাশ্যে) দিবদাস আমোদেই আছে

রাজা —ও সদানন্দ। কে লঙ্কাভাগ কর্‌ছে রে দিবদাস ?

দিবদাস —গুরু জানেন আর জানেন ধমা, আর জানেন কালনিমে মামা

মন্ত্রী —পাগলের কথার আগাও নাই, গোড়াও নাই।

দিবদাস —নাইক কথার গোড়া ডগা, তবু ত লোকের কাঁপে গা।

রাজা।—কার গা কাঁপে দিবদাস ?

দিবদাস —এই দিবে পাগলা কেঁপে মরে, আর যে কাঁপে—জান্‌বে পরে।

রাজা —মন্ত্রী মশায়ের দানের ধ্যান কিরূপ দেখ্‌লে ?

দিবদাস।—সব দেখ্‌লাম আপন চোকে, ভাণ্ডার ত গেল ফুঁকে ধ্যান এখনও যায় নি জানা, ও সব ধ্যানের ছন্দ নানা।

মন্ত্রী—(স্বগত) পাগলা সর্ব্বনাশ কর্‌লে দেখ্‌ছি! এ নিশ্চয়ই আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণা জান্‌তে পেরেছে। পাছে প্রকাশ করে, এখন পাঁচ কথায় ভুলিয়ে রাখ্‌তে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) দিবদাস। তুমি নাকি মাঝে মাঝে সেনাপতির কাছে যুদ্ধ শিখ্‌তে যাও? কিছু শিখ্‌তে পেরেছ কি? একদিন পরীক্ষা দিতে হবে।

দিবদাস।—সব রয়েছে পাথরে আঁকা, তাতেই দিবের যুদ্ধ শেখা। দিনের দিন আস্‌বে যখন, এই দিবে পরীক্ষা দেবে তখন।

(বন্দী ব্রাহ্মণসহ নগর রক্ষকের প্রবেশ)

রাজা।—এই ব্রাহ্মণ?

রক্ষক।—আজ্ঞে হাঁ।

রাজা—মন্ত্রী! জিজ্ঞাসা কর—

মন্ত্রী—নগররক্ষক! শুন্‌লেম, কর্ণাট রাজ্য হ'তে সমাগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে, এই ব্রাহ্মণকে নাকি গুপ্তচর সন্দেহে বন্দী করেছ? কি প্রমাণে ব্রাহ্মণকে কর্ণাট-দূত ব'লে জান্‌তে পেরেছ? সন্দেহযোগ্য প্রমাণ কি পেয়েছ? সত্য বল, রাজসভা—ধর্ম্মাধিকরণ, রাজারসমক্ষে। বিশেষ বন্দী একজন ব্রাহ্মণ, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

রক্ষক।—দাস কোন দিনের জন্য সত্যের অবমাননা করে নাই। রাজ-আজ্ঞা মত সকল কার্য্যই সম্পন্ন করেছি, উপস্থিত ব্রাহ্মণ আমার অপরিচিত, কোনরূপ শত্রুতা মিত্রত নাই, সম্পূর্ণ সন্দেহযোগ্য প্রমাণ পাওয়াতেই গুপ্তচর বোধে বন্দী করেছি।

মন্ত্রী—কি প্রমাণে গুপ্তচর সন্দেহ কর্‌লে?

রক্ষক —কর্ণাট রাজের গুপ্ত পত্রবাহক জেনে ।

মন্ত্রী —কর্ণাট রাজের গুপ্ত পত্র ! কার কাছে পত্র লিখেছে ? কোথায় সে পত্র ? তোমার কাছে আছে ?

রক্ষক —না, গত রাত্রে যে সময় আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ বিদায় হয়, সেই সময় সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ আমাকে শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত করেন, কর্ণাটবাসী ব্রাহ্মণগণ সেনাপতির আদেশে যথাযোগ্য বিদায় পেয়ে চ'লে যেতে আরম্ভ করলেন। তার মধ্যে—এই ব্রাহ্মণ, কতকগুলি ফুল বিল্বপত্র—কি অন্য কোন পাতা, ঠিক চেনা গেল না, সেই গুলিতে জড়িয়ে কি যেন একটা জিনিস সেনাপতির হাতে দিলেন, তিনিও সেই গুলি তাড়াতাড়ি যেন অন্যের অদৃশ্যভাবে আপন পরিচ্ছদ মধ্যে রাখ্‌লেন।

মন্ত্রী ।—ব্রাহ্মণ ! সত্য কথা বল, তুমি ব্রাহ্মণ কিনা ?

ব্রাহ্মণ ।—আজ্ঞে আমি ব্রাহ্মণ,—কুলীন ব্রাহ্মণ ; এই যে পৈতে

মন্ত্রী ।—ওতে সৎ ব্রাহ্মণ ব'লে প্রমাণ হ'তে পারে না । সন্ধ্যা গায়ত্রী জান ?

ব্রাহ্মণ —জানি বৈকি ।

মন্ত্রী ।—গায়ত্রী বল দেখি ?

ব্রাহ্মণ ।—শূদ্রের কাছে ব'ল্‌তে নাই ।

মন্ত্রী —ভাল, সন্ধ্যা ত ব'ল্‌তে আছে, তাই বল ।

ব্রাহ্মণ ।—বলি—এই—অপবিত্র—পবিত্রবা, কুণ্ডরীকাক্ষাং—আর—আর মনে প'ড়্‌ছে না ।

মন্ত্রী —নিশ্চয় তুমি ব্রাহ্মণ নও । সত্য কথা বল, নতুবা এখনই তোমার প্রাণ যাবে

ব্রাহ্মণ ।—আজ্ঞে আমি কর্ণাটবাসী—আমরা ভট্টবাজ । বেশী বিদায় পাবার আশায় ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়েছি ।

ঘা'টকাজ করেছি। এখন সে বিদায় ফিবে দিচ্ছি—দয়া করে ছেড়ে দিন আমি দেশে গিয়ে শ্রাদ্ধবাড়ীতে ঘণ্টেশ্বরী ব জ্যে ভিক্ষে করে খাব।

মন্ত্রী।—তোমাকে বিদায় ফিবে দিতে হবে না, বরং সত্য কথা বল্‌লে আরও পুরস্কার পাবে। এখন বল দেখি, সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহকে আশীর্ব্বাদী পুষ্প সহ কোন গুপ্ত পত্র দিয়েছিলে কি না?

ব্রাহ্মণ।—আজ্ঞে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সেখানা পত্র না—কি তা আমি জানি না। তবে কর্ণাটরাজ, সেনাপতি মশায়কে সেখানি গোপনে দিতে বলেছিলেন। আব আমি কিছুই জানি না, আমাকে ক্ষমা করুন গরীব ব্রাহ্মণের প্রাণভিক্ষা দিন

(পুরঞ্জয়সিংহের প্রবেশ)

পুরঞ্জয়।—একি! এ ব্রাহ্মণ এরূপে বন্দীভাবে দাঁড়িয়ে প্রাণভিক্ষা কর্‌ছে কেন?

মন্ত্রী।—ব্রাহ্মণটী কি সেনাপতি মশায়ের পরিচিত?

পুরঞ্জয়।—পরিচিত না হলেও ব্রাহ্মণ। পুরঞ্জয় সিংহের নিকট ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই পূজনীয়।

মন্ত্রী।—এই ব্রাহ্মণটী কি কা'ল আপনাকে ফুল বিল্বপত্র দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন?

পুরঞ্জয়।—হ'তে পারে, আমার তা স্মরণ হয় না।

মন্ত্রী।—একটু স্থির হয়ে স্মরণ করে দেখুন দেখি।

পুরঞ্জয়।—প্রয়োজন?

মন্ত্রী।—প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

পুরঞ্জয়।—আপনার প্রয়োজন থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমি প্রয়োজন বোধ করি না।

মন্ত্রী —আপনার প্রয়োজন না থাকলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনি প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য কি না ?

পুরঞ্জয় —কার আদেশ ?

মন্ত্রী —আদেশ মহারাজের এই বন্দী ব্রাহ্মণের জীবন মরণ আপনার সত্য উত্তরের উপর নির্ভর করছে।

পুরঞ্জয় —যে কথায় ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হ'তে পারে, সে কথা সম্পূর্ণ সত্য হলেও, সে সত্যকে উপেক্ষা করতে অধর্ম্ম বোধ করি না।

মন্ত্রী।—কোন্ কথায় ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হবে, কোন্ কথায় নিষ্পাপ সপ্রমাণ হবে, তা আপনার জানবার প্রয়োজন নাই রাজ-আজ্ঞায়—ধর্ম্মাধিকরণ সমক্ষে আপনি জিজ্ঞাস্য বিষয়ের যথার্থ উত্তর দিতে বাধ্য কি না ?

পুরঞ্জয়।—সম্পূর্ণ বাধ্য, কিন্তু—

মন্ত্রী —কিন্তু কি ?

পুরঞ্জয় —দোষাদোষ সপ্রমাণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকে মুক্তিদান করা হউক

মন্ত্রী —এ অতি গুরুতর অসম সাহসীকতার কথা।

পুরঞ্জয় —পুরঞ্জয়সিংহের এ সাহস চিরদিনই আছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার জন্য। আজ রাজকুমার অধিরথের বাৎসরিক মাঙ্গলীক উৎসব। এই উৎসবের দিনে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড. ধর্ম্মাধিকরণ বিনা বিচারে ব্রাহ্মণকে মুক্তি দান করুন সহকারী সেনাপতি সঞ্জয়কেতু। দাও ব্রাহ্মণকে মুক্ত করে দাও

সহকারী।—রাজ-আজ্ঞা ব্যতীত কেমন ক'রে——

পুরঞ্জয়।—তুমি চিরদিন রাজ আজ্ঞায় কার্য্য কর নাই। এত দিন যার আদেশ শীরোধার্য্য ক'রে কার্য্য করেছ, আজ তারই

আদেশ। শীঘ্র ব্রাহ্মণকে মুক্ত করে দাও সেজন্য যা রাজদণ্ড আমি তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত। পারলে না! দাসত্বের সঙ্গে আত্মমন পর্য্যন্ত বিক্রয় করেছ, এস ব্রাহ্মণ আমি তোমায় মুক্ত করে দিই।

মন্ত্রী —সেনাপতি! অবৈধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রোনা! সাবধান।

পুরঞ্জয়।—পুরঞ্জয় সিংহের বৈধাবৈধ দেখ্‌বার অধিকার আপনার নাই

মন্ত্রী —আমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু রাজার অধিকার অবশ্যই আছে।

পুরঞ্জয় —থাক্‌লেও আজ সে রাজ শক্তির উপর হস্তক্ষেপ করতে পুরঞ্জয় সিংহ সম্পূর্ণ সাহসী যে চিরদিন আত্মজীবন উৎসর্গ ক'রে সহস্র সহস্র জীবনরক্ষা করেছে! সে আজ একটী ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার জন্য রাজ-আজ্ঞার অপেক্ষা না করতেও পারে। আমি কুমারের জন্মতিথির উৎসবে—আনন্দের দিনে—কুমারের মঙ্গল কামনায়—সম্পূর্ণ অপরাধি হলেও স্বইচ্ছায় ব্রাহ্মণকে মুক্তি দান করলাম (ব্রাহ্মণের বন্ধন মোচন)

রাজা —থাক্ মন্ত্রি! সৈনিক বিভাগের রাজনৈতিক নিয়মে পুরঞ্জয় সিংহ সাধারণ হ'তে স্বতন্ত্র বিশেষতঃ যে পুরঞ্জয় সিংহ বহু যুদ্ধে অসীম বিবত্বের পরিচয় দিয়েছে, যে আত্মজীবন উপেক্ষা ক'রে হৃদয়ের শোণিত দানে সুরথ রাজ্যের বিজয়লক্ষ্মীর পদ অর্চ্চনা করেছে, আমার সেই চির-বিশ্বাসী কৃতজ্ঞ সেনাপতি দয়াপরবশ হয়েই হ'ক, আর রাজ্যের মঙ্গল কামনাতেই হ'ক, সম্পূর্ণ দণ্ডযোগ্য হলেও যদি স্বইচ্ছায় একটী ব্রাহ্মণকে মুক্তিদান ক'রে থাকে, আমি তার জন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নই কিন্তু পুরঞ্জয়! তোমার প্রতি আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে

পুরঞ্জয়।—আদেশ করুন .

রাজা —সেই বহু জীবন ধ্বংশকারী ভীষণ কর্ণাট যুদ্ধের পর যদিও উভয় পক্ষের সন্ধিসূত্রে সমরের শান্তি হয়, তথাপি পরস্পরের ঈর্ষাভাব এখনও সম্পূর্ণ অপনোদিত হয় নাই, এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব্বদা সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য অবশ্য সে পক্ষে তোমার ক্রটীও বিন্দুমাত্র নাই এমন কি তোমারই আদেশে কর্ণাটবাসী একটী পঞ্চমবর্ষীয় বালকের পর্য্যন্ত এ রাজ্যে প্রবেশাধিকার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছে, কেবল সম্প্রতি কুমারের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে একপক্ষ কালের জন্য শুধু কর্ণাটবাসী ব্রাহ্মণ-গণকে প্রবেশাধিকার প্রদত্ত হয়। এই সুযোগে কর্ণাটরাজের কোন গুপ্তচর রাজধানীতে প্রবেশ করেছে সকলেই এই সন্দেহে সন্দিগ্ধ। তুমি কোনরূপ অনুসন্ধান বা কর্ণাটবাসী কোন ব্যক্তি দ্বারা কর্ণাটরাজের কোন গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় জান্তে পেরেছ কিনা ?

পুরঞ্জয়।—রাজকুমারের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে, কর্ণাট-বাসী ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত থাকায়, বহু ব্রাহ্মণ সমাগত হয়েছিল, আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে তাদের বিদায় করেছি। এরমধ্যে কোন গুপ্তচর বা গুপ্ত মন্ত্রণার বিষয় জান্তে পারি নাই

রাজা —কেমন ব্রাহ্মণ ! আশীর্ব্বাদী পুষ্প সহ গুপ্ত পত্র এঁরই হাতে দিয়েছিলে ?

ব্রাহ্মণ।—(স্বগত) ওঃ। পাষণ্ড মন্ত্রী কি বিশ্বাসঘাতক ! মহারাজ সুরথের সিংহাসন অধিকার কর্‌বার জন্য এমন সদাশয় পুরঞ্জয় সিংহের সর্ব্বনাশের জন্য কি ভীষণ ষড়যন্ত্র করেছে ! ছার অর্থলোভে এমন পাপ-পথেও অগ্রসর হয়েছিলাম !

রাজা।—ব্রাহ্মণ নীরব কেন ? সত্য উত্তর দাও !

ব্রাহ্মণ।—(স্বগত) উত্তর দেব আর আমার মাথা উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় বাজ পড়্বে বড় রাণী, মন্ত্রী, কবিরাজ, বিদুষী, কুঠে সত্যশরণ আর আমি এই ছয়জনার মাথায় বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত হবে! এ পাপ কি ধর্ম্মে সবে! সে যা হোক্ একটা কথার দাম হাজার টাকা -বলে ফেলি

মন্ত্রী।—বলনা ব্রাহ্মণ! সত্য কথা ব'ল্‌তে সঙ্কুচিত হ'চ্ছ কেন? কা'কে ফুল বিল্বপত্র দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেছিলে?

ব্রাহ্মণ —আজ্ঞে সেনাপতি মহাশয়কে—

রাজা —সেনাপতি! এই ব্রাহ্মণ তোমাকে আশীর্ব্বাদী পুষ্প সহ কর্ণাটরাজের কোন গুপ্তপত্র দিয়েছে কিনা? ব্রাহ্মণ সমস্তই প্রকাশ করেছে সে গুপ্ত পত্র তোমার কাছে আছে যে থাকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ জন্য সকলের সমক্ষে সেই লিপি উন্মুক্ত ও পঠিত হ'ক।

পুরঞ্জয় —অতি অসম্ভব কথা! পুরঞ্জয় সিংহের চরিত্র এখনও ততদূর কলুষিত হয় নাই।

রাজা —আমিও হৃদয়ের সহিত তাই প্রার্থনা করি, নিষ্কলঙ্ক পুরঞ্জয় সিংহের চরিত্রে কখনও যেন কলঙ্ক রেখা পতিত না হয়! কোন গুপ্তপত্র নাই তবে?

পুরঞ্জয় —আপনার কি বিশ্বাস?

রাজা।—আমি চিরদিন যা বিশ্বাস করে আস্‌ছি এখনও আমার সেই বিশ্বাস। তবে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে যেরূপ ঘটনা উপ-স্থিত, তাতে কিছু সন্দেহের কারণ ব'লেই বোধ হয়।

পুরঞ্জয়।—কি সন্দেহ?

রাজা —সন্দেহ,—কোন গুপ্ত পত্র তোমার কাছে আছে, তুমি মিথ্যা ব'লে গোপন করছ।

পুরঞ্জয়।—মিথ্যা! পুরঞ্জয় সিংহ মিথ্যাবাদী! পুরঞ্জয় সিংহের

সমক্ষে একথা ব'লে জগতে কেউ পবিত্রাণ পায় তা আমার বিশ্বাস ছিলনা।

মন্ত্রী —এ অতিশয় স্পর্দ্ধার কথা—

পুরঞ্জয় —পুরঞ্জয় সিংহ ক্ষত্রিয়! ক্ষত্রিয় মেদ মজ্জায় তার দেহ গঠিত ক্ষত্রিয় মন্ত্রে বীরব্রতে দীক্ষিত সে তোমার মত চক্রী নারকী কাপুরুষ নয়! স্পর্দ্ধা তার চির সহচর। স্পর্দ্ধা ও নির্ভীকতা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তার সঙ্গের সঙ্গী।

রাজা —সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ! তুমি আমার চির বিশ্বাসী, তোমাকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু—

পুরঞ্জয় —কিন্তু কি? স্পষ্ট বলুন। সে সরল বিশ্বাসের, সে আশৈশব সঞ্চিত স্নেহের ব্যতিক্রম ঘটবার যদি কোন কারণ উপস্থিত হয়ে থাকে বলুন, আপনার বিশ্বাস জন্য যা বল্‌বেন তাতেই প্রস্তুত। এক কথা—পুরঞ্জয় সিংহ অকৃতজ্ঞ নয়। প্রতি-পালক-দ্রোহী পিশাচ নয়।

মন্ত্রী —বাক-বিস্তার অপেক্ষা কার্য্যে পরিচয় দেওয়াই কর্ত্তব্য। কর্ণাটরাজের কোনও গুপ্তপত্র আপনার কাছে আছে অনেকেরই এই বিশ্বাস, মহারাজেরও সেই সন্দেহ।

পুরঞ্জয় —কিসে সন্দেহ দূর হ'তে পারে—

মন্ত্রী।—মহারাজ আদেশ করুন।

রাজা।—সেনাপতি! তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ বড়ই পরিতাপের বিষয়। সকলের সন্দেহ দূর কর্‌বার জন্য আমি তোমার পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করতে চাই।

পুরঞ্জয় —যে আজ্ঞে! পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করুন।

রাজা।—মন্ত্রি! সেনাপতির পরিচ্ছদ অনুসন্ধান কর!

পুরঞ্জয়।—কদাচ নয়। সিংহের দেহ-স্পর্শে গন্ধ মূষিকের অধিকার নাই। এই আমি পরিচ্ছদ উন্মোচন করে দিই, ইচ্ছা

হয় আপনি স্বয়ং অন্বেষণ করুন (পরিচ্ছদ উন্মোচন) এই পরিচ্ছদ পরিত্যাগই শেষ পরিত্যাগ, এই গ্রহণ করুন। আমার সমক্ষে আমার পরিচ্ছদ যেন অন্যে স্পর্শ না করে। পরিচ্ছদ পরিত্যাগ কর্‌লাম কিন্তু এখনও তরবারী ত্যাগ করি নাই।

রাজা।—(সেনাপতির পরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক) কেমন ব্রাহ্মণ! এই সেই সেনাপতি? এই সেই পরিচ্ছদ কিনা?

ব্রাহ্মণ।—আজ্ঞে ইনিই—তিনি, পোষাকটাও—এই রকমই বটে।

রাজা।—তোমার প্রদত্ত গুপ্তপত্র এই পরিচ্ছদ মধ্যেই রাখ্‌তে দেখেছিলে?

ব্রাহ্মণ।—আজ্ঞে হাঁ।

রাজা—আচ্ছা তুমি বিদায় হতে পার (সেনাপতির পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিতে করিতে পত্রপতন) সেনাপতি! দেখ দেখি, তোমার পরিচ্ছদ হ'তে কি একটা বস্তু পতিত হলো!

পুরঞ্জয়—কোথায় ছিল?

রাজা।—তোমারই পরিচ্ছদ মধ্যে! মন্ত্রি দেখ্‌লে ত?

মন্ত্রী।—ক্ষমা করুন! আমি ও সম্বন্ধে কোন কথা বল্‌ব না। আপনি রাজা, বিচারকর্ত্তা যা হয় আপনি করুন।

রাজা।—সেনাপতি! সর্ব্ব সমক্ষে তুমিই পত্রখানি পাঠ কর।

পুরঞ্জয়।—ও আমি স্পর্শ কর্‌তে চাইনে, অন্যের দ্বারায় পঠিত হ'ক—

রাজা।—সহকারী সেনাপতি। তুমি পাঠ কর।

সহঃ-সেনাঃ।—(উন্মোচন পূর্ব্বক পাঠ)—

শ্রদ্ধাস্পদ সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ সমীপেষু—

রাজনীতির সম্পূর্ণ অনুমোদিত ও ন্যায় সঙ্গত না হলেও, তোমার যুক্তিতে অনুমোদন করিলাম। ক্রমাগত দীর্ঘকাল-

ব্যাপী যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য ক্ষয় হওয়াতে যদিও পরস্পর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করা হয় বটে, কিন্তু পরস্পরের জিগীষার শান্তি হয় নাই তোমাদের মহারাজের কর্ণাট বিজয়ের আশা যেরূপ বলবতী, অঙ্গরাজ্যের উপর আত্মাধিকার বিস্তার বাসনা আমারও তদনুরূপ। রাজা সুরথ বর্ত্তমান সময়ে একজন অদ্বিতীয় শক্তি সম্পন্ন হলেও কেবল তোমারই বাহুবল প্রভাবে কর্ণাট রাজ-শক্তির নিকট নতমস্তক হয় নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। সে যাই হ'ক্, আগামী শীত ঋতুর অবসানেই আমি সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা ক'রব তুমি তোমার অধিকৃত সৈন্যদল সহ যুদ্ধক্ষেত্রে শিথিলভাব অবলম্বন করলে অতি অল্প আয়াসেই অঙ্গরাজ্য স্বায়ত্ত্ব কর্‌তে সমর্থ হব। তুমি আত্মপ্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিলে তোমার নিকট যে বিষয় অঙ্গীকৃত হইয়াছি তাহা নিশ্চয়ই প্রতিপালিত হইবে সেপক্ষে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবে না। প্রেরিত পত্রবাহক ভটকে সাবধানে বিদায় করিবে কিমধিক ইতি—

রাজা ওঃ কি ভীষণ ব্যাপার! পুরঞ্জয় সিংহ বিশ্বাসঘাতক! আমার বাল্যখেলার সাথী—যৌবনের সুহৃদ—বিপদের সহায়—আমার অর্দ্ধ আত্মা পুরঞ্জয় সিংহ বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাস হয় না, মন্ত্রি। দেখ দেখি পত্রের শিরোভাগে কার স্বাক্ষর ?

মন্ত্রী।—হস্তাক্ষর চিন্‌তে পারলেম না, তবে কর্ণাটরাজের নাম স্বাক্ষর আছে

রাজা।—সৌবীর সিংহের স্বাক্ষর কিনা ?

মন্ত্রী —ঠিক বুঝ্‌তে পারলেম না।

রাজা।—কর্ণাটরাজের হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ দেখি ?

মন্ত্রী।—কর্ণাটরাজের হস্তাক্ষর পাবার উপায় ?

রাজা —সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ

মন্ত্রী হাঁ হাঁ কিন্তু সে সন্ধিপত্র বুঝি—আপনার কাছেই—ন, না, আমার কাছেই বুঝি—

রাজা।—শীঘ্র লয়ে এস (সন্ধিপত্র বাহির করণ)

রাজা —দেখ দেখি ?

মন্ত্রী —আপনি দেখুন।

রাজা —(সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরের সহিত মিলাইয়া)

ধিক্ রাজ সিংহাসন। ধিক্ রাজ্যপদ।
ধিক্ রে ঐশ্বর্য্য ঘোর পাপের আধার।
নাহি হেন মহাপাপ! না সম্ভবে যাহা
কুহক মন্ত্রেতে তোর্! ধন্য শক্তি তোর্!
দয়া, মায়া, সত্য, ধর্ম্ম, সব যায় দূরে—
পিতা করে পুত্র নাশ—পুত্র নাশে পিতা!
দেবতা পিশাচ হয় ধনাশা কুহকে।
দেখাতে প্রশস্থ পথ মহা নরকের—
আছিস্ জগৎ মাঝে এক মাত্র তুই!
সহোদর সম মম শৈশব-বান্ধব
চিরদিন ছিল যেই প্রাণের সমান।
সরল সুহৃদ মম চির সুবিশ্বাসী
সেই সেনাপতি—সেই সোদর উপম-
পুরঞ্জয়, রাজদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক।
সৌহৃদ্য মমতা মায়া দিয়া বিসর্জ্জন
অকাতরে অগ্রসর নরকের পথে।
ভুলে তোর্ মোহ মন্ত্রে। ধিক্ রাজ্যপদ।
অবিলম্বে হেন রাজ্য যাক্ ছারখারে,
ভস্ম হ'ক সিংহাসন——

সেনাপতি পুরঞ্জয় সহোদর সম—
সরল বিশ্বাসে যারে স'পেছিনু আমি
শুভাশুভ সর্ব্বভার সুরথ রাজ্যের।
বিমুক্ত হৃদয়-দ্বার ছিল যার কাছে
চিরদিন ; পুরঞ্জয়! তুমিই কি সেই!
অকপট বন্ধু মোর বাল্য-সহচর!
যার জন্য একদিন হৃদয় শোণিতে
রঞ্জিয়া সমর ভূমি, করেছিলে পূজা
বিজয়লক্ষ্মীর পদ ; আত্ম বলিদানে—
স্থিরকল্প যার লাগি ছিলে চিরদিন!
তারি সর্ব্বনাশে আজ অগ্রসর তুমি?
সেই পুরঞ্জয় সিংহ? ছার রাজ্য লোভে!
রাজ্যভোগ-স্পৃহা যদি এত বলবতী
কেন সখে! পূর্ব্বে তবে না বলিলে মোরে—
অকাতরে অর্দ্ধ রাজ্য অর্পিতাম আমি
সৌহৃদ্যের বিনিময়ে—প্রীতি উপহার!
রাজ-দ্রোহী মিত্র-দ্রোহী বিশ্বাসঘাতক—
সরল সুহৃদ . তুমি—বিশ্বাসঘাতক .
এ পাপ ভারতী কর্ণে হ'ত না শুনিতে
অথবা সর্ব্বস্ব যদি করিতে প্রার্থনা
তাতেও কাতর কভু ছিল না সুরথ
সৌহৃদ্যের বিনিময়ে অর্পিতে তোমারে।
অকপটে মুক্ত করি হৃদয়ের দ্বার—
মরমের মর্ম্মস্থল দেখাইছি সখে!
শৈশব সুহৃদ্ জানি তারি ফল এই
এই কি ঘটিল সখে! পরিণাম তার?

সেনাপতি।—অকপটে মুক্ত করি হৃদয়ের দ্বার
সরল বিশ্বাসে যাহা সঁপেছ রাজন
শৈশব সুহৃদে তব, স্থির জে'ন মনে,
তার পরিণাম ইহা নহে মহারাজ
না ভাবিয়া পূর্ব্বাপর, না করি পরীক্ষা —
সরল বিশ্বাস যদি ক'রে থাক কোনো
"বিষ কুম্ভ পয় মুখ' নর পিশাচেরে,
তারই পরিণাম ইহা, মূর্খতার ফল
রাজ পদ সুখ-প্রার্থী নহে পুরঞ্জয়,
অধিকার-সুখ-স্পৃহা বহুদিন হ'তে
মিটায়েছে পুরঞ্জয় প্রসাদে তোমার।
বিশাল সুরথ রাজ্য ছিল চিরদিন
করতল গত যার, নত-শির সদা
তব অধিকারবাসী কত শত রাজা।
যার কাছে মহারাজ সুরথ ব্যতীত
অনুগত ভাবে নত হ'য়েছে সকলে,
শৈশব-সুহৃদ জ্ঞানে তুমি মহারাজ,
সখ্য ভাবে আলিঙ্গন দিয়েছ যাহারে
চির দিন　বল রাজ　কি অভাব তার —
মিটাইতে জীবনের সুখের বাসনা ?
অথবা বাসনা যদি থাকিত অন্তরে
লভিতে সুরথ রাজ্য আত্ম অধিকারে
না হইত অগ্রসর শঠ তার পথে
বঞ্চক ধূর্ত্তের বেশে সেনাপতি তব
ধ'রে অসি নিষ্কাসিত সম্মুখ সমরে
পূজিত বিজয় লক্ষ্মী অরাতি শোণিতে।

অথব হৃদয় পাতি ধরি অস্ত্র তব—
বীরভোগ্য স্বর্গধাম লভিত কৌতুকে।
কাননে জীবিত মৃগ আক্রমি সবলে
শোণিত পিপাসা শান্ত করে মৃগরাজ,
কিন্তু মহারাজ ইহ স্থির জেন মনে
প্রাণান্তক ক্ষুধাতেও মৃগেন্দ্র কেশরী
মৃত জীব অস্থি মাংস স্পর্শে না কখনো,
গৃধিণীর ভোগ্য যাহা পিশাচের প্রিয়।
পৈশাচিক যাদুমন্ত্রে করিয়া মোহিত
ক্রমে হরি রাজ শক্তি করিয়া নির্জীব
পরিশেষে বিদরিয়া হৃদ-পিণ্ড তব
মর্ম্মের শোণিত পান করিবার আশে
পেতেছে বিষম ফাঁদ লোলুপ গৃধিনী
এখনো আপনি বুঝে চল মহারাজ।

(দিব দাসের পুনঃ প্রবেশ)

গীত।

দিবদাস আপন বুঝে চল এই বেলা
ঐ বাস্ত শকুন উড়ছে মাথায় (গো)
ব'সে যুক্তি দিচ্ছেন হাড়গেলা।
ঐ দেখনা ঐ একটী জনা,
সিংহির মামা ভোম্বলদাসকে চিন্‌তে জুযায়না
উনি গর্ত্তে থেকে মারছেন উকি (গো)
বার ক'রে লম্বা গলা
ঐ দেখ খ্যাক্‌শেয়ালীর ছানা
ল্যাজ গুটিয়ে আছেন যেন কত পোষ মানা

সেথা পিঁজ্‌রেতে কাল্‌পেঁচা ব'সে
দিতেছেন কত শিষ।
আপন বুঝে——

প্রস্থান।

রাজা।— নারিনু বুঝিতে কিছু, ঘাত প্রতিঘাতে
আন্দোলিত হ'তেছে হৃদয়।
সেনাপতি—শুন আদেশ আমার

সেনাপতি —কহ রাজা, কি আদেশ তব

রাজা।— পালিতে বিমুখ নহ আদেশ আমার?

সেনাপতি।—অকৃতজ্ঞ, নরাধম নহে পুরঞ্জয়
কহ রাজা! কি আদেশ তব

রাজা — আজ হ'তে সেনাপতি! বর্ম্ম চর্ম্ম অসি
উষ্ণীষ হিরকময়, রাখ ভূমিতলে
অবসর তুমি আজ; সেনাপতি পদে
করিনু বরণ বীর সঞ্জয় কেতুরে।

সেনাপতি।—ধর্ম্মাধর্ম্ম-পরিণাম দেখিবার তরে
অকাতরে পালিলাম আদেশ তোমার।

(উষ্ণীষ রক্ষা)

(দিবদাসের পুনঃ প্রবেশ)

গীত।

দিবদাস ওত পোষাক ছাড়া নয়,
একে একে ছাড়্‌বেন সবাই তাতেই করি ভয়
এখন পূজার পুরুত্ চলে গেলে (গো) হবেন রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা
আপন বুঝে চল এই বেলা

রাজা — উন্মাদের বেড়েছে আমোদ!
নাহি যায় বোঝা কিছু পাগলের বোল।

গীত

দিবদাস পাগলের বোল বুঝ্‌বে গো তখন
খাজিয়ে বগল, ঐ ভোগলে গোল, বাধাবে যখন
তখন হবে পাগল, কর্‌বে পাগল, (গো
বস্‌বে পাগলের ম্যালা (এই চাঁদের হাটে)
আপন বুঝে চল এই বেলা

মন্ত্রী —পাগলকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া ? ওকে এখন বিদায় ক'রে দেওয়া হক .

গীত ।

দিবদাস একা শুদু আমি বিদায় নই,
একে একে সবাই ক্রমে হবেন জল সৈ
শেষে শ্যাল কুকুরের খেঁকা খেঁকি (গো) হবে শ্মশানে ভূতের ম্যাল
আপন বুঝে চল এই বেলা

মন্ত্রী —কেন গোল কর, সময় অসময় বোঝনা ।

গীত

দিবদাস তেমন সময় বুঝ্‌বে যখনি,
হাড়গেলার হাড় ভাঙ্‌বে—কত মার্‌বে শকুনি
মার্‌বে মুচ্‌ড়ে ডানা ঐ চিলের ছানা (গো)
এই দেখ্‌ দিবে পাগলার সাতনলা
(সক্রোধে প্রহারোদ্যত)

সেনাপতি —এখন নয়—সাবধান ।

গীত ।

দিবদাস । তবে পালাবে দিবে পাগ্‌লা
আপন বুঝে চল এই বেলা
(প্রস্থান)

রাজা —　অসি চর্ম্ম অঙ্গত্রাণ হে সঞ্জয়কেতু !
ধর অঙ্গে, বাঁধ শিরে রতন উষ্ণীষ
সেনাপতি পদে আজ্ বরিনু তোমারে।
ধর অসি—রাজ্য ভার ন্যস্ত তব করে

সঞ্জয়কেতু —ক্ষমা দেন মহারাজ . অক্ষম এ দাস
পালিতে আদেশ তব　হেন গুরুভার
সাজে কি এ দাসে রাজা ! পারে কি কখন
মত্তমাতঙ্গের ভার বহিতে মার্জ্জারে !
যে অসি বিশাল রাজ্য রক্ষিয়াছে তব
থাকি পুরঞ্জয় করে, রিপুদল ঘাতি —
কহ রাজা কার শক্তি সে অসি ধারণে

সেনাপতি —কিহেতু সঞ্জয়কেতু সঙ্কোচিত তুমি
সুদৃঢ় সাহসে বীর হও সেনাপতি
ক্ষত্রিয় কুমার তুমি , সহোদর স্নেহে
শিখায়েছি অস্ত্রবিদ্যা—রাখ সে গৌরব !

সঞ্জয়কেতু —(স্বগতঃ) কি ঘোর বিশ্বাসঘাতি মহাপাপী আমি
অচিরে হইবে শিরে বজ্রপাত মোর
শিখা'ল যে অস্ত্রবিদ্যা সহোদর স্নেহে
প্রকৃত দক্ষিণা আজ দিলাম তাহারে

রাজা ।—　দেখ পুরঞ্জয়সিংহ ত্যক্ত পরিচ্ছদে
আর কোন গুপ্তধন আছে কি তোমার ?

সেনাপতি ।　রাজদ্রোহী-মিত্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক
গুপ্ত শত্রু পুরঞ্জয় হইল প্রমাণ
আরও কিছু গুপ্তদোষ প্রমাণের স্থল
থাকে যদি, অন্বেষণ কর পরিচ্ছদ

রাজা ।—　দিবদাস ! দেখ অন্বেষিয়া পরিচ্ছদ ।

গীত

দিবদাস আর দেখ্‌ব কি খুঁজে,
যাদুমন্ত্রের গুণে গ্যাছে দুটি চোক বুজে।
(এখন) মৃণাল ব'লে পর গলে, সাধ ক'রে সাপের মালা
(পত্র বাহির করণ ও রাজার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক)
আপন বুঝে চল এই বেলা

রাজা — সেনাপতি এখানিও গুপ্তলিপি নাকি ?

সেনাপতি — (পত্র দেখিয়া)
গুপ্তলিপি বটে, ইহা মাতৃলিপি মম

রাজা — মাতৃলিপি তব . কর পাঠ সভাস্থলে।
মন্ত্রি কর পাঠ তুমি,
(পত্র প্রদান)
(নিবিষ্টমনে ক্ষণকাল পত্রখানি দেখিয়া)

মন্ত্রী।— অহোঃ
ক্ষরিতেছে তীব্র বিষ প্রত্যেক অক্ষরে
বিকট পাপের চিত্রে চিত্রিত এ লিপি
নারিনু পড়িতে—আজ্ঞা করুন অপরে,
কিম্বা নাহি প্রযোজন এ লিপি পঠনে।

রাজা।— কেন আরও কিছু বিভীষণ চিত্র
আছে নাকি এর হ'তে দেহ মোর ঠাঁই।

মন্ত্রী — নাহি প্রয়োজন আর এ লিপি পঠনে
অপরের গুপ্তলিপি নাহিক পড়িতে।

সেনাপতি।—অসঙ্কোচে কর পাঠ

রাজা।— দেখ দেখি পুরঞ্জয়। কার হস্তাক্ষর ?

সেনাপতি।—লিখেছেন পত্র তব কনিষ্ঠা মহিষী।

রাজা।— কে দিল আনিয়া পত্র অন্তঃপুর হ'তে
করে তব ? সত্য কথা কহ পুরঞ্জয়।

সেনাপতি —শত পদাঘাত করে মিথ্যার মস্তকে
পুরঞ্জয়। আনি লিপি দিয়াছে সুধীর

মন্ত্রী — (জনান্তিকে)
অহো! কি নির্ভীক পাপীর হৃদয়।

রাজা — কিহেতু লিখেছে লিপি মহিষী তোমারে?

সেনাপতি —দেখ পাঠ করি

রাজা।— করপাঠ হে সঞ্জয়কেতু।

পত্র পাঠ।

সঞ্জয়কেতু —সেনাপতি! আর কতদিন সেনাপতি বলিয়া ডাকিব, কবে সেনা কথাটী উঠাইয়া প্রাণ খুলে ডাকিতে পাইব, কর্ণাটরাজ কবে যুদ্ধ সজ্জা করিবেন? আশা দিয়ে আর কতদিন ভুলাইয়া রাখিবে? তোমার কার্য্য তুমি যত শীঘ্র পার সম্পন্ন কর, আমার কার্য্য আমি করিব, অধিপের জন্মতিথির উৎসবের দিন, এতদিন সুযোগ পাই নাই, এই মহেন্দ্র যোগ, বিষ আনাইয়া রাখিয়াছি, সেইদিন কার্য্য শেষ করিব।

তোমার—কনক

রাজা — থাক্ থাক্ আর কিছু চাহিনা শুনিতে
বধির হউক শ্রুতি, আকাশ ভাঙ্গিয়া—
পড়ুক মস্তকে মোর কোটী বজ্র সহ॥
রসাতলে যাক্ পৃথ্বী ছার খার হয়ে
সেনাপতি! আরও কিছু হবে কি শুনিতে?
পাপের জ্বলন্ত চিত্র দেখাতে জগতে—
দেখাতে প্রশস্ত পথ মহা নরকের
বাকি কিছু আছে আর? হা ধিক্ তোমারে!
সুধীর, ধার্ম্মিক, শান্ত, সুহৃদ্-বৎসল
সুবিশ্বাসী—প্রাণ হ'তে সুবিশ্বাসী তুমি
ছিলে চিরদিন, তারি পরিণাম এই?

নারিনু বুঝিতে পাপ সংসারের গতি ।
বল দেখি পুরঞ্জয় বল দেখি সখে
না, না, আর সখা নও পূর্ণ শত্রু মোর
নরকের কীট তুমি পিশাচের হেয়
বল দেখি নরাধম বিশ্বাসঘাতক
কোন দণ্ড সুবিচার হেন নারকীর ?

সেনাপতি কি দণ্ড করিবে রাজা কি সাধ্য তোমার
সামান্য মানব তুমি ক্ষুদ্রমতি জীব—
তাহে মুগ্ধ যাদুকর ঘোর ইন্দ্রজালে
নারকীর দণ্ড তুমি কি করিবে রাজা ?
পাতকীর দণ্ডদাতা থাকে যদি কেহ
তারি কাছে একদিন হবে সুবিচার ।

রাজা ।— দণ্ডযোগ্য নও তুমি ?

সেনাপতি —হ'তে পারি দণ্ডযোগ্য তোমার বিচারে,
ঈশ্বরের কাছে কিন্তু নহি অপরাধী

রাজা ।— ফুটিয়া পাপের চিত্র হতেছে বাহির
ধর্ম্মের কৌশলে, হের জ্বলন্ত প্রমাণ
তথাপিও চেষ্টা আত্ম দোষ সংগোপনে ?
ধন্য ধূর্ত্ত প্রতারক শঠের চাতুরী !

সেনাপতি —বুঝিতে পারিতে রাজা । ধূর্ত্ত স্বার্থপর
শঠের চাতুরি ! যদি না হারাতে জ্ঞান—
অন্ধ হ'য়ে যাদুমন্ত্রে, তাহ'লে এমন
অস্পৃশ্য শকুনী গৃধ্র পুষিয় যতনে
ভাবি শ্মশানের চিত্র আঁকিতেনা কভু ।

রাজা — পুষে ছিনু ভ্রাতৃ ভাবে শুক পক্ষী জ্ঞানে
জানি নাই আগে, পাপী গৃধ্র পুরঞ্জয়—

হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে যম করিবে ভক্ষণ.
বহু যুদ্ধে দেখাইয়া অসীম বীরতা
ক'রেছিলে রাজ্য রক্ষা, ভাবিতাম মনে
কৃতজ্ঞ সুহৃদ তুমি বুঝিলাম এবে
ভাবী স্বার্থ-সিদ্ধি হেতু শঠতা সে সব—

সেনাপতি।—মৃত্যু হ'তে বাক্য-জ্বাল বড়ই ভীষণ!
অপরাধী পুরঞ্জয়, প্রত্যক্ষ প্রমাণ
চতুর্দ্দিকে; গুরুতর দণ্ড যোগ্য আমি
দাও দণ্ড দিব প্রাণ অম্লান বদনে।
প্রাণদণ্ড যোগ্য আমি তোমার বিচারে।

রাজা — শুদ্ধ আমার বিচারে?

সেনাপতি।—শত বার।

রাজা — ধর্ম্মের বিচারে?

সেনাপতি নিষ্পাপ!

রাজা — (পত্র দেখাইয়া) এ সকল কি?

সেনাপতি —ইন্দ্রজাল—শৃগাল কুক্কুরের ষড়যন্ত্র—
ডাকিনীবিদ্যা। ষ ডুকবের য ন্ত্রমন্ত্র.

রাজা।— করেছ স্বীকার পূর্ব্বে নিজমুখে তুমি,
দিয়াছে আনিয়া লিপি কুমার সুধির,
পাপিনী রাজ্ঞির লেখা পাপ চিত্র আঁকা
আবার বলিছ মিথ্যা —সব ইন্দ্রজাল
আর কিছু না চাই শুনিতে, পুরঞ্জয়
বহু যুদ্ধে হইয়াছ প্রাণের সহায়,
সে কারণে প্রাণদণ্ড না করিনু তব,
যাও কারাগৃহে পরি সুদৃঢ় শৃঙ্খল।
কে আছ—যাও লয়ে কারাগৃহে!

(শৃঙ্খল হস্তে প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রহরীদ্বয় —(অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান)

সেনাপতি —কি ভাবিছ আর

১ম প্রহরী।—চিরদিনের প্রভু. চিরদিনের আশ্রয়দাতা আপনি

সেনাপতি —প্রভুভাব কর পরিত্যাগ,
রাজআজ্ঞায় বন্দী আমি,
অসঙ্কোচে কর হে বন্ধন,
দাও বন্দিবেশ—
(বন্দিবেশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রহরীদ্বয় সহ কারাগৃহে গমন)

(কাঁদিতে কাঁদিতে বিদূষীর প্রবেশ)

বিদুষী।—ওমা! কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো! কি দিনে কি সর্ব্বনাশ হ'ল! ওগো। মাথায় বাজ পড়েছে গো। ওগো তোমরা কে কোথায় আছ গো! দৌড়ে চল সর্ব্বনাশ হয়েছে গো—সর্ব্বনাশ হয়েছে!

রাজা —কি হ'ল বিদুষী!

বিদুষী —ওগো কপালে আগুণ লেগেছে, অধিরের কি হয়েছে গো সিগ্‌গীর চল!

রাজা।—অ্যাঁ অধির! কুমার অধির অধিরের কি হয়েছে, শীঘ্র বল!

বিদুষী —ওগো। কি জানি গো। বাছা আমার সকাল থেকে কত আহ্লাদ ক'রে বেড়ালে, বড় মা খাবার জন্যে কত বল্লেন, বাছার কি সাধ হ'ল, ক'ট্ ধর্‌লে, ছোট মার দেওয়া খাবার না খেয়ে, কিছুই খাব না, ছোট মা যে সন্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, বড় মা সেইগুলি বাছাকে খেতে দিয়েছিলেন

বাছা তাই খেতে খেতে কেমন হ'য়ে উঠ্‌ল, চ'ক্ কপালে তুলে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে ঢলে পড়্‌ল ওগো বাছার মুখ দিয়ে ফ্যানা ভাঙ্গ্‌ছে! ওমা, আমার কি হবে! অঁ্যা অঁ্যা অঁ্যাঃ—

(চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

রাজা —উঃ কি পাপ, কি ভীষণ ষড়যন্ত্র! পাপিণী ছোট রাণীর পাপ ষড়যন্ত্রে একবারে চতুর্দ্দিকে নরকাগ্নি জ্বলে উঠেছে, আর চিন্তার সময় নাই, মন্ত্রি! চল দেখি; বিশারদ মশায় সর্ব্ব-নাশ হ'য়েছে,—শীঘ্র চলুন হা ছোটরাণী! হা পাপিণী! আমি যে তোকে সরলতার আধার—সদ্‌গুণের প্রতিমা—সতীর আদর্শ ব'লে জান্‌তেম; তার পরীক্ষা কি এই! ধন্য কুহকিনী! ধন্য তোর মহিনী মন্ত্রের মহা শক্তি!

গীত।

ধিক্ তোরে ধিক্ রে! ডাকিণী।
কি কালী মাখালি কুলে কুল-কলঙ্কিণী
জান্‌তাম তোরে জীবন্ত দয়ার ছবি,
স্নেহ দয়া মমতাময়ী সরলা স্বর্গের দেবী,
জান্‌তাম রে পাপীয়সী, তুই যে এমন রাক্ষসী,
(স্বর্গের আবরণে নরক ঢাকা)
কপটে প্রিয়সীরূপে আছিস্ কুহকিণী
ম হ'য়ে কে কোথা করে অবাধে,
স্বহস্তে বিষ প্রদানে সাধ ক'রে সন্তান বধে,
মানবী নয় তুই পাপিণী, মায়াবিনী কাল সাপিণী,
(আমার কুলধ্বংস হেতু আসি)
মায়ার ফাঁদ পেতে গৃহে আছিস্ পাতকিনী

সকলের প্রস্থান।

স্থান—অন্তঃপুর

(বড়রাণী, বিদুষী, অচেতন কুমার দ্বয়)

বড় রাণী —হাঁ বিদুষী, একে আর হবে না ত? আমার ভয় করছে।

বিদুষী —ভয় করোনা কবরেজ মশায় বিষ দেবার সময় ব'লে গিয়েছেন "এই গুঁড়া পেটে পড়লে একটু পরেই অচেতন হবে, চ'ক লাল হবে, মুখ দিয়ে ফ্যানা ভাঙ্গবে, তাতে ভয় ক'রনা, মরবার ভয় নাই, শেষে আমি অসুদ দিয়ে ভাল করবো?"

বড় রাণী।—কি জানি মা! কি করতে কি হবে? সতীনের উপর বাদ সাধতে গিয়ে ভগবানের বাদে না পড়লে বাঁচি।

বিদুষী।—চুপ কর মহারাজ আসছেন, কাঁদতে বস—কাঁদতে বস। আমিও কাঁদি (চ'খে অঞ্চল দিয়া) ওমা কি হ'লো গো। এমন সর্ব্বনাশ কেন হ'ল গো। আহা, এমন সোনার পিরিতিমে ছোট মাকে ভগবান এমন কুমতি কেন দিলেন গো।

(বিশারদ ও সহকারী সেনাপতিসহ রাজার প্রবেশ)

বিদুষী —আহা ছোটরাণী মাকে দেখলে মনে হয় যেন বনের লতা, স্বভাবের ছবি, স্বর্গের দেবী তার মনে এ পাপের সঞ্চার পরমেশ্বর কেন করলেন—তেমন টল টলে পদ্মের মধ্যে কাল কীট কেন রাখলেন—তা সেই রাত দিনের কর্ত্তা ভগবানই জানেন। সতীনের ছেলের উপর বাদ সাধতে গিয়ে, আপনার বুকের রক্ত দিয়ে, পোষা নাড়ীছেঁড়া ধন অমন সোনার চাঁদকে নাশ করে হারালে? চার যুগের কর্ত্তা—রাত দিনের কর্ত্তা ধর্ম্ম, পাপের ফল হাতে হাতে দেখিয়ে দিলেন।

বড় রাণী —ওগো কেউ যাও গো ! মহারাজ এখনও এলেন না (রোদন) কৈ বিদুষী মহারাজ ত এলেন না ।

রাজা ।—আসব না কেন—এসেছি, এসেছি—সবই বুঝেছি ওঃ ! হেমহার ভ্রমে কাল সর্প কণ্ঠে ধরেছিলাম, এ দংশন ত অনিবার্য্য . বস্ত্র ভেবে জ্বলন্ত অঙ্গার বস্ত্র মধ্যে রক্ষ কর্‌লে দগ্ধ ত হতেই হবে বিদুষী সত্য ঘটনা কি বল্ দেখি ? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা ! কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছিনা । যেন অকস্মাৎ আজ আমার জীবনের একটি যুগ পরিবর্ত্তন হ'ল সব যেন সহসা স্বপ্নবৎ বোধ হ'চ্ছে এক দিনের জন্য—আমার জীবনের এক মুহূর্ত্তের জন্য যা ভাবি নাই মনে করি নাই, তাই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে হ'ল চিরানুগত, চির বিশ্বাসী প্রবঞ্চক বিশ্বাসঘাতক । যা'কে চিরদিন স্নেহের প্রতিমা,—পতিভক্তির মূর্ত্তিমতি দেবী ব'লে জান্‌তেম ; যাকে দেখ্‌লে—যার কথা শুন্‌লে মনে হ'ত, অতি সরলা—কিছুই জানে না ,—এখনও সংসার চেনে নাই !—যেন জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই—একেবারে স্বভাব-সুন্দরী বনলতা . তার হৃদয় যে এমন মহাপাপের আধার—মহা নরক এমন বিষম কাল কুটে পূর্ণ, তা একবার মনে হওয় দূরে থাক্, আজ প্রত্যক্ষ চাক্ষুষ করেও বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হ'চ্ছেনা । যেন সব অলিক সব স্বপ্ন ময় বোধ হ'চ্ছে ! যাক্ সে আক্ষেপের সময় অনেক পাব মহিষি একি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে . একটী তোমার কক্ষে পতিত, একটী ধরণী বক্ষে ধূলায় ধূসরিত হ'চ্ছে . আমার জীবন উদ্যানে দুটী শাখিলতা , একটী বৃক্ষকে আশ্রয় ক'রে শোভে বর্দ্ধন কর্‌ছিল, সময়ে দুটী লতায় ফল প্রসবও ক'রেছিল, কিন্তু এমন হবে, একটী কল্পলতা, অপরটী বিষ লতার আকার ধারণ কর্‌বে, আমার জীবন উদ্যানের কাম্য ফল দুটী এমন ধারা অপক্কা-বস্থায় বৃন্তচ্যুত হ'য়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাবে, তা স্বপ্নেও জান্‌তাম

না. হাঃ আজ না আমার কুমার অধিরের জন্মতিথির মহোৎসব! নগরের নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল—পুরজনের উৎসব, এসব কি পুত্রের শবদেহের দাহের সঙ্গে হাহাকারে পরিণত হ'ল.

বড় রাণী —মহারাজ এসেছ! আর কি দেখ্‌তে এলে, তোমার আদরিণী কপট প্রিয়সী কেমন রাক্ষসীবিদ্যায়—কেমন ডাকিনী মন্ত্রে, মুগ্ধ ক'রে তোমার সাধের হাট ভেঙ্গে দিয়েছে! কেমন ক'রে বুক চিরে রক্তপান করেছে, তাই দেখ্‌তে এলে? মহারাজ! যদি জ্ঞান বুদ্ধি হারিয়ে, ডাকিনী মায়ায় প'ড়ে এমন পিশাচীর সেবা কর্‌বে মনে ছিল, কেন তবে হতভাগিনীকে আগে তা বল নাই, তাহ'লে সময় থাকৃতে সাবধান হ'তেম্। নয় আমার সোনার অধিরকে কোলে ক'রে, যে দিকে দুই চক্ষু যে'ত, সেই দিকে চ'লে যেতাম। নগরে ভিক্ষা ক'রে, বাছার প্রাণ বাঁচাতেম। সেও যে আমার ভাল ছিল, আজ রাজ পুরিতে থেকে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল. মহারাজ! আজ তোমার বড় আদরের অধিরের জন্ম তিথির উৎসবের দিন! বড় আনন্দে ছিলে. বড় উৎসব ক'র্‌ছিলে এ দিকে যে জন্মের মত সে উৎসবের শেষ হ'য়েছে তা জান্‌তে পার নাই হা মহারাজ কৈ তুমি একবার নিকটে এস. দেখ, আজ তোমার কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!

গীত

একবার এসে দেখহে নাথ কপাল ভেঙ্গেছে
(নাথহে) জগৎ আঁধার ক'রে আমার, অধির চাঁদ আজ অস্ত গেছে
সরল প্রাণে অভাগিনী, ভাব্‌তেম যায় প্রাণের ভগিনী,
কাল পেয়ে সেই কাল নাগিনী, অজ্ঞাতে এসে দংশেছে
বড় আদরের মহিষী, যে তব প্রাণ প্রেয়সী,
দেখ আসি সে রাক্ষসী, কি বাদ সেধেছে—
যে উৎসবে হে মহারাজ, উৎসাহে করিছ বিরাজ,
জন্মতিথির সে উৎসব আজ, জন্মের মত ফুরায়েছে

রাজা —বাছি স্থির হও, সাধ্যমত প্রতিকারের চেষ্টা কর ; বিশারদ মহাশয় ! দেখুন দেখি শ্বাস আছে কিনা ? (নাসিকায় হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) আছে . কিন্তু হিমাঙ্গ—সম্পূর্ণ হিম নয় সন্ধিস্থানে, হৃদ্‌পিণ্ডে কিছু উষ্ণতা অনুভব হ'চ্ছে এখনও প্রতিকারের উপায় আছে .

বিশারদ ।—(উভয়ের অঙ্গ পরীক্ষা পূর্ব্বক) চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা দর্শন করিয়া বিষাধিকারই অনুমান হইতেছে, সর্প দংশন জইন্য বিষ রোগাক্রান্ত হইলে নিদান মতে একটা মুষ্টিযোগ করিয়া দেওয় যাইতে পারে। নিদান বলেছেন—

গৃহ জুল হরিদ্রেদ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্
অপি বাসুকিনা দষ্ট পিবেদ্দধি গৃতাপ্লুতম্

অর্থাৎ সর্পাঘাৎ হইলে গৃহ জুল, অবিদ্র , দারু অবিদ্রা, আর ক্ষুদ্র নইটার মূল সকলকে একত্র বণ্টন করিয়া, দধি এবং গব্য গৃতের সহিত সেবন করান কর্ত্তব্য। ইয়াতে "অপি বাসুকিনা দষ্ট" যদি বাসুকি দংশন করে তা'হাও আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা !

বিদুষী —(স রোদনে) ওগো সাপে খা'ওয়া বিষ নয়, খাওয়ান বিষ গো—খাওয়ান বিষ। হায় হায় ভগবান। ছোট মাকে এমন কুমতি কেন দিলে ঠাকুর . গুরু রক্ষে কর রা'ত দিনের কর্ত্তা হরি রক্ষে কর !

বিশারদ—যইস্তপি কেউ বিষ বক্ষং কর ইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ উদরস্থ বিষ বমন দ্বারায় উদ্গীরণ করান কর্ত্তব্য কারণ নিদান বলিতেছেন—

পীত বিষে স্যাদ বমনং—
ত্বকস্থে প্রদেহ সেকাদি সুশীতলম্ ॥

অর্থাৎ বিষপান করাইলে রোগীকে বমন করাইবে ত্বকে বিষ সংযোগ হইলে শীতল প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য একটু সন্দেহ নাড়ীটি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি ; (নাড়ী পরীক্ষা করিয়া) নাড়ীর উষ্ণত বিলক্ষণই আছে, আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা, চিন্তা করবেন না

বিদুষী —ওগো দেখ গো। একবার ভাল করে দেখো. যা করতে হয় কর ওমা আমার কি হবে গো ! (রোদন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে গমন)

বিশারদ —আপনারা রোদন করবেন না, কিঞ্চিৎ ইক্ষুগুড়ের সহিত এই বটিকা দুইটী মর্দ্দন করিয়া, উভয়ের জিহ্বা মূলে কিঞ্চিৎ অবলেহ দেওয়া হ'ক, বমন হইলে বিষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আর এক কার্য্য করেন, রোগীদের এস্থান হইতে গৃহান্তরে লইয়া যাওয়া হ'ক আর রোগীর শরীরের উত্তাপ রক্ষার জইন্য গৃহ মধ্যে অগ্নি রক্ষা করা হ'ক

রাজা —যাও এদের গৃহ মধ্যে লয়ে যাও, ভাগ্য লিপি যা আছে তাই হবে

বিশারদ—চিন্তা করবেন না, এই ঔষধেই প্রতিকার হইবার সম্ভাবনা !

রাজা —আর চিন্তা আমি যদি চিন্তা না করব,—আমি যদি আমাকে নিরাপদ মনে করব, তবে চিন্তার আধার—বিপদের আধার। আর কে হ'তে পারে, শাস্ত্র কর্ত্তারা বলেছেন,—

"দুষ্টা ভার্য্যা শঠ মিত্র, ভৃত্যশ্চাপিয়বাদকম্।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহম্ "

তা আমার ভাগ্যে সবগুলিই মিলেছে, এ হ'তে আর বিধির নিগ্রহ অধিক কি হ'তে পারে।

গীত

এ হ'তে কি আছে বিধির নিগ্রহ
নারী অনন্ত নরকের গৃহ, জেনেও আগ্রহ সহ এ গল গ্রহ,
কেন সংগ্রহ করে নরে ক'রে দার পরিগ্রহ
এ সংসার মায়াচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে,
হ'ত নারে যেতে অন্তে কৃতান্তপুরীতে, নর্কে নরকে পুড়িতে
যদি না থাকিত ভাগ্যচক্রে কেন্দ্রা নারী পাপগ্রহ

বিশারদ।—সেই জন্যই শাস্ত্রকর্ত্তারা ভূয়ো ভূয়ো বলেছেন, স্ত্রী জাতিকে সর্ব্বদা বীষবৎ বর্জ্জন করিবে, যদিও "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" এ মহৎ ঋষি বাক্যের সম্মান রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্ত্রী জাতির এই সকল কার্য্য—এই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিব্য সংসার আশ্রমের উপর স্বতঃসিদ্ধই বীতশ্রদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে। [প্রস্থান।

রাজা—সঞ্জয় কেতু আর কত বিলম্ব। শীঘ্র পাপিষ্ঠাকে আমার সম্মুখ হ'তে দূরীভূত করে দাও—বল কি, প্রস্তুত? আর না, শীঘ্র—শীঘ্র ও পাপ, ও মহা-নরকের মূর্ত্তি আমার অধিকার হ'তে দূর কর।

সঞ্জয়কেতু।—(স্বগতঃ) সম্পদ! ঐশ্বর্য্য! তুই কতদিনের জন্য! এই আছিস্—এই নাই! এই ক্ষণস্থায়ী জীবন, এই জীবনের মধ্যেও যখন তোর সঙ্গে সংযোগ বিয়োগ ঘটে, তখন তোর মোহিনীশক্তির—তোর কুহকমন্ত্রের এত প্রতাপ কেন? পাপাত্মা বৃদ্ধ মন্ত্রী, এই বিপুল সুরথ রাজ্যের উপর আত্মাধিকার বিস্তার লালসায় মহাপাপের পথে অগ্রসর হয়েছে, পাপিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা রাণী সপত্নী হিংসায় সেই মহাপাপের সহযোগিনী আমিও আজ ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির লালসায় তার সঙ্গে যোগ দিয়ে, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী রাজরাজেশ্বরীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হয়েছি! যাক্ যে পথে অগ্রসর হয়েছি, দেখি এর শেষ সীমা কতদূর (প্রকাশ্যে) মহারাজ

রাজা —আবার মহারাজ ব'লে নিস্তব্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন ?

সঞ্জয়কেতু — ছোটরাণী মা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে আস্‌ছেন

রাজা —আর সাক্ষাতে প্রয়োজন ? আর সে পাপচিত্র— সে নরকের মূর্ত্তি দেখ্‌তে ইচ্ছা নাই (বড়রাণীর প্রতি) যাওনা মহিষী আর তো মনা এখানে কেন ? আমার জীবন নাটকের এই একটী মর্ম্মভেদী পরিচ্ছেদ ! এ অঙ্কের অভিনয় আর দেখ না — যাও—

বড়রাণী —এ অঙ্কটী অভিনয় করা, না করা ত তোমারই হাত — বনবাসে দিলেই কি হৃদয়ে শান্তি পাবে ? আহা ! অমন সরলার এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল ।

রাজা —সরলা ! দেখ্‌লে মনে হ'তো, এ মূর্ত্তি যেন শঠতাময় এ কুটীলতাময় এ জরা মরণ হিংসা স্বার্থ সঙ্কুল মর্ত্ত্যলোকের নয়, প্রকৃত শান্তিধামের প্রতিমা । কুসুমস্তুপ মধ্যে এমনধারা কালসর্প লুকিয়ে থাক্‌তে পারে, মেদমাংস লোলুপা রাক্ষসী এমন মন মুগ্ধকারিণী মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ ক'র্‌তে পারে, তা একদিনের জন্যও ভাবি নাই, যাও না রাজ্ঞি অন্তঃপুরে যাও—আমি পাপিষ্ঠাকে নির্ব্বাসিতা ক'রে তারপর যা কর্ত্তব্য ক'র্‌ব ।

বড়রাণী —আর নির্ব্বাসন কেন মহারাজ — অবোধ অবলা জাতির বুদ্ধি কি ? যারা পাপের প্রলোভন দেখিয়ে, পাপের পথে নিয়ে যায়, তারাই মহাপাপী — পাপ ক'রে থাকে, পাপের ভোগ ভুগ্‌বে — তুমি কেন স্ত্রীহত্যা পাপের ভাগী হবে ? বনে গেলে কি প্রাণে বাঁচ্‌বে । (জনান্তিকে বিদূষীর প্রতি) আবার ঘরে রাখ্‌লেও পদে পদে বিপদ ! আর কি বিশ্বাস

ক'র্‌তে আছে ? আহা। ছোটরাণীর কপালে এতও ছিল, আমাকে কত ভক্তি ক'র্‌ত !

বিদুষী মিথ্যে নয় বড়মাকে দিদি ব'ল্‌তে অজ্ঞান হ'ত। এমন সোনার পিরতিমের এমন কুমতি কেন হ'ল ?

রাজা এখন তোমরা কি ব'ল্‌তে চাও ? ঐ প্রতিমা কি গৃহে রেখে পূজা ক'রতে বল ?

বড়রাণী —সে তোমার ইচ্ছা।

রাজা।—আমি বিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হয়েছি, ঐ পাপ গৃহে রেখে আমার সোনার রাজ্য ছারখার ক'র্‌ব ? রাক্ষসী আমার রাজ্যের জীবমাত্রকেই জীবিতে উদরস্থ ক'রবে। যে পাপিষ্ঠা ইন্দ্রিয় বিলাস বৃত্তি পরিতৃপ্তি বাসনায় গর্ভজাত শিশু পুত্রের মুখে বিষ প্রদান ক'র্‌তে পারে, পতিকে রাজ্যচ্যুত ক'রে নির্ব্বিবাদে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র ক'র্‌তে পারে, তার দ্বারায় না হয় এমন কার্য্য কি আছে ? সঞ্জয়কেতু পাপিষ্ঠাকে জিজ্ঞাসা কর, ওর কি বক্তব্য ?

(ছোটরাণীর প্রবেশ)

ছোটরাণী —আমার বল্‌বার কিছুই নাই ; ব'লে কি তোমাকে বুঝাতে পার্‌ব চারিদিক থেকে আমার কপালে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলে উঠেছে, এ আগুনে কি শান্তি হবে ? যদি ভগবান মুখ তুলে চান্‌, পাপপুণ্যের ফলাফল দেখিয়ে দেন, তখন সব বুঝ্‌বে, আমি ব'লে কি ক'র্‌ব মহারাজ।

রাজা —পাপিষ্ঠার কি বাক্‌বিন্যাস-পটুতা, বিষ পূর্ণ কৃত্রিম সুবর্ণকুম্ভের বাহ্যদৃশ্য কি সুন্দর.

ছোটরাণী। আমি বাক কৌশল জানি না, বাক্ কৌশলে তোমাকে ভুলাতে আসি নাই. আমাকে জন্মের মত নির্ব্বাসনে দিচ্ছ—তাই যাবার সময় বিদায় নিতে এসেছি ! জন্মের মত

যাবার সময় একটী শেষ ভিক্ষা নিতে এসেছি। আমার অনাথ বালক সুধির যদি বাঁচে, ভগবান যদি তাকে এ বিষ বিকারে মুক্ত করেন, ত হ'লে অনাথ পালক রাজার কাজ করো, পুত্র ভাবে না হ'ক, অনাথ বালক ব'লে তাকে স্নেহের চক্ষে দেখ।

রাজা —কি রাক্ষসী মায়া পুত্রস্নেহে হৃদয় পরিপূর্ণ! স্বহস্তে বিষ দিয়ে শিশুপুত্রের প্রাণ বিনাশে যার বাসনা—সেই পাপিষ্ঠা আজ পুত্রের পরিণাম চিন্তায় কাতর।

ছোটরাণী —আমি বাছাকে বিষ দিয়েছি, কি সুধা দিয়েছি, তা সেই অন্তর্যামী হরি জানেন। হরিনাম যদি বিষ হয়, তবে আমি হাতে তুলে বাছাকে সেই বিষ দিয়েছি আর তোমাকে কি ব'লব আমি তোমার চক্ষে—শুদ্ধ তোমার চক্ষে কেন, এক অন্তর্য্যামি ভগবান ভিন্ন সকলের চক্ষে কুলটা হয়েছি, তোমার এ বিশ্বাস নষ্ট করা আমার সাধ্য নয় আমি বনে চল্লাম যাবার সময় একটী কথা বলে যাই, যেন মনে রেখ—

গীত।

দাসী বিদায় আজ, ও গহে মহারাজ,
বঞ্চিত হয়ে সকল সুখে।
সাধের খেলা অবসর, চল্লাম হে প্রাণেশ্বর,
চিরবিচ্ছেদ শর ধরে বুকে (এ জনমের মত)।
কেবল দশার দোষে দাসী, দশের চক্ষে দোষী
কিন্তু দোষী নই হে ধর্ম্মের কাছে—
রইল হৃদয়ে যা লেখা (মহারাজ)।
(সে মর্ম্মের চিত্র কে দেখ্‌বে হে) (সেই অন্তর্য্যামি হরি বিনে)
রইল হৃদয়ে যা লেখা, দেখিছে সে একা,
অনন্ত চখে যে জগৎ দেখে

(কেবল সেই জানে হে) (অন্তরের কথা)
ছুটো বলি মনের কথা, মনে রেখো হে তা
মুনিমন্ত্রের মত ভেবো হে তাকে,
বনে চলিল পাপিনী (মহারাজ)
(পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষে)
(আমি এ জন্মে পাপ করি নাই নাথ)
বনে চলিল পাপিনী, কল্পিতা সাপিনী,
প্রকৃত সাপিনী রইল সুখে।
(তোমার রাজভবনে) (প্রকৃতিরূপে)

বিদুষী —আ হা হা এ আর দেখ্‌তে পারা যায় না বড় মা তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

ছোটরাণী —আর কেন মা! তোদের ত সাধপূর্ণ হয়েছে! দিদি, আমি ত কোন দিন তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নাই! চিরদিন দাসীর মত তোমার সেবা করেছি। তবে কেন দিদি। আমার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌লে? কেন এমন করে আমার সাধের হাট ভেঙ্গে দিলে?

বড় রাণী —তোমার সাধের হাট আমরা ভাঙ্গ্‌ব কেন! ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌ছি, তোমাদের ভিতরে ভিতরে এত কাণ্ড, তা প্রকাশ করা দূরে থাক্‌, এক দিনের জন্য জান্‌তেও পারি নাই! যা জান্‌তে—তোমরা দুজনে, আর জান্‌তেন অন্তর্য্যামি ভগবান, প্রকাশ কর্‌তে তিনিই করেছেন; তোমার সাধের হাট তিনিই ভেঙ্গেছেন।

রাজা —পাপিষ্ঠার সাধের হাট ভেঙ্গেছে। গোপনে গোপনে বড়ই সাধের হাট বসিয়েছিলেন! আজ সে সাধের হাটে আগুন লেগেছে হাট ত পুড়্‌লো, তোকেই চিরদিন পাপের আগুনে মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়্‌তে হবে।

ছোট রাণী —আমি পাপের আগুনে কেন পুড়বো নাথ। আমার হৃদয় পাপস্পর্শ করে নাই যদি ধর্ম্ম থাকে—যদি ধর্ম্মা ধর্ম্মের বিচারকর্ত্তা কেউ থাকেন, তাহ'লে পাপের আগুনে কে পুড়ছে, তা একদিন না-একদিন দেখতে পাবেন একদিন না-একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত হবে

রাজা এখন তোমার প্রায়শ্চিত্ত তুমি করগে; চিরদিন অশ্রুধারায় কলুষিত হৃদয়কে ধৌত করে ঐ হৃদয়রূপ যজ্ঞ বেদীতে অনুতাপের আগুন জ্বেলে, ওপাপ জীবনের সুখ, শান্তি, সমস্ত আহুতি দিয়ে—পরে সেই আগুনে পাপজীবন পূর্ণাহুতি দিয়ে, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করগে।

(গীত)

পারিবে পাপিনী তবে এ পাপে নিষ্কৃতি।
ক'রে অনশনে অনাসনে কাননে বসতি,
যদি হ'তে পার সে কঠোর মহাব্রতে ব্রতী
আজীবন অশ্রুধারা বহে চক্ষে যদি, মার্জ্জিত করিয়ে তাতে হৃদি যজ্ঞবেদী
অনুতাপের যজ্ঞানল জ্বেলে যথাবিধি
কর যজ্ঞ সাঙ্গ দিয়ে পাপ জীবন পূর্ণাহুতি॥

রাজা —আর কিছু ব'লতে আছে? কি চমৎকার। কি আশ্চর্য্য আত্মগোপন ক্ষমতা লোকের আকৃতিতে—দৃষ্টিতে—কথাবার্ত্তায়, অনেক স্থলে স্বভাবের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু এ পাপিষ্ঠার কি আশ্চর্য্য শক্তি। ভিতরে ভীষণা রাক্ষসী মূর্ত্তি—বাহ্যদৃশ্যে যেন স্বর্গ সুষমা সমষ্টি-গঠিত সরলতার মূর্ত্তিমতি দেবী। হৃদয়ে মহাপাপের নরকাগ্নির তরল প্রবাহ প্রবাহিত।—চক্ষে যেন শান্তির হিল্লোল খেলছে। অদ্ভুত ক্ষমতা! আমার গৃহে প্রকৃতিরূপে প্রকৃত সাপিনী অবস্থিতি ক'রছে, আর উনি নিষ্পাপ। কল্পিতা সাপিনী। শুদ্ধ দশের কূটচক্রে কুলটা

প্রমাণ হওয়ায় নির্ব্বাসনে চল্লেন। হতভাগিনীর চতুর্দ্দিকে পাপের চিতা ধূ ধূ জ্বলে উঠেছে, নরকের পূতিগন্ধ হৃদয়ের মর্ম্মস্থল ভেদ ক'রে ফুটে বেরুচ্ছে, ধর্ম্মের বাতাসে সে গন্ধ দিগন্ত ব্যাপ্ত হ'চ্ছে। তথাপি এখনও আত্মদোষ ক্ষালনের চেষ্টা—এখনও অন্যের উপর দোষারোপ যাও সঞ্জয়কেতু শীঘ্র পাপিষ্ঠাকে আমার সম্মুখ হ'তে লয়ে যাও রথ প্রস্তুত কি?

সঞ্জয়কেতু।—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রস্তুত

রাজা। যাও নর্ম্মদা পার ক'রে তপোবনে রেখে এসগে সেইখানে একখানা কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে দিও

[সকলের প্রস্থান

স্থান—কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর কক্ষ

(ভৈরবীর প্রবেশ)

ভৈরবী পোড়া কপালী আমি, যে ডাল ধরি সেই ডাল্‌ই ভাঙ্গে, হতভাগা কুচক্রী মন্ত্রীর পরামর্শে মহারাজের মতিচ্ছন্ন হ'লো,—প্রাণেশ্বরের মন্ত্রিত্ব গেল—তিনি সেই শেষ বয়েসে মানের ভয়ে, মনের আক্ষেপে, কোথায় নিরুদ্দেশ হ'লেন এক-মাত্র সোণারচাঁদ পুত্র, রূপে গুণে অতুল হ'লেও ছদ্মবেশে—র তুল সেজে রাজপুরে বাস কর্‌ছে। আমিও এই ভৈরবী সেজে, ছোট রাণীর কাছে থেকে, বাছার মুখখানি দেখছি, আর মাঝে মাঝে শ্মশানে যাওয়ার ছল ক'রে প্রাণেশ্বরের অনুসন্ধানে দেশে দেশে, বনে বনে, বেড়াচ্ছি। রাজকুমারের জন্মোৎসবে সকলেই পাঁচ কাজে ব্যস্ত এই সময় মনে কর্‌লাম, দুদিন এদিক ওদিক খুঁজে আসি এই ভেবে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম, এসে দেখি, ছোট রাণীর কপাল পুড়েছে, ছোট রাণীর সাধের হাট জন্মের মত ভেঙ্গে দিয়েছে; এসে আর ছোট রাণীর সঙ্গে দেখা হ'ল না, সুধিরের চৈতন্য হয়েছে। ঐ যে এই দিকে আসছে

(সুধিরের প্রবেশ)

সুধির।—ভৈরবী দিদি! মা কোথায় গ্যাছে? অনেকক্ষণ দেখি নাই, কিছুই খাই নাই, বড় ক্ষুধা পেয়েছে।

ভৈরবী।—চল, কিছু খাওগে, মা আস্‌বেন এখনি।

সুধির।—বড় ঘুমিয়েছিলাম, নয় ভৈরবী দিদি? দাদা এখনও ঘুমুচ্ছে, বড় মা দাদার মাথার কাছে বসে আছে, আমি ধূলোয় পড়ে ঘুমিয়েছিলাম, মাও কাছে নাই—তুমিও কাছে ছিলে না। কে আমাকে জাগিয়ে দিলে? আপনিই জেগে উঠেছি নয় ভৈরবী দিদি?

ভৈরবী।—আপনি জাগ নাই ভাই, যিনি জগতের সকল জীবের হৃদয়ে জাগেন, সেই হরি তোমাকে জাগিয়ে দিয়েছেন। ভাই, যে নিদ্রায় আজ তুমি চক্ষু মুদিত করেছিলে, সে চ'ক আর কি মিল্‌তে?

সুধির।—দিদি! হরি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছেন? কৈ হরিই বা কৈ? মা-ই বা কোথায়, আর এমনই কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলেম যে, হরি এসে আমার সে ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছেন!

ভৈরবী।—কালনিদ্রা সুধিরথ কালনিদ্রা তোর।
সে নিদ্রাভঙ্গের আর ছিল না উপায়।
চিরদিন তরে ভাই মুদেছিলে আঁখি
যে মহানিদ্রার ঘোরে, সে নিদ্রা তোমার
দিলেন ভাঙ্গিয়া যিনি, জননী তোমার—
গিয়াছেন তাঁহারই কাছে আনিতে তাঁহারে।

সুধির।—কোথায় থাকেন হরি বল না দিদি মা?

ভৈরবী।—যে যেখানে ডেকে তাঁরে হরি কোথা ব'লে—
সেইখানে দেন দেখা—সর্ব্বময় তিনি

বড়ই দুঃখের তাপে জননী তোমার
গিয়াছেন বনে ভাই তাঁরি অন্বেষণে

সুধির —

বালক বলিয়া মোরে বুঝাও না আর,
বল দিদি সত্যকথা পায়ে ধরি তোর

ভৈরবী —

কি ক'রবে সুধিরথ বিদরে হৃদয়—
বলিতে সে কথা ভাই, কাজ নাই শুনে।
বড়ই দুঃখের ভার লইয়া মরমে
হ'য়েছেন নির্ব্বাসিত সতী কুলেশ্বরী
যে মন্ত্র শিখায়ে তোরে গিয়াছেন সতী—
সর্ব্বাপদ শান্তি সেই মহামন্ত্র বলে
পাব যদি করে মার দুঃখ নিবারণ

সুধির —

গৃহে নাই মা আমার। অনাথার মত,
গিয়াছেন বনবাসে আমিও যাইব।
যাই দিদি যাই আমি কর আশীর্ব্বাদ—
পারি যদি হরি এনে পুরাব বাসনা

ভৈরবী —(স্বগতঃ) আমি আর বাধা দেব না, দেখি হরি সাধনের পরিণাম কতদূর। বাধা দেওয়া দূরে থাক্, সুধিরকে সব কথা বুঝিয়ে দেব, একেত বালক বিরাগী সুধির, হরিনামে পাগল। তার উপর হরি এনে মায়ের দুঃখ দূর ক'র্‌বেন এ কথা যদি বালকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়, তাহ'লে হরিসাধনেই তন্ময় হবে, হরিও দেখা না দিয়ে থাক্‌তে পারবেন না হরি অবোধ বালক আজ তোমার উদ্দেশে চল্লো দেখ যেন দয়াদানে কাতর হয়ো না। তুমি বালকের সখা, বালকের প্রতিই তোমার

দয়া অধিক। বালক কবকে কোলে ক'বেছ, বালক প্রহ্লাদেব সঙ্গে বিষ খেয়েছ। গোলোকেও তে মাব বালকেব সঙ্গে খেলা। আজ দুধেব ব লক সুধিন তে ম র সাধনে চল্লো বিপদেব বন্ধু বিপদে রক্ষা ক'বে গাব জগজ্জননী ছে টব নী! তে মাব হবিবোল —তোম ব অদম পিঞ্জবেব সেই হবিবোলা পাখী আজ পিঞ্জব শূন্য ক'বে হবি কল্পবৃক্ষেব উদ্দেশে উড়েছে, মা! বনবাসিনী সতী একবাব এসে তোম ব বড় সাধেব ধন, হবি-বোলাকে আশীর্ব্বাদ ক'বে বিদায় দাও

গীত।

কোথায় বাজমহিষী সতী দেখে যাও এসে
হবি সাধা সাধেব নিধি, সুধিব তোমাব যায় সন্ন্যাসে
হবিপ্রেম অনুবাগী, শৈশবে সংসারত্যাগী,
দেখ্ মা সেই কুমাব বিবাগী, বনে আজ যোগীর বেশে
হবি এলে হবিব জন্য ব'লে পাণকুমাব,
যায় বনে হবি সেবনে হবিদাস তোমাব;
একবাব এসে লবে কোলে দিয়ে মন্ত্র কর্ণমূলে,
হবি নামে আসিস বনে আশীষ কব্ তোব্ হবিদাসে

(বাজাব প্রবেশ)

বাজা —দিবদাস সুধিন্টেব চৈতন্য হয়েছে নয়? পাপি ষ্ঠাব গর্ভজাত পুত্র পাপেই বুদ্ধি, বিষের কীট বিষে ধ্বংশ হবে কেন? পাপীকে স্পর্শ ক'বতে যমও ভয় কবে—তাব বিষে কি হবে?

গীত।

দিবদাস — ও ছেলে কি যায় যমেব ঘবে,
যম শুদ্ধ হজম্ হয় ওর পেটেব ভিতবে
ও যে ঘরে বসে, শিখেছে সে, বিষ খাওয়া অমৃত-পালা,
আপন বুঝে চল এই বেলা

রাজা।—দেখ দিবদাস তুমি পাগল হলেও, তোমার এই পাগলের পাগলামির মধ্যে কি যেন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে ব'লে বোধ হয় কিন্তু কোনো কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে সদুত্তর দাও না কেন?

গীত

দিবদাস।— এখন উত্তর দেবো সব মিছে,
উত্তরকালে পাবে উত্তর সে জবাব বাছে
এখন এই কটা দিন বসে দেখি, কার খেলা, এসব খেলা—
আপন বুঝে চল এই বেলা

রাজা। পাগল হয়েই সব গোল মিটিয়েছে, নইলে অপরাধ ক'র্‌লেও মাপ

গীত

দিবদাস। পাগল হলেই গোল ত বাচে না,
পাগল দেখ্‌লে পরে পাগ আপনি দেয় চেনা
কেউ ভেবে, কেউ স্বভাবে পাগল (গো)
ভাবের পাগল কজনা, (এই ভেবের হাটে!)

সুধির দিব দাদা আমার মাকে তোমরা বনবাসে দিয়েছ? বাবা আমার মাকে একাকিনী জন্মের মত বনবাস দিয়েছ? এমন কল্লে কেন বাবা

রাজা।—আচ্ছা সুধির বল্‌ দেখি—একদিন ছোটরাণী তোকে দিয়ে একখানা পত্র ধ্রুবজয়সিংহের কাছে পাঠিয়েছিল কি?

সুধির।—হাঁ বাবা, সে পত্র ত আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম?

রাজা।—আর শুন্‌তে চাই না।

সুধির।—কেন বাবা তাতেই মাকে অমন ক'রে বনে পাঠিয়ে দিয়েছেন সে পত্র পেয়ে ত সেনাপতি মশায় রাগ করেন নাই, বরং পত্রখানি পেয়ে বল্‌লেন, তার জন্য চিন্তা

কি, আমি সাধ্যমত চেষ্টা ক'র্ব তাতে আর মায়ের দোষ কি যে, তাকে এমন ভাব বনে পাঠিয়েছেন। মা আমার মনের দুঃখে বনে গিয়ে, সেই দুঃখ নিবারণ হরিকে ডাক্‌ছেন আমিও চল্লুম আপনাকে, দাদাকে, সবাইকে প্রণাম করি। দাদা এখনও ঘুমিয়ে আছে, উঠ্‌লে হয়ত যেতে দেবে না এই বেলা চলে যাই।

গীত।

শিবদাস — একলা বনে চল্লি ত কেকে,
যখন বাঘ ভালুকে আস্‌বে তেড়ে,
রাখ্‌বে তখন কে ?
আয় শিখিয়ে দিইবে রক্ষামন্ত্র,
রাখিস্ মনে দুবেলা
আপন বুঝে চল এই বেলা

সুধির —কি শিখাবে রক্ষামন্ত্র, বল দাদা মোরে
যা পেয়েছি মার কাছে,
তা হ'তে আর কিবা আছে—
জীব পক্ষে রক্ষামন্ত্র বল এ সংসারে

গীত।

হরিনাম মহামন্ত্র যা পেয়েছি মায়ের কাছে
এ ত্রৈলোক্যে, জীবের পক্ষে, (এমন) রক্ষামন্ত্র আর কি আছে
প্রহ্লাদ যে মন্ত্রবলে, অনলে, পর্ব্বতে, জলে,
(আমি সেই মন্ত্র শিখেছি গো)
হস্তীপদে হলাহলে, মুক্ত হ'য়ে অবহেলে,
যে মন্ত্রবলে, অন্তকালে, শ্রীকান্ত পদে স্থান পেয়েছে
যারে সেধে শুক শনক সনাতন, ধ্যানে না পায় ক'রে যতন,
(যে ধন সদানন্দের সর্ব্বস্ব ধন)
ক'রে ঐ মন্ত্রসাধন, ধ্রুব পায় কি অমূল্য ধন !
ঐ মন্ত্র বলে মধুসূদন, কোলে নেন তায় বনমাঝে

রাজা। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়, ক্রমেই জড়ভাব অবলম্বন ক'র্‌ছি। চিত্ত ব দ্বারা কিছুই স্থির ক'র্‌তে পারছি না! দিবদাস. বুঝি আমার ভাগ্যেও উন্মাদত্ব অনিবার্য্য হয়ত তের মত আমাকেও পাগল হ'তে হ'লো

গীত।

দিবদাস — এই এক পাগল পাগলের সঙ্গে,
পাগল হ'যে চল্লো পাগল—পাগলের খোঁজে।
এইবার মূল ধরে নাও পাগল চিনে, ছেড়ে দিযে ডাল পালা—
আপন বুঝে চল এই বেলা

সুধির —বাবা। তবে যাই? দাদা দিবদাস। বনে চল্লাম, ভৈরবী দিদি! মার কাছে গিযে বলিস্‌, তোমার হরিবোলা হরি আন্‌তে গিয়েছে! আমিও চল্লাম হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!!

(সুধিরের প্রস্থান)

রাজা —দিবদাস ধর—ওকে যেতে দিও না! বিষে নিতান্ত নির্জীব হ'য়ে গেছে! এখনই মারা যাবে! পার্‌লে না, ঐ দুর্ব্বল বালক টাকে ধ'রে রাখ্‌তে পার্‌লে না!

গীত।

দিবদাস — বিষ খেযে ওর জোর বেঁধেছে গায়,
বিশগুণে বল বেড়ে গেছে ধরে রাখা দায়,
একা যাসনে রে ভাই. আমিও যাই,
দাঁড়ারে হরি বোলা (রাজার প্রতি)
আপন বুঝে চল এই বেলা

(সুধিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)
(রাজা ভৈরবি ইত্যাদি সকলের প্রস্থান)

স্থান—রাজ অন্তঃপুর

বড়রাণীর কক্ষ

বড়রাণী ও বিদুষী

বড়রাণী —না বাছা কিছুই ভাল বোধ হচ্ছেনা হয়ত একে আর হ'ল সেনাপতি কারারুদ্ধ হওয়ার পর হ'তে মন্ত্রীর যেন কি এক রকম নূতন ভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে মহারাজকেও যেন আর সে চক্ষে দেখ্ছেনা. একে এদিকের এই সব কাণ্ড কারখানা, তার উপর মন্ত্রীর কেমন এই সব ভাব দেখে মনের বিরাগে মহারাজ কোথায় চ'লে গেলেন বাছা আমার আজ তিন দিনের পর চৈতন্য লাভ করেছে বড় ক্ষুধা তৃষ্ণা হয়েছিল তাই উঠেই খেতে চাইলে, তাড়াতাড়ি খেতে দিলাম ভিতরকার সংবাদ কিছুই বলি নাই, বাছাও আমার কিছুই জানতে পারে নাই. জান্তে পার্লে হয়ত কেঁদে সারা হবে? একে আর ক'রে ভুল্বে।

অধির ও পশ্চাতে বিশারদের প্রবেশ)

বিশারদ রাজপুত্র—জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শ্রবণ করেন. আপনার জইন্য এই কার্য্য সম্পন্ন কর্তে আমাগর যথেষ্ট চিন্তা কইর্যে, স্নায়ুবিক দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়াছে. বড়রাণী মাতাঠাকুরাণ, মন্ত্রী মশায়, বিদুষী, সইত্যে শবং ইহারা কায় মন যত্নে আপনার জইন্য যথেষ্ট চেষ্টা ক'ইর্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করেছেন, এক্ষণে আমাগর পুরস্কৃত করেন।

অধির —কবিরাজ মহাশয়. এ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার আমার দ্বারায় পাওয়ার সম্ভব নাই সময়ে ধর্ম্মের কাছে অবশ্যই পাবেন

বিশারদ —অবশ্য আপনার জইন্য যা কর্‌ছি, তা ধর্ম্ম স ইক্ষ্য কইর‍্যে কইতে পারি, অন্যের জইন্য তা অইতেই পারে না ! প্রথমতঃ ধরেন কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর চরিত্র দোষ সপ্রমাণ দ্বারা মহারাজ কর্ত্তৃক তাঁকে নির্ব্বাসিত করান, সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহকে বিশ্বাস ঘাতক এবং কনিষ্ঠা রাজ্ঞীতে অনুরক্ত সপ্রমাণ দ্বারা কারারুদ্ধ করান, আর জেষ্ঠা রাজ্ঞীর সংকল্প সিদ্ধি আপনার জইন্য ভাবী রাজ্যাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা হইল এক্ষণে সকলকে যথা-যোইগ্য পুরস্কার প্রদান করেন

বিদুষী —হাঁ যাকে য দিতে হয় দাও আমার সত্য শরণ আহা বাছা আমার কত খাটুনিই খেটেছে সেই হাত নিয়ে সেই, দগ্‌ দগে ঘা হাতে দু দুখান নেকন নিকেছে, তা কে বল্‌বে সে এখানা ছোট রাণীর হাতের নেকন নয় আর একখানা সেই কোন্ দেশের রাজা কি বলে ছাই মনেও পড়েন তার হাতের নেকা নয় ! বাছার আমার বিদ্যে কত ! দাও ভাল করে পুরস্কার দাও !

অধির । তার কার্য্যের পুরস্কার ধর্ম্মই দিয়েছেন ! সেই গলিত কুষ্ঠই তার যথেষ্ট পুরস্কার

বিদুষী ষাট্‌ ষেটের বাছা ও কথা বলো না কুট্‌ কিগা ! দিন রাত নে'কে নে'কে আঙ্গুল খেসে গিয়ে বাছার আমার অমন হয়েছে ! এখন বাছাকে আমার যেমন খাটুনী তেমনি পুরস্কার দাও । ধর্ম্ম খেয়োনা

অধির —কি পাপিষ্ঠে ! তুই আমাকে ধর্ম্ম দেখাস্‌ . তুই পিশাচী, ক'টা মহ পিশাচের সঙ্গে যোগ দিয়ে, আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, যে মহাপাপের পথে অগ্রসর হয়েছিস্‌, সে পথের শেষ প্রান্তে তোর্ জন্য যে কি অনন্ত নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত রয়েছে, তাকি একবার চিত্তের চক্ষে দেখছিস্ না, পাপিষ্ঠে !

আজ তোদের হ'তে আনন্দময় অঙ্গরাজ্যের কি দশা হয়েছে দেখ্ দেখি পিতা নিরুদ্দেশ সসাগরা ধরার রাজরাজেশ্বর, আজ তোদের চক্রে সংসার ত্যাগী। অঙ্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মী আজ বনবাসিনী, ভিকারিণী তপাপস্পর্শী প্রেমিক পাগল, সেই দুধের শিশু সুধির আজ মাতৃহারা, পিতৃ স্নেহে বঞ্চিত হয়ে কোথায় গিয়ে কি কষ্টে কালযাপন কর্‌ছে, ভেবে দেখ্ দেখি—দেখ্‌বে পাপিষ্ঠে একবার কল্পনার চক্ষে চেয়ে দেখ্ তোর্ পাপ বীজ অর্জ্জিত দুরাশা বৃক্ষে কি বিষময় ফল ধারণ করেছে, আনন্দময় সুরথ রাজ্যের আজ কি দশা হয়েছে, নন্দনকানন আজ কেমন শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, দেখ্ দেখি। হা সুধির হা প্রাণাধিক। তুই যে ভাই চিরদিন নিষ্পাপ। চিরদিন বিষয়-বিরাগী। পদ্মপত্রের সঙ্গে সেই পত্রস্থিত জলের যে সম্বন্ধ, সংসারের সঙ্গে তুইও যে ভাই শৈশবেই সেই সম্বন্ধ পাতিয়েছিলি! জগতে যে, তোর্ শত্রু আছে সেই সরলতা মাখা মুখখানির—সেই মধুর হাসির সেই প্রফুল্লমল্লিকার প্রাণভরা সুসমারাশির পক্ষপাতী না হয়ে থাক্‌তে পারে, জগতে এমন রাক্ষস হৃদয় আছে, তা ত ভাই স্বপ্নেও ভাবি নাই হা সুধির তুই কোথায়? কোথায় কোন্ বনে গিয়ে একমনে তোর্ মনোমোহনে ডাক্‌ছিস্, কোথায় ব'সে তোর্ মাতৃদত্ত মহামন্ত্রের সাধন কর্‌ছিস্ বল্, আমিও তোর্ কাছে যাই আর এ প্রেত পুরিতে—এ মহা নরকে থাক্‌ব না।

বড়রাণী —রাখ আধির. বিমাতা পুত্রের জন্য শোকে অধীর হ'য়ে আমায় সকল সুখের পথে কাঁটা দিও না। বিমাতা চির-কালই কালসাপিনী কাল সাপিনীর গর্ভে কালসর্পই জন্মে থাকে, যতই ভালবাস যতই আদর কর, কাল সাপ কাল সাপই থাক্‌বে. সময়ে দংশন কর্‌তে ছাড়্‌বে না আমি তা জান্‌তে পেরেই

তোমার ভবিষ্যতের পথ নিষ্কণ্টক করেছি এখন এ সার কথা রাখ, সকল কাজ যেমন গোপনে গোপনে হয়েছে, এখনও তেমনি গোপন রেখে আপন মঙ্গল চেষ্টা কর, শেষটা যেন এ · হাসিও না

অধিব —মা! তুমি সসাগরা ধরার রাজমহিষী হ'যে এমন ক্ষুদ্রহৃদয়া রাক্ষসীর মত কাজ করবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই আমি আসমুদ্র করগ্রাহী মহারাজ সুরথের পট্টমহিষীর গর্ভজাত পুত্র ব'লে আপনাকে ভাগ্যবান মনে করতেম, কিন্তু এখন বোধ হচ্চে, তোমার মত রাক্ষসীর গর্ভে যার জন্ম, তার মত চণ্ডালের ঘৃণিত—পিশাচের হেয়, আর কেউ নাই আমি তোমার গর্ভে জন্মেছি তোমা হ'তে পৃথিবীকে দর্শন করেছি তুমি জননী, আমার স্বর্গাদপি গরিয়সী পরম পূজনীয় তোমাকে দুর্বাক্য বললে, আমাকে দুরদৃষ্টভাগী হতে হবে তা জানি. কিন্তু মা অসহনীয় মর্ম্মান্তিক যন্ত্রনায়, দুঃখে ক্ষোভে আমি হিত হিত বিবেচনা শূন্য হয়েছি. বল দেখি মা এমন আনন্দময় অঙ্গ-রাজ্যের কি দশা করলে, য রাক্ষসী পিশাচীতে পারে না, যে দৃশ্য কল্পনার চক্ষে দেখলে নির্ম্মম নরঘাতক চণ্ডালের হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হয়, তুমি মানবী হ'য়ে, অঙ্গরাজ্যের হৃদয়ের উপর সেই ভীষণ চিত্র স্বহস্তে চিত্রিত করলে! আপনার পাপ প্রবৃত্তির জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সপত্নী হিংসা কীট দংশিত কুটিল হৃদয়ে ক্ষণিক শান্তির জন্য, কি সর্ব্বনাশ করেছ দেখ দেখি। রাজরাজেশ্বরীকে ভিকারিণী করেছ নির্ম্মল কুলের কুললক্ষ্মীকে কল্পিতা কলঙ্কিনী সাজিয়ে গৃহত্যাগিনী,—পথের কাঙ্গালিনী করেছ এ পাপে যে কোন্ মহানরকে বাস করতে হবে তাকি একবারও ভাব নাই। তুমি আপন নরকের পথ আপনি পরিষ্কার করলে। আমাকেও তোমার গর্ভজাত পুত্র বলে, চিরদিন

জগজ্জনের কাছে, নরকের ক্রমি কীটের ন্যায় ঘৃণিত থেকে, শেষে মাতৃঅর্জ্জিত মহানরকের স্বত্বে স্বত্ববান হ'তে হবে। হা পাপ-হৃদয়ে তুমি আমাকে পিতৃদত্ত রাজ্যে অখণ্ড অধিকার দেবার জন্য এমন সাধের হাটে এমন আগুণ জ্বেলে দিলে, তুমি আমাকে রাজা ক'রে রাজমাতা হবে, না শ্মশানে চণ্ডালের চণ্ডাল মাতা হ'য়ে নরকের শাস্তিভোগ কর্‌বে? তোমার সে স্নেহ, সে মমতা, সে দয়া, সে ধর্ম্মজ্ঞান সব কি সপত্নী হিংসা স্রোতে ভেসে গিয়েছে। তোমাকে অধিক আর কি বল্‌ব, তোমাকে ধিক্ তোমার হৃদয়কে ধিক্। তোমার পাপার্জ্জিত রাজ্যকেও ধিক্!

(গীত)

স্নেহ দয়া, মমতা মায়া, সব দিয়ে বিসর্জ্জন।
তোমার অধর্ম্ম অর্জ্জিত রাজ্যে নাই মা আমার প্রয়োজন।
তুমি যে রাজ্য সম্পদের তরে, (জননী গো) পাষাণ হয়ে অকাতরে,
পুরাইতে পাপ অভিলাষ, করেছ সতীর সর্ব্বনাশ,
(সেই সরলা সতীর প্রতিমা)—(বল এই দণ্ড কি তার প্রতি মা)
ক'রে কত কঠোর আয়োজন (মা গো)
তোমার এ পাপ ধর্ম্মে ক'দিন সবে, (জননী গো) অন্তে নরকে বাস হবে,
জ্বলিতে হবে মা শেষে, সতীর শাপ কাল্ সাপের বিষে,
(তোমার শান্তি নাই মা ইহলোকে)—(শেষে প্রেতাত্মা পুড়্‌বে নরকে)
সাধ ক'রে করিলে যে বিষ অর্জ্জন। (মা গো)

(মন্ত্রির প্রবেশ)

মন্ত্রী।—এই যে, রাজকুমার চৈতন্য লাভ করেছেন!

বিশারদ।—চৈতন্য লাভ কইর‍্যা, এখন জননী ঠাকুরাণের উপর দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ হইতেছে। অবশ্য পিতার নিরুদ্দেশ জইন্য আপাততঃ অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইতে পারে, কিন্তু

মহারাজ সহসা উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া কোথায় চলে গিয়েছেন, সুতরাং তার জইন্য অনুতপ্ত হওয়ে অকর্ত্তব্য। আর বিমাতা বিমাতৃপুত্রের জইন্য শোক করিয়া নিতান্তই বাল হৃদয়ের দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দেওয় মাত্র!

অধির —আমি বালক। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়, তোমাদের বিশাল নরকময় হৃদয়ের নরকাগ্নির সত্ব কণামাত্রও ধারণা করুতে অসমর্থ কিন্তু শোন বিশারদ যদি কখনও দিন পাই, তাহ'লে একদিন না একদিন তোমাদের এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করবই করব. পাপিষ্ঠ নরপিশাচ—

বিশারদ —কি কন রাজপুত্র, নরপিশাচ কন্ কারে?

অধির —তোমাকে বলি, তে × র মত নরকের কীট যে যে আছে সেই মহাপিশাচদের—সেই চণ্ডালাধমদের বলি! মন্ত্রি! ধার্ম্মিক—বৃদ্ধ—মহাজ্ঞানি মন্ত্রীমহাশয় এ সকল ষড়যন্ত্রের মূল যুক্তিদাতাই আপনি আপনার কৌশলেই আমার অখণ্ড রাজ্যাধিকার লাভ হয়েছে, কেমন?

মন্ত্রী —হাঁ? তবে যতদিন মহারাজের উন্মাদ রোগ আরোগ্য না হয়, যতদিন তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে পুনরাগমন না করেন, কিম্বা তোমার রাজ্য শাসন যোগ্য যোগ্যতা না জন্মায়, ততদিন আমাকেই সমস্ত বিষয় দেখ্‌তে শুনুতে হবে!

অধির —তবে পিতার অন্বেষণের জন্য কোনো ব্যবস্থা হবে না? দেখ তোমাদের কুটীল চক্রান্ত আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। সেই সুবিশ্বাসী সেনাপতি পুরঞ্জয়সিংহকে কৌশলে কারারুদ্ধ করার মূল ই তুমি আমি এখনই সেই নিগড়াবদ্ধ সিংহকে মুক্ত করুব! চল সঞ্জয়কেতু চল—কারাগৃহে চল আমি স্বহস্তে সেনাপতির শৃঙ্খল মোচন করুব, সেই মহাবীর—সেই স্বর্গের দেবতা আজ অবিচারে কার বাসী .

মন্ত্রী —অবিচারে হ'ক্, সুবিচারে হ'ক্, রাজ আজ্ঞায় পুরঞ্জয় কারারুদ্ধ, মহারাজ স্বয়ং তার কারাদণ্ড বিধান ক'রেছেন, সুতরাং সে রাজ আজ্ঞার অবমানন করা কারও অধিকার নাই

অধির অন্যের সে অধিকার না থাক্‌তে পারে, কিন্তু আমি তাতে বিশেষ এরূপ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অধিকারী অথচ আমার অধিকার অনধিকার দেখ্‌বার অধিকার আপনার নাই। আমি এখনি তাকে মুক্ত কর্‌ব

মন্ত্রী সে আশা ত্যাগ কর।

অধির।—সাবধান মন্ত্রী.

মন্ত্রী। কেন বাচালতা কর্‌ছ। জান, এ রাজ্যের উপর তোমার বা তোমার উন্মাদগ্রস্থ পিতার এখন কোনো অধিকার নাই, তবে কখনে যদি মহারাজ ফিরে আসেন এবং প্রকৃতিস্থ হ'য়েছেন বুঝ্‌তে পারি, তখন সে বিষয় বিবেচনা কর যাবে।

অধির। কি স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক। মন্ত্রিত্বে অন্তরের তৃপ্তি হ'ল না একেবারে সসাগরা ধরার একছত্রী অধিশ্বর হ'তে বসনা যে আসনে পুণ্যশ্লোক মহারাজ সুরথের রাজ-মকুট শোভা পেয়েছে সেইআসনে রাজদ্রোহী—বিশ্বাসঘাতক পিশাচ তুমি—তুমি সেই সিংহাসনে বস্‌বে, সিংহের রাজপদ শৃগালে গ্রহণ কর্‌বে. এই পৃথিবীর অন্যান্য রাজন্যবর্গ সেই মর্ত্ত্যের ইন্দ্র মহারাজ সুরথের নিকট নত মস্তকে রাজকর দিয়েছে বলে, একটা অধার্ম্মিক কূট কৌশলী মহা পিশাচের নিকট নত মস্তক হবে? দূর হও পিশাচ। আমি এখনই পুরঞ্জয় সিংহকে মুক্ত ক'রে পরে দেখ্‌ব এ ভিপালকদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের পাপের প্রকৃত দণ্ড দিতে পারি কিনা?

(বেগে গমনোদ্যত)

মন্ত্রী —কোথা যাও, কখনই পুবঞ্জয় সিংহকে মুক্ত ক'র্তে পাব্‌বে না।

অধিব —সাবধান শৃগাল আর একটী পদমাত্র অগ্রসব হ'লেই তোব্ পাপ মস্তক দেহচ্যুত হ'যে ধবা লুণ্ঠিত হবে; (অসি নিষ্কাষণ পূর্ব্বক মস্তক লক্ষ্য কবিয়া অ ঘাত)

সঞ্জয়কেতু —(নিষ্কাষিত অসি দ্বারায় লক্ষ্য ব্যর্থ করিয়া) সাবধান কুমার! এ তোমার পিতৃ রাজধানী নয় এখন পূর্ণ শত্রুপুবী

অধিব —কি সঞ্জয় কেতু তুমি ঐ পিশাচেব বক্ষক! ঐ নরকেব দ্বারপাল পিশাচের দাসত্ব কবৃছ!

সঞ্জয়কেতু —যখন মহাবাজ সুবথেব সেনাপতিত্ব কবেছি তখন প্রাণ দিযে তাঁর জীবন রক্ষায় যত্নবান হ'যেছি এখন তিনি উন্মাদ অবস্থায় বাজ্যত্যাগী, মন্ত্রীমহাশয়ই এখন এ বাজ্যের রাজা সুতবাং তাঁব বক্ষার্থে আত্মোৎসর্গ কবাই কর্ত্তব্য।

অধিব।—এ কৃতজ্ঞতা—এ প্রভু ভক্তি কোথায় শিখ্‌লে?

সঞ্জয়কেতু —বালকেব সঙ্গে সে বাক্ বিতণ্ডায় ঘৃণা বোধ কবি!

অধিব ঘৃণা!—তোমার ন্যায় চণ্ডালের ঘৃণা আছে! স্বপ্নেব কথা

সঞ্জয় কেতু।—এখনও রাজকুমাব সাবধান হ'য়ে কথা কও

অধিব —ধূর্ত্ত শৃগালেব কাছে সিংহ শিশু আবার কি সাব ধানতা অবলম্বন কর্‌বে রে পিশাচ? রাজ্যকামুক দুবাত্মা বিশ্বাস ঘাতক মন্ত্রী, মহাস্বার্থের লোভে নবকেব পথে অগ্রসর হ'যেছ। কিন্তু তুই পিশাচ কোন্ স্বার্থ সিদ্ধিব জন্য কি সম্পদেব আশায়, দেবতাব পূজা পবিত্যাগ ক'রে পিশাচেব সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'বৃছিস? সহকারী সেনাপতিত্ব হ'তে প্রধান সেনাপতিত্ব পেয়ে

ছিস্ এই ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য প্রতিপালকের সর্ব্বনাশ করেছিস্! রাজদ্রোহী হয়েছিস্, দেব মন্দিরের আচার্য্য হ'যে শেষে শ্মশান রক্ষক হ'য়েছিস্ ক্ষত্রিয় কুলে কালী দিয়ে ধর্ম্মানুগত বীর ব্রত পরিত্যাগ ক'রে চণ্ডালধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়েছিস্। অধিক আর কি বল্‌লো সঞ্জয় কেতু, ধিক্ সহকারী সেনাপতি ধিক্ চণ্ডালের দাস ধিক্ তোকে এই আমি চল্‌লেম, যদি সেই রাজরাজেশ্বর রাজ চক্রবর্ত্তী পিতার অন্বেষণ পাই—যদি সেই রাজলক্ষ্মী—সেই চৈত্র কুলের কুললক্ষ্মী ছোটমার দেখা পাই, সেই দুধের শিশু সুধিরকে আন্‌তে পারি, তা হ'লেই আবার এ রাজ্যে আস্‌বো তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করবো।

(বেগে প্রস্থানোদ্যত।)

বড়রাণী —(বাধা দিয়া) যেও না বাপ! আমার এত আশা—এত সাধে বাদ সেধোনা!

অধির —ধর্ম্ম তোমার সাধে বাদ সেধেছে! ধর্ম্মই তোমার আশায় ছাই দিয়েছে, এখনও বুঝ্‌তে পার নাই! তোমার ভাগ্যপটে কি ভীষণ দুঃখের চিত্র অঙ্কিত হ'য়েছে। ইহ জীবনে রাজরাজেশ্বরী হ'য়েও ভিখারিণী হ'তে হবে, পরকালের ত কথাই নাই এখন আপনার অদৃষ্টলিপির ফলভোগ কর্‌তে থাক এ সময় এ রাজ্যে যদি কেউ আমার বল্‌তে থাক যদি শশ্মানে থেকে প্রেতের পূজা না ক'রে স্বর্গের দেবতা-দর্শনে কাহারও বাসনা থাকে তবে আমার সঙ্গে বনে চল।

গীত।

দিবদাস — তোমার বল্‌তে কেউ নাই রে ভাই
একের অভাব, তাইতে এভাব ধরেছ সবাই
যে দিন—দিন পাব ভাই, দেখ্‌বি সবাই,
এই দিবে পাগলার বোল বোলা।
আপন বুঝে চল এই বেলা।

অধির —ভাই দিবদাস. তুমি পাগল হও—উন্মাদ হও, এ রাজ্য মধ্যে আমার আমার বল্‌তে তুমিই আছ চল ভাই বনে চল, পিতার অন্বেষণে চল, স্বর্গের দেবতা—স্বর্গের দেবী কোথায় আছেন অন্বেষণের জন্য চল ভাইরে আজ আনন্দের হাট শ্মশান হয়েছে। দেবমন্দিরে আজ পিশাচ আশ্রয় নিয়েছে চল ভাই। দেখি দেব মন্দিরে আবার দেবতা প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারি কি না।

(বেগে উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বনভূমি।

(দেবর্ষি নারদের প্রবেশ)

নারদ —চক্রীর খেলায় পরিণাম বোঝা বড়ই কঠিন! জগতে যা দেখি, সবই সেই লীলাময়ের লীলা খেলা এর কোন্ খেলাটিই বা দেখ্‌ব, আর কোন খেলাটিই বা বুঝ্‌ব খেলাত একরকম নয়, খেলার সঙ্গিও দুই একটী নয়, যেমন নিত্য নূতন খেলা, খেলার সঙ্গিও তেমনি নিত্য নূতন. অন্যের খেলার পাত্রাপাত্র আছে, যোগ্যাযোগ্য বিচার আছে, হরির খেলায় পাত্রাপাত্র নাই-যোগ্যাযোগ্যও নাই —সকলের সঙ্গেই খেল্‌ছেন সসাগরার রাজচক্রবর্ত্তীর সঙ্গেও যে খেলা, দীন হীন ভিকারীর সঙ্গেও সেই খেলা! পতঙ্গের সঙ্গে যে খেলা মাতঙ্গের সঙ্গেও সেই খেলা মহাজ্ঞানি বৃদ্ধ আর অজ্ঞান শিশু, উভয়কেই সমান জ্ঞান, উভয়ের সঙ্গেই সমান খেলা, কখনো আসমুদ্রের অধীশ্বর রাজ রাজেশ্বরের উচ্চতম আসন, তরুতলবাসি নিরন্ন ভিকারীকে প্রদান করছেন— পতঙ্গকে মাতঙ্গের স্থান প্রদান করছেন, বালুকা কণাকে মহা-শৈলে পরিণত করছেন, মহাজ্ঞানি বৃদ্ধের বিবেক-বৈরাগ্য বুদ্ধি

বালকের হৃদয়ে প্রদান ক'রে, নিত্য নূতন খেলার অবতারণা ক'র্‌ছেন। তবে অপরের সঙ্গে অপেক্ষা বালকের সঙ্গে খেলাটাই কিছু অধিক প্রিয়। ভারতবর্ষে মানব শিশু ধ্রুবের সঙ্গে খেলা। উত্তর কুরুবর্ষে দৈত্য বালক প্রহ্লাদের সঙ্গে খেলা ? সত্যে বৃন্দাবনে গোপ রাখালের সঙ্গে—আবার নিত্য গোলোক ভুবনে নিত্য গোপাল বেশে গোলোক রাখালগণের সঙ্গে খেলা। সম সাথি সম বয়সীর সঙ্গে খেলা ক'র্‌তে সকলেই ভাল বাসে, বালক বালকের সঙ্গে যুব যুবার সঙ্গে—বৃদ্ধ বৃদ্ধের সঙ্গে খেলা করে। ত হরির ত সম বয়সী কেউ নাই। নিজে যুবকও নন্‌, বৃদ্ধও নন্‌ নিত্য গোপাল নিত্যই বালক। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বার লয় হচ্ছে, কোটী কোটী সৃষ্ট হচ্ছে, শত শত ব্রহ্মার তিরোভাব আবির্ভাব হচ্ছে, কিন্তু হরির আমার একই ভাব। নিয়তই সেই নবীন কিশোর শ্যাম সুন্দর বেশ। সেই বালক বেশে বালকের সঙ্গেই খেলা। বালক বিরাগী প্রহ্লাদকে বালক বেশে দেখা দিয়েছিলেন, ধ্রুবকেও ঐ নবীন কিশোর রূপে দর্শন দিয়েছিলেন। আজ যে কি বেশে দেখা দিয়ে সুরথ নন্দনের মনোরথ পূর্ণ করবেন, আজ ভক্তপালক এ ভক্ত বালক সুবিরথকে নিয়ে যে কি খেলা খেল্‌বেন, তা সেই ইচ্ছাময়ই জানেন। আহা ভূপের বালক ত আজ তিন দিন অনাহারী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কেবল হরিকেই ডাকছে কিন্তু হরি ত এখনো দেখা দিলেন না। তা আমার কার্য্য আমি করে যাই, তার পর তাঁর কার্য্য তাঁকে ক'র্‌তে হবেই হবে।

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 22 ... 1905

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান— বনভূমির অপর প্রান্ত

(বালক সন্ন্যাসী ধ্রুবিরণের প্রবেশ।)

ধ্রুব —হরি হরি হরি আর হরিকেও ডাকতে পা'রিনে, আজ তিন দিন বনে বনে বেড়াচ্ছি, আর হরিকে ডাক্‌..., কৈ হরি ত একটীবারও দেখা দিলেন না এই মাটি ফাটা—কাট ফাটা দুপুরে রোদে গাছের তলায় পড়ে কত ডাক্‌লাম, সেখান থেকে উঠে এদিকে এসে এই জনমানব হীন বনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত ডাকছি। ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেল, পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্চে। ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্চে, আর যে হরিকে ডাকতে পারিনে মা তুমি কোথায়। যার একটু মলিন মুখ দেখ্‌লে, তুমি স্থির থাক্‌তে পারতেনা, তাড়াতাড়ি এসে কোলে করে খেতে দিতে আজ যে মা তোমার সেই ধ্রুব তিন দিন অনাহারী তিন দিন যে মা আমি কিছুই খেতে পাই নাই; কৈ মা তুমি ত এসে খেতে দিলেনা, তুমিও এলেনা, হরিও দেখা দিলেননা। হায়রে যার মা না থাকে তাকে কি কেউ দয়া করেনা। হরি দীনের সখা হরি তুমি কোথায়? মা যে বলে ছিলেন, যে, যেখানে থেকে তোমাকে ডাকে, তুমি সেইখানে এসে, তাকে দেখা দাও, কৈ হরি, আমি এত ডাকছি—এত কাঁদছি, একবার শুনলে না একটীবার এসে দেখা দিলেনা। তবে হরি! যার মা নাই—যার পিতা বিমুখ, তাকে কি তুমি দয়া করনা। ওঃ মা রে। বড় ক্ষুধা, বড় তৃষ্ণা। বুক ফেটে যাচ্চে, আর বুঝি হরি! তোমাকে ডাক্‌তে পারিনে। যতক্ষণ পারি ডাকি—তাকিয়ে ডাক্‌লেও দেখা দেবে না, চক্ষুবুজে ডাকলেও দেখা দেবে না! চক্ষু বুজে মনে মনে ডেকেছি, তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে দেখেছি, এই

বার চ'ক বুজে চেঁচিয়ে ডাকি (চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) হরি—ও হরি ম রে আর পারিনে ! তিনদিন পেটে কিছুই নাই হায় রে মরণ হবে না ! তা'হ'লে কি, মা এমন ধারা ফাঁকি দিত ন বাপেই এমনধারা তাড়িয়ে দিত না রাজার ছেলে হ'য়ে আজ, না খেতে পেয়ে গোটা তিন দিন পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করতে হ'তো . আহা ভৈরবী দিদি কত ভাল বাসত . দাদা কত স্নেহ করতেন . সেনাপতিমশায় বুকে ক'রে রাখ্‌তেন,বাবাও ভাল বাস্‌তেন সবাই ভাল বাসত—সবাই আদর করত। কিন্তু এখন আর কেউ নাই মারে তুই কোথায় তুই যে ব'লেছিলি, হরিনাম ধর্‌লে কোন দুঃখ থাকেনা, যেখানে সেখানে থেকে ডাক্‌-লেই হরি শুন্‌তে পান, সেই খানেই এসে দেখা দেন ভৈরবী দিদিও ঐ কথা বল্‌ত হাঁমা তোরা কি তবে মিথ্যা বল্‌তিস্‌ ! এতদিন আমাকে ভুলিয়ে রেখে,তুইও ফাঁকি দিলি হরিও ফাঁকি দিলেন হরি, হরি কোথায় তুমি হরি ! ওঃ . বড় যাতনা ! তিন দিন গো,—আজ গোটা তিনদিন পেটে কিছু নেই ! সেই সকালে গাছ থেকে একটি পাকা ফল পড়ল, সেইটি কুড়িয়ে খেয়ে একটুজল খেয়েছিলাম, তাতেই এখনো বেঁচে আছি– তাতেই এখনো ডাক্‌তে পারছি, আর বুঝি পারিনা, সব ঘুরছে হাত প অবশ হ'য়ে আস্‌ছে, শুই—এই মাটিতে শুয়ে যতক্ষণ পারি হরিকে ডাকি। (শয়ন) হরি—হরি—হরি —

(নারদের প্রবেশ)

নারদ —না, আর দেখা যায় ন , হরি হে তুমি ভক্তের কষ্ট দেখ্‌তে পার. কিন্তু আমরা যে তোমার ভক্তের কষ্ট দেখ্‌তে পারিনে (সুধিরের প্রতি) রাজকুমার বড় ক্ষুধা হয়েছে। উঠ এই দেখ তোমার জন্য ফল এনেছি

সুধির —কে তুমি ? হরি এসেছ ও হরি তুমি এত নিষ্ঠুর !

দেখ দেখি আজ তিন দিন, কিছু খেতে না পেয়ে কি হ'য়েছি— যত ক্ষুধায় পেট জ্বলেছে, তৃষ্ণায় বুক ফেটেছে, তত তোমাকে ডেকেছি আর তুমি এমনি কাল হরি, এত ডাকা ডাকিতেও শুন্‌তে পাও না. কোথায় ছিলে বল দেখি মা যে বল্‌তেন হরি ছাড়া স্থান নাই, জলে, স্থলে, আকাশে, পাতালে, শূন্যে, সাগরে, গাছে পাতায় পাহাড়ে, পর্ব্বতে, সর্ব্বত্রই হরি আছেন। মার সে কথা বুঝি মিছে —কেমন ?

নারদ —না রাজকুমার কথা মিথ্যে নয়, সতী-বাক্য, কে মিথ্যা বল্‌তে পারে. হরি সকল স্থানেই আছেন জলে ভেক থাকে, হংস থাকে,ভেকের নাম হরি,রাজহংসের নামও হরি। বনে বানর থাকে, তার নামও হরি বৃক্ষে শুক পক্ষী থাকে, কোকিল থাকে, ময়ূর থাকে, তাদের নামও হরি মৃত্তিকাগর্ভে—পাতালে সর্প থাকে তাদেরও নাম হরি আকাশে চন্দ্রসূর্য্য আছে তার নাম হরি, পর্ব্বতে সিংহ থাকে, তার নাম হরি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নাম হরি—স্বর্গে ইন্দ্রের নাম হরি—কৈলাসে শিবের নাম হরি, কি মেঘ বন, ভবন, জল, স্থল, আকাশ পাতাল, ভূলোক গোলোক, শিবলোক, ব্রহ্মলোক, সমস্ত হরিময়

সুরথ —আমি যে হরিকে ডাক্‌ছি তিনি তবে কোথাকার হরি ? মা যে ব'লেছিলেন, তিনি একল হরি জগৎময়। তুমি বনের হরি—আকাশের হরি—পাতালের হরি, কত কথাই বল্‌লে. বল দেখি—তুমি কোথা কার হরি ?

নারদ —আমি হরি নই, হরি ভক্তের সেবা ভিখারী। তুমি হরি হরি বলে, তিনটি দিন বনে বনে কেঁদে বেড়াচ্ছ আমি কাঁদ্‌ছি যুগ যুগান্তর তবু হরির কৃপালাভ কর্‌তে পার্‌লাম না। তবে, আমি যুগ যুগান্তর ডেকে হরির করুণা লাভ কর্‌তে পারি নাই ব'লে যে, তুমিও পার্‌বেনা তা নয়. ডাক্‌তে জান্‌লে, কেউ

এক ডাকে পায় আর না জান্‌লে যুগ যুগান্তের চীৎকারেও হরি শুন্‌তে পান্‌না। এ এক রকম ব্যবসা করা বই ত নয়, বাজারে দোকান খুলে ব্যবসা কর্‌তে গেলে সকলেই যে লাভবান হয় তা নয়, কেউ পুরাতন ব্যবসাদার হয়েও ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কেউ নূতন ব্যবসায় ব্রতী হয়ে—নূতন দোকান খুলে, অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর লাভ করে থাকে। আমি একজন পুরাতন দোকানদার, এ ভবের হাটে এসে অনেক দিন দোকান খুলেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছু লাভ করা দূরে থাক্, ক্রমে আসলে লোক্‌সান হয়ে আস্‌ছে, এখন নিজে কিছু কর্‌তে পারি না পারি, একজন ব্যবসাদার অংশীদার পেলে, এখনো যা কিছু মূল ধন সঞ্চিত আছে তাই দিয়ে তাকেই একটি দোকান খুলে দিই। লাভ হ'লে কিছু না কিছু দেবেই-দেবে। তাই তোমাকে একটী নূতন ব্যবসাদার দেখে, এই ব্যবসাক্ষেত্রে কিছু মূল ধন দিয়ে একটী দোকান খুলে দেব মনে করে এসেছি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি তুই ব্যবসায় ব্রতী হ'লে, অল্পকাল মধ্যেই আসার অনুরূপ পসার ক'রে, সার ধনলাভ পূর্ব্বক সুসার বান হ'তে পার্‌বি! আয় তোকে কিছু মূল ধন দিই, গ্রহণ করে ব্যবসায় ব্রতী হ, কিন্তু দেখিস্ কিঞ্চিৎ লাভের অংশ দানে যেন বঞ্চিত করিস্ নে।

সুধির —তুমি ত বেশ লোক? আমি বেশ শুয়ে শুয়ে হরিকে ডাক্‌ছিলেম। তুমি কোথায় থেকে এসে আমাকে সব ভুলিয়ে দিচ্ছ. হাটে গিয়ে দোকান কর্‌তে বল্‌ছ। কেমন লোক তুমি। আমি কে জান? আমার বাবা সসাগরার রাজা। আমার সে সুখে শান্তি হ'লো না,—তাতে দুঃখ ঘুচ্‌লো না, ওঁর কথা শুনে বাজারে দোকান খুল্লে আমার সব দুঃখ ঘুচবে। যাও তোমাকে আর পাঁচ কথায় আমার হরিকে ডাকা ভুলিয়ে দিতে হবেনা।

নারদ —বলি, আমি কি তোমায় হরিকে ডাকা ভুল্‌তে

বল্‌ছি, না হরিকে ডাকার ব্যবসা খুল্‌তে বল্‌ছি তোমার পীতা পৃথিবীর রাজাই হন, আর স্বর্গের ইন্দ্রই হন, সে সম্পদে আর তোমার শান্তিলাভ হবেনা। এখন আমার পথে চল বাজারে দোকান খোল, দেখ সঙ্গে সঙ্গে সুখ সম্পদ শান্তি লাভ কর্‌তে পার কিনা ?

সুধির কি বিপদ "ব্যবসা কর", "ব্যবসা কর" বলে সব ভুলিযে দিচ্চ কেনগা ? তুমি অমন লোক কেন ? তোমার কাছে ব্যবস শিখে আমার সুখ হবে, দুঃখ ঘুচ্‌বে। তবে তুমি নিজে ব্যবসা করে নিজের দুঃখ ঘুচাওনা কেন ?

নারদ। তা ত আগেই বলেছি, এ ব্যবসার পশার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না কারু দ্বিগুণ দরে বিক্রয় হয়, দুহাতে উপার্জ্জনের সীমা থাকে না, কেউ বা মহাজনের মূলধন পর্য্যন্ত নিঃশেষ দিয়ে ঋণের দায়ে দুর্গতিগ্রস্ত হয়, বৎস রে। এ ভবের হাটের ব্যবসা বড়ই কঠিন

গীত।

হায় রে এ ভবের হাটে।
এসে, ব্যবসার স্থপসার সবার কি ঘটে।
সাজিয়ে মায়ার মুটে, কেউ মরে মিছে খেটে,
কারু বা কুসঙ্গি ছটা জুটে,
পুঁজি পাটা সব লয় লুটে
কারু, কিছুই না বিকায় হাটে, কারু দ্রব্য দরে কাটে,
কারু লাভে ফাটে, কারু আসলে ঘাটে

সুধির —ভাল ঠাকুর। এখন আমাকে কি করতে হবে বল দেখি ?

নারদ।—তা পরে ব'লূব এখন ঐ নদীতে স্নান করে এস দেখি।

সুধিব —তোমাব নাম কি আগে বল

নারদ —তুমি ছেলে মানুষ, আমার নাম বল্‌লে কি চিন্‌তে পাববে?

সুধিব —আচ্ছা বলই না কেন

নারদ —বাজ কুমাব, তুমি তোমার জননীব কাছে যে মহামন্ত্র গ্রহণ করেছ,আমি তোমাকে সেই মন্ত্রসিদ্ধিব উপায ব'লে দিতে এসেছি। চল, আমার সঙ্গে ঐ নদীগর্ভে চল, আমি তোমাকে দীক্ষিত করব।

সুধিব —তবে আপনি আমাব গুরু

নারদ —হাঁ এখন আমি তোমাব গুরু বটে, এব পব তুমিই আমার গুরু হয়ে বস্‌বে! তুমি যে কোথাকাব বস্তু কোথায় এসেছ তা-ত আমার অজানিত নাই এখন যাও স্নান করে এস।

[সুধিব ও নারদের প্রস্থান

(দিবদাস ও অধিরেব প্রবেশ।)

অধিব।—কৈ দাদা দিবদাস! এত অন্বেষণ ক'রলাম সুধিরকে ত পেলাম না! আব পাব না। বৃথা অন্বেষণ—সে বেঁচে নাই যে দুর্ভাগ্যেব ভীষণ দৃষ্টিতে বাজপুত্র আজ পথেব ভিখারী! দুধের শিশু পিতৃত্যজ্য মাতৃহারা সে দুর্ভাগে [illegible] প্রাণে পাড়ে সেকি বেঁচে আছে, দুঃখের এ [illegible] সে ননীব পুতুল গলে গিযেছে সেই অস্ফুট নিবাষ [illegible] সঙ্গে সঙ্গে শুকিযে গিযেছে দাদা দিবদাস আব সুধিবকে পেলাম না, আব বৃথা অন্বেষণ।

গীত

দিবদাস।— অন্বেষণ কি বৃথা হয় রে ভাই।
খুঁজে নিতে পাব্‌লে পরে দেখা পায় সবাই
(ওরে) তুই খুঁজিস্ যায়, সে খোঁজে কায়,
কাব পেযে কার প্রাণ গলা
আপন বুঝে চল এই বেলা

(নেপথ্যে সুধিরের গীত)

নন্দ কুলানন্দ সদানন্দ সুখ বর্দ্ধন
মুকুন্দ মুরারী শ্রীমাধব হরি, মধুকৈটভ মর্দ্দন

অধিব —শোন—ঐ শোন—ঐ আমাদের সুধিরের কণ্ঠস্বর! সেই কৃষ্ণভক্ত প্রেমিকপ্রাণ সুধিরের কণ্ঠস্বরই বটে। চল—চল দেখি গে।

[বেগে প্রস্থান

(গান করিতে করিতে সুধিরের প্রবেশ)

গীত

নন্দ কুলানন্দ সদানন্দ সুখবর্দ্ধন
মুকুন্দমুরারী, শ্রীমাধব হরি, মধুকৈটভ মর্দ্দন
নব নটবর বংশীবটচারী, তপন-তনয়া তট বিহারী,
গোপ বালক বেশধারী, শেষ শায়ী জনার্দ্দন
নিত্যগোপাল নবনী লোলুপ, নিত্যনিধি নিখিল ভূপ,
কমলা হৃদি কমল মধুপ, কেশব কমলনাভ,—
নধর অধরে মোহন মুরলী, মরি কি মধুর ভাব,
চঞ্চল চিকুরে শোভে শিখী চূড়া, ক্ষীণ কটিতটে পীতধটী পরা,
সুর অর্চ্চিত পদে নূপুর ঘেরা, চর্চ্চিত শীত চন্দন

(অধির ও দিবদাসের পুনঃপ্রবেশ)

অধিব দাদা দিবদাস যা বলেছি তাই। ঐ আমাদের সুধিরই বটে দেখ দেখ, কেমন চাঁচর চুল গুলি জটা বেঁধে গিয়েছে। পরিধান গাছের বাকল সর্ব্বাঙ্গে ধূলী মাখা ঐ আমাদের ছোট মার চক্ষের তারা বক্ষের নিধি, আমার প্রাণের ভাই সুধিরই বটে! সুধিররে ভাইরে! তুই আমাদের সেই সুধির এমন হয়েছিস্ ভাই।

(কণ্ঠ আলিঙ্গন)

সুধির —কেন দাদা তুমি বনে এসেছ রাজ রাজেশ্বর মহারাজ ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সসাগরা বসুন্ধরার ভাবী অধীশ্বর দাদা তুমি তুমি বনে কেন? দাদা আমার রাজরাজেশ্বর পিতা রাজরাজেশ্বরী বড মা ভাল আছেন ত আমার মায়ের কোন সন্ধান পেয়েছ কি? সেই পতিপুত্রহারা অনাথিনী ভাগ্যচক্রে ভিখারিণী মা আমার বেঁচে আছেন কি? পিতার ত আমার কোন অমঙ্গল ঘটে নাই

অধির। সুধিরে। সব গিয়েছে সব গিয়েছে—ভাই সব গিয়েছে। দুরাত্মা মন্ত্রী, পাপিষ্ঠ বৈদ্য বিশারদ, হতভাগিণী বিদুষী, কুষ্ঠব্যাধি গ্রস্থ পাপিষ্ঠ সত্যশরৎ, আর আমার বাক্ষণী মায়ের চক্রে সেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান দেবতা সেই দয়ার সাগর-প্রীতির ভাণ্ডার—বিবেকের শুভ্র মূর্ত্তি সেই নররূপী দেবতা সেনাপতি পুরঞ্জয়সিংহকে বাক্ষ আমাদের সেই স্নেহময়ী জননী—সেই জগতের আদর্শ সতী রাজরাজেশ্বরী বড মা, পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, নির্ব্বাসিতা। পিতাও সংসারে বিতশ্রদ্ধ হয়ে রাত্রি মধ্যে কোথায় চলে গিয়েছেন ভাই রে তোর অভাবে—পিতার অভাবে আর সেই চন্দ্রকুলের কুললক্ষ্মী ছোট মার অভাবে সব শূন্য হয়েছে। সন্দার সুষমাময়ী অমরাবতী আজ পুতিগন্ধময় নরকের মূর্ত্তি ধারণ করেছে কি বলব ভাইরে সব শূন্য হয়েছে ভাই সব শূন্য হয়েছে. অদূরদর্শী ভ্রান্ত পিতা হতে আজ অঙ্গরাজ্য সর্ব্বনাশগ্রস্ত হয়েছে

সুধির —ওকি দাদা তুমি কাঁদছ? ছিঃ দাদা! সকলের সব দিন কি সমান যায়? একদিন রাজা, একদিন ভিখারী এত অনেকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে, আমাদের মাতা পুত্রের কপালে বিধাতা যা লিখেছেন, আমরা পূর্ব্বজন্মে যেমন কর্ম্মফল সঞ্চয় করেছি এ জন্মে তাই ভোগ ক'রছি আমাদের কপালে বনবাস তবুও ভাল,

আমাকে পিতৃ ত্যজ্য—মা হারা হ’য়ে বনে বনে কাঁদ্‌তে হবে সেই রাজরাজেশ্বরী মাকে আমার পতিপুত্রহারা হ’য়ে বনবাসিনী হ’তে হবে, এ সব চিত্র ত পূর্ব্বেই বিধাতা অদৃষ্টপটে চিত্রিত করে রেখেছেন মন্ত্রীর, কি বড় দোষ কুটিল চক্রান্ত কেবল উপলক্ষ মাত্র মাকে দুর্ব্বাক্য বলেছেন ক্রোধে আত্মহারা হ’য়ে সেই পরম দেবতা পিতাকে দুর্ব্বাক্য ব’লে কেন দাদা দুঃখের ভাগী হও। দাদাগো কারও দোষ নাই সবই আপন আপন কর্ম্মফল।

অবির। সুধির। চল ভাই গৃহে যাই আর পিতাকে দুর্ব্বাক্য ব’ল্‌ব না—চল ঐ দিবদাসকে সঙ্গে করে পিতা মাতার অন্বেষণে যাই তবে এজগতে আর আমাদের আমার বল্‌তে কেউ নাই পিতা ত্যাগ করে গিয়েছেন, চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মহাবীর সেনাপতি মহাত্মা মন্ত্রীর চক্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ’য়ে কারাগৃহে বাস ক’র্‌ছেন। সৈন্য-সামন্ত সব সেই ধূর্ত্ত সঞ্জয়কেতুর আজ্ঞাধীন হ’য়েছে, রাজপুরী—সাধের সুবর্ণনগরী আজ শত্রুপুরীতে পরিণত হ’য়েছে, এখন আত্মীয় বল—বন্ধু বল সহায় বল—একমাত্র কেবল ঐ দেব হৃদয় দিবদাস। চল ভাই দিবদাস। আজ সুধিরকে পেয়েছি। আমার মৃত দেহে পূর্ণ শক্তি সঞ্চার হয়েছে চল আজ পাপিষ্ঠ মন্ত্রী—স্বার্থলোলুপ সঞ্জয়কেতুকে অঙ্গরাজ্য হ’তে দূরীভূত করে—সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহকে কারামুক্ত ক’রে—পিতাকে সিংহাসনে বসিয়ে জীবন স্বার্থক করিগে! ভাইরে! পিতার বড় সাধ ছিল, তোমাকে কর্ণাট রাজ্যে রাজা ক’র্‌বেন, পিতা কতদিন বলেছিলেন যে দিন সুধিরকে কর্ণাট সিংহাসনে রাজা করতে পার্‌ব সেইদিন আমার আশা পূর্ণ হবে—সেই দিন আমার সংসার তৃষ্ণার শান্তি হবে

সুধির—কেন দাদা আর আমাকে গৃহে যেতে ব’ল্‌ছ? গৃহে আর আমার কে আছে যখন মাকে হারিয়েছি তখন আমি সবই হারিয়েছি আর আমার রত্ন ধনে সাধ নাই—সম্পদে শান্তি নাই।

এখন সাধ কেবল হরি সাধনে—আশা সেই হরি ধনে—তৃপ্তি নাম কীর্ত্তনে—শান্তি হরি ধ্যানে অন্য ধনে আমার কাজকি দাদা! তুমি অঙ্গরাজ্যে যাও, পিতাকে রাজা করগে, কিম্বা পিতৃদত্ত রাজ্যে রাজা হ'য়ে প্রজা পালন করগে পিতা আমাকে যে রাজ্য দিয়েছেন সেই আমার সুখের রাজ্য—সেই আমার শান্তি নিকেতন এখানে আমার কিসের অভাব দাদা!

অধির।—অঙ্গরাজ্য যদি দিয়েছেন মোরে
তোর্ রাজ্য তবে কোথা?

সুধির।—এই বন রাজ্য আমার লাগিয়ে
ধার্য্য ক'রেছেন পিতা!

অধির—বনরাজ্যে তোর্ কই প্রজাগণ,
কৈরে সুধির রাজ সিংহাসন?
কৈ পাত্রমিত্র কৈ প্রজাগণ!
বল্‌রে সুধির. বল্‌রে ত্বরা!

সুধির।—ঐ বন পশু মম প্রজাগণ,
ঐ তরুতল রাজ সিংহাসন!
ঐ বৃক্ষ-পত্র ছত্র সুশোভন
পাত্র মিত্র মোর ঋষি বালকেরা!

অধির।—অঙ্গরাজ্যে ভাই ছিলিরে যখন,
শিখাত সংগীত সুগায়কগণ,
সুনর্ত্তকে কত শিখাত নর্ত্তন,
সে সকল কে শিখায় হেথা,

সুধির।—ময়ূর ময়ূরী শিখায় নর্ত্তন,
শিখায় সংগীত বিহঙ্গমগণ,
সে বিহগ তানে হইয়ে মগন,
গাই হরিগুণ মধুর গাথা।

অধির —হেলিবার সাথি কেবা হয় হেতা,
কে হয় সুহৃদ্ কেবা ভগি ভ্রাতা।
কে হয় এখানে স্নেহময়ী মাত,
পিতার স্নেহ পাস্‌বে কে থা।

সুধির —হেলিবার সাথি মৃগশিশু হেথা,
ভাই ভগি মোর বন তরুলতা।
পিত মনে হ'লে, কাতরে ডাকিলে,
বিপদে রাখেন জগত পিতা॥
শান্তি নিকেতন, পেয়েছি এখন,
আর আমি গৃহে যাবনা দাদা।

অধির হাঁরে সুধির! একি কথা ভাই সত্যই কি আর গৃহে যাবিনে আমি কি এই জন্য—এই নিষ্ঠুর উত্তর শুন্‌বার জন্য তোর কাছে বনে এসেছিলাম. হাঁরে তুই যে এখনি বল্‌লি, পিতৃকার্য্য সাধনই পুত্র জীবনের একমাত্র মহা ব্রত তবে তার কার্য্য কি করছিস্ ভাই. যদি পিতার কার্য্যে জীবনোৎসর্গ না কর্‌লি—যদি সেই চন্দ্রকুলের কুলদেবী, সতীর প্রতিমা, স্নেহময়ী ছোটমার দুঃখ দূর না কর্‌লি তবে আর এ পুত্রজন্মের সার্থকতা কি কর্‌লি ভাই! হারে এই কি তোর মাতা-পিতৃ ভক্তি এই কি তোর হরি সাধনের অভিভূত অনুষ্ঠান সুধির কথা রাখ্ ভাই। চল্ গৃহে চল্ ওরে আর না. মহারাজ সুবর্ণের সিংহাসন আজ বিশ্বাস ঘাতক পিশাচ মন্ত্রীর অধিকৃত সিংহের রাজাসন উচ্চ শৈল শৃঙ্গ আজ ধূর্ত্ত শৃগালে অধিকার ক'রেছে অগ্নীহোত্রের পবিত্র যজ্ঞ বেদীর আচার্য্য পদে চণ্ডাল ব্রতী হয়েছে আর সহ্য হয় না—আয়। অভিমান ভুলে আমার সঙ্গে আয়—পিতৃসিংহাসন নিষ্কণ্টক করি মধ্যাহ্ণ সূর্য্যকে রাহু চণ্ডালের মুখ হ'তে মুক্ত কর্‌বার জন্য মহাপুরশ্চারণে ব্রতী হই! ভাই সুধির! প্রাণাধিক. আমার কথা

রাখ্ অভিমান ত্যাগ কর্। ওরে যে সুধিরকে একদণ্ড চ'ক্ষের অন্তরাল কর্‌লে সংসার শূন্যময় দেখি, হৃদয় অন্ধকারময় হয়, সেই সুধির—সেই জীবনসর্ব্বস্ব ধন ভাই আমার বনবাসী—সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ কর্‌বে, তরুতলে বাস ক'রে বনফলে জীবনধারণ কর্‌বে, আর আমি রাজভোগে পাপ উদর পূর্ণ কর্‌ব রাজ বসন ভূষণে এই ভ্রাতৃ বিরহ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ের শোভা বর্দ্ধন কর্‌ব? ওরে তা পার্‌ব না আর গৃহে যাব না স্বজন বন্ধু সব বিস্মরণ হব। আর অঙ্গরাজ্যের প্রতি ফিরে চাইব না, পিতৃ শত্রু—পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর প্রভুদ্রোহিতা পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ব্রতের সংকল্প ত্যাগ কর্‌ব, বীর-ব্রত ভুলে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ কর্‌ব। এই রাজ-পরিচ্ছদ ত্যাগ কর্‌লাম। কাজকি আমার রাজ্য সম্পদে! তোকে ছেড়ে যে ভাই আমার স্বর্গেও সুখ নাই, পিতা সন্ন্যাসী হ'য়েছেন—ভাই সন্ন্যাসী হ'য়েছে, এই আমিও সন্ন্যাসী সাজি।

(পরিচ্ছদ ত্যাগোদ্যত)

সুধির।—(পরিচ্ছদ ত্যাগে বিরত করিয়া) কেন দাদা তুমি পরিচ্ছদ ত্যাগ কর্‌বে কেন তুমি সন্ন্যাসী সাজ্‌বে, তোমার প্রধান লক্ষ্য অতি উচ্চ. সন্ন্যাস-ব্রত ত তোমার জীবনের লক্ষ্য নয়, হরি জগত পালক, রাজাও বহু পালক আত্মায় ভগবানের অংশ অধিক পরিমাণে না থাক্‌লে রাজ্য পায় না, তুমি হরির কার্য্য কর্‌তে এসেছ। দেশে যাও, পিতৃ শত্রু দমন ক'রে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করগে, সাধ ক'রে সন্ন্যাসী সাজ্‌তে নাই হরি যখন সাজা-বেন তখন আপনিই সাজ্‌তে হবে; সিংহাসন আর ছত্রদণ্ড-তৃণাশন আর দণ্ড কমণ্ডলু, দুইটীই জীবনের ভাগ্যপটে পাশা পাশি ভাবে অবস্থিত। কার্য্য অনুসারে দুইটীই সুলভ। চেষ্টা কর্‌তে হয় না. সবাই আপন আপন কার্য্যের ফলভোগী, কার্য্য ফল ভোগ কর্‌তেই জীবের কার্য্যক্ষেত্রে আসা, কার্য্যবশে এসেই তোমায়

আমায় ক্ষণকালের জন্য মিলন। নৈলে তুমিই বা কে—আমিই বা কে? তুমি আমার দাদা ছিলেনা, আমিও তোমার ভাই ছিলাম না কোথায় ছিলাম, কোথায় এসেছি আবার দুদিন পরে কে কোথায় চলে যাব স্রোতের তৃণ, ভেসে এসে তোমায় আমায় যোগ হয়েছি তুমি দাদা—আমি ভাই হয়েছি। আবার ভাস্‌তে ভাস্‌তে গিয়ে কোন তৃণের সঙ্গে যোগ হব—এবার তোমার ভাই হ'য়েছি, আবার কার ভাই হব -কোথায় ছিলাম--কোথায় যাব, তার নিরূপণ কি আছে দাদা! সংসারে আপন পর কে কার দাদা.

(গীত)

কেবা কার পর কে কার আপন
কাল শয্যা পরে, মোহ তন্দ্রাঘোরে,
দেখে পরস্পরে—অসার আশার স্বপন
আসা যাওয়া জীবের স্বকর্ম্মের গতিকে, কে রোধিবে, সেই আবর্ত্ত গতিকে,
যাতায়াতের পথে কার বা সাথিকে
পথিকে পথিকে পথের আলাপন॥
স্রোতের তৃণ সম ভাসিয়ে ভাসিয়ে, তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে,
আবার কাল স্রোতে, ভাসিতে ভাসিতে,
(কোথায় চলে যাব)(স্রোতের টানে ভেসে ভেসে) (কালস্রোতের টানে ভেসে)
এক তৃণ ছেড়ে, অন্য তৃণ ধরে,
অনন্তসাগরে মিশিব
এবার হয়েছি ভাই তব, আবার কার ভাই হব,
কোথা চলে যাব কি আছে নিরূপন

অধির।—সুধির ভাই। হাবে তুই কি আমাদের সেই সুধির! তোর্ হৃদয়ে এ শক্তি সঞ্চার কে কবে দিলে ভাই। এ তত্ত্বজ্ঞান তোকে কে শিখালে সুধির। ছোট মা তোকে হরিনাম

শিখিয়েছেন, তুইও হরিকে ডাকতে শিখেছিস, তাই ভক্ত বালকের হৃদয়ে সেই ভক্ত পালক, এত সহজ্ঞানের সঞ্চার করে দিয়েছেন আর তোকে হরি ভক্ত দেখে সেই বৈকুণ্ঠবাসিনী হরি বিলাসিনী বাণী এসে তোর কণ্ঠে অধিষ্ঠান হয়েছেন, বুঝলাম আর তুই গৃহে যাবিনে, পিতা যে বলেছিলেন সুধির সংসারি হবেনা পিতার সে অনুমান আজ সত্যে পরিণত হল, আয়রে প্রেমিক পাগল—বালক বিরাগী আয় আমার কোলে আয়! আয় ভাই! আয় রে হরিদাস আয় দাদা ব'লে আমার কোলে আয়! আজ হরিসাধকের দেহ স্পর্শে ধন্য হই.

(পরস্পর আলিঙ্গন ও পশ্চাৎ হইতে দ্রুতপদে সৈনিকদ্বয় সহ সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ)

সঞ্জয়কেতু —(নেপথ্য হইতে) বেঁধে ফেল, ক্ষিপ্র হস্তে শীঘ্র—

প্রথম সৈনিক। বেঁধে ফেল! বেঁধে ফেল আমি হাত দুটি পেছন দিক মুচ্‌ড়ে ধরি

দ্বিতীয় সৈনিক।—ধর্‌ ধর্‌! আমি শেকল লাগাই—খুব সাবধান!

প্রথম সৈনিক।—(পশ্চাৎ হইতে অধিরের হস্তদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক) ধরেছি ধরেছি বাঁধ্‌ খুব ক্ষিপ্র হস্তে

অধির —সাবধান পাপিষ্ঠ! যে হস্ত্‌ কর পরিত্যাগ কর কি বাঁধ্‌বি! তবে রে পিশাচ (পদাঘাতে ভূমে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) ও চিনেছি (বক্ষে অসি বিদ্ধ করিয়া) যাও পাপি সহা নরকে গিয়ে প্রভুদ্রোহিতার ফল ভোগ করগে।

প্রথম সৈনিক —উঃ প্রাণ যায়. অধর্ম্ম—ঘো র অধর্ম্ম প্রতিফল মহানরক! উঃ তৃষ্ণা! জ ল আঃ

(পার্শ পরিবর্ত্তন ও মৃত্যু)

অধিব যা অকৃতজ্ঞ নরাধম অনন্ত নরকে গিয়ে পুরিষ মূত্রে প্রেতাত্মার মহাতৃষ্ণা শান্তি করগে

দ্বিতীয় সৈনিক সেনাপতি সঞ্জয়কেতুর আদেশ—বিনা বাক্য ব্যয়ে বন্ধন স্বীকার কর ।

অধিব দেখ্। এই দেখ্বে চণ্ডালের দাস সিংহ শিশু কেমন কাব, অধম শৃগালের নিকট আত্ম সমর্পণ করে

(অসিপ্রহার ও পশ্চাৎ হইতে সঞ্জয়কেতু কর্ত্তৃক দ্বিতীয় আঘাতে অস্ত্র ব্যর্থ)

সঞ্জয়কেতু। সাবধান। অধিব!

অধিব সঞ্জয়কেতু বিশ্বাসঘাতক. এখনও সাধ মেটে নাই, কুট কৌশলে—ভ্রান্তিচক্রে ফেলে, তেমন দেবত্মা পিতাকে রাজ্য-চ্যুত ক'রে—চিরআরাধ্য দেবতা মূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়ে, পিশাচের পূজায় জীবন উৎসর্গ করেছিস্ তোর্ অস্ত্র গুরু, মহাবীর পুরঞ্জয়কে কৌশলে কারারুদ্ধ ক'রে গুরুদ্রোহিতা পাপের জ্বলন্ত চিত্র অঙ্কিত ক'রেছিস্, তবু কি পাষণ্ড তোর্ পাপ বাসনা পূর্ণ হয় নাই, তবে দেখ—দেখ্বে চণ্ডালাধম তোর্ পাপ জীবনের— তোর্ চণ্ডাল দাসত্বে বিক্রীত জীবনের পরিণাম দেখ।

(অসি নিষ্কাষণ)

সঞ্জয়কেতু।—(কোষ হইতে অসি অর্দ্ধ নিষ্কাষণ পূর্ব্বক) অধিব। পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ করো. আর তুমি বহুসৈনিক পরিরক্ষিত রাজকুমার নও, আমিও আর তোমার আজ্ঞাধীন ভৃত্য নই। এখন আপনাকে নিরাশ্রয়, আর আমাকে তোমার প্রবল শত্রু জেনে নিজের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে, স্থির হ'য়ে বিবেচনা পূর্ব্বক বাক্যপ্রয়োগ করো!

অধিব —আমি পূর্ব্বসংস্কার ত্যাগ ক'রে আপনাকে নিরা-শ্রয় জেনে, আর তোর্ মত প্রভুদ্রোহী কোটী কোটী নরকের

কীটকে আমার সম্পূর্ণ শত্রু জেনে, স্থির হ'য়ে অচল অটলভাবে, বাক্‌যন্ত্রকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'রে সগর্ব্বে ব'ল্‌ছি অম্লানমুখে — অসংকোচে ব'ল্‌ছি। তোর্ মত বিশ্বাসঘাতক নরাধম পশুর মস্তকে শত সহস্র পদাঘাত করি তুই সসৈন্যে সজ্জিত, রাজ-শক্তিতে বলবান, আর আমি শক্তি হীন অসহায় তথাপি যে চণ্ডাল-সেবক অকৃতজ্ঞ পিশাচ আমি নির্ভীক হৃদয়ে ব'ল্‌ছি, যদি আমার বা ঐ নিষ্পাপ শিশু সুবিবের অঙ্গ স্পর্শে অগ্রসর হ'স্, তাহ'লে এখনি দেখ্‌বি—এই জগতশুদ্ধ দেখ্‌বে, সেই মুহুর্ত্তে তোর্ ঐ পাপমুণ্ড—প্রতিপালকদ্রোহি পিশাচ মন্ত্রীর—সেই চণ্ডা-লের, পদ রজ স্পৃশ্য পাপ মস্তক, এই বনভূমিতে শৃগাল কুক্কুরের ক্রীড়া-কন্দুকরূপে লুণ্ঠিত হয় কিনা ?

সঞ্জয়কেতু।—তবে আত্মরক্ষা কর। (অস্ত্র প্রহার)

অধির।—তোর্ মত চণ্ডাল-সেবক, পশুর পাশব শক্তি ব্যর্থ ক'র্‌বার বল এখনো অধিরের বামহস্তে আছে, এই ক্ষুদ্র বালকের বল পরীক্ষা কর্। (অস্ত্র ব্যর্থকরণ)

সঞ্জয়কেতু —এইবার সাবধান (অসি প্রহার)

অধির।—তোর্ অন্তিম জীবনকে লক্ষ্য ক'রে পরকালের জন্য সাবধান হ'তে বল্ (অস্ত্র ব্যর্থ করণ ও অসিপতন)

সঞ্জয়কেতু —এ কার অন্তিম জীবনের নিদর্শন।

অধির —কেন অসি ভঙ্গ হয়েছে ব'লে ? এখনো পদাঘাতে তোর্ মত পশু বধের বল অধিরের অঙ্গে যথেষ্ট আছে, দূর হ অস্পৃশ্য চণ্ডাল (পদাঘাতে সৈনিককে ভূতলশায়ী করিয়া) ঐ যে মৃত সৈনিকের অসিকোষে অসিবদ্ধ রয়েছে ঐ অসি গ্রহণ করি (দ্রুতপদে সৈনিকের অসি কোষ হইতে অসি গ্রহণ)

সঞ্জয়কেতু।—ও সামান্য সৈনিকের দুর্ব্বল অসি সঞ্জয়কেতুর অসির বল সহ্য কর্‌তে পার্‌বেনা।

অধির।—পারে কিনা দেখবে বীরাভিমানি শৃগাল! (অসি প্রহার, উভয়ের যুদ্ধ ও সঞ্জয়কেতুর অসিভঙ্গ) ধিক সঞ্জয়কেতু! ধিক রে পশু ধিক তোকে তুই সেই সঞ্জয়কেতু! মহাবীর পুরঞ্জয় সিংহের অস্ত্র শিষ্য দেখ দেখি চণ্ডালাধম! কি ছিলি কি হয়েছিস্ দেখ দেখি, সিংহের শোনিতে শৃগালের সত্ত্বা প্রবেশ করেছে কিনা? দেখ দেখি নীচসেবার পরিণাম কি. ভয় নাই, তোর অসি ভঙ্গ হয়েছে, আর তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করবনা, চৈত্রবংশে এখনও তেমন কাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে নাই! তুই ও নিরস্ত্র—আমিও অস্ত্র ত্যাগ করলাম, ইচ্ছা থাকে আয় বাহুযুদ্ধেও অসম্মত নই!

সঞ্জয়কেতু —অধির আত্মগর্ব্বে অধীর হয়ে, অধিক দুরাশা করোনা. আজ তোমার শেষ দিন। আজ পশুবৎ তোমার জীবন বধ করব।

অধির।—কি বল্লিরে সঞ্জয়কেতু পিশাচ আমাকে পশুবৎ বিনাশ করবি? তবে দেখ—আজ একটী মহাপাপীর পাপভার বহন হ'তে ধরিত্রীকে চির অবসর দিতে পারি কিনা? (বেগে গমন ও উভয়ের মল্ল যুদ্ধ করিতে করিতে সঞ্জয়কেতুর নিম্নে পতন) অস্ত্র যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয় জীবনের স্বর্গীয় পরিণাম, তোর মত মহা-পাপীর ভাগ্যে সে স্বর্গীয় মৃত্যু ঘটবে কেন? যাও নীচ যুদ্ধে মরে অনন্ত নরকে যাও—

সঞ্জয়কেতু —কে আছ—রক্ষা কর—প্রাণ যায়

(বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সন্ন্যাসীবেশী মন্ত্রী কর্ত্তৃক অধিরের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া বাণ নিক্ষেপ)

অধির —(শোণিতশিক্ত বক্ষে) ওঃ কেরে. কোন্ পাপিষ্ঠ! অকৃতজ্ঞ গুরুদ্রোহী—প্রতিপালক দ্রোহী সঞ্জয়কেতু হতে—পাপের জ্বলন্তমূর্ত্তি কুচক্রী মন্ত্রী হতেও মহাশত্রু কে ছিলি রে.

যে এমনধারা গুপ্ত অস্ত্রে আমার প্রাণ বিনাশ কল্লি! ও কে? বৃক্ষের অন্তরালে ধনুর্ত্তূণির ধারী সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী!—সাধু—সর্ব্বদর্শীন্ ইষ্টদেব! আপনি আপনি আমার সর্ব্বনাশ কল্লেন! আপনিই আমাকে সংসারের সকল সাধ অপূর্ণ থাক্‌তেই এই কিশোর জীবনে সংসারের লীলা খেলা হ'তে অবসৃত কল্লেন! ওঃ—পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাপ. সুধির ভাই! হ'লো—সব আশার—সব ভরসার শেষ হল! আর পিতার অন্বেষণ করা হলনা, আর সে রাজরাজেশ্বরী পুণ্য প্রতিমা ছোট-মার চরণ দর্শন এ কপালে ঘট্‌লনা, দুরাত্ম বিশ্বাস ঘাতক মন্ত্রীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখে যেতে পেলাম না, আজ বড় সাধের অঙ্গরাজ্য পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর হস্তে দিয়ে চল্লাম! দেবমন্দিরে চণ্ডালের ক্রীড়াভূমি—নন্দনবনে আজ পিশাচের নাট্যশালা দেখে চল্লাম. ভাই সুধির একটী কথা—তোর দাদার একটী শেষ কথা রক্ষা করিস্! তবে তাতে তোর্ হরিসাধন ব্রত ভঙ্গ হবেনা, তোর্ হরিসাধন ব্রতের সঙ্গে পিতামাতার অন্বেষণ ক'রে পিতৃ মাতৃ সেবা রূপ মানব জীবনের মহাব্রত রক্ষা করিস্। ছোট মাকে—সেই স্নেহময়ী—দয়াময়ী—করুণা-ময়ী—মাকে আমার প্রণাম—আমার শেষ প্রণাম জানাস্ তিনি যেন তোদের প্রেমেবাঁধা সেই রাধাকৃষ্ণের কাছে আমার প্রেতাত্মার মুক্তিকামনা করেন। ভাই রে! মল্লযুদ্ধে নয়—অস্ত্রযুদ্ধে নয় সম্মুখ সংগ্রামে নয়! গুপ্তশত্রুর গুপ্তঅস্ত্রে মলাম, সুধির! প্রেতাত্মার সদ্গতি করিস্, হরি বোলাবে! তের হরির কাছে আমার সদ্গতি কামনা করিস্! পিতাকে আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে বলিস্, আর আমার জননী এই পাপ মাংসপিণ্ডের প্রসূতি—সেই স্বার্থ পিশাচী সপত্নী হিংসা কীট-কলুষিত হৃদয়, আমার রাক্ষসী মাকে বলিস. সে স ।

উদরে জন্মগ্রহণের ফল ফলেছে সেই ফলে তোমার পাপ পুত্র অবিরথ, বার্দ্ধক্যে ব্যাধিতে নয়, যৌবনে—যুদ্ধে নয়, গুপ্ত শত্রুর গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে কিশোর জীবনে সংসার লীলা হতে অবসর লয়েছে ; তিনি যেন আমার প্রেতাত্মার উদ্দেশে এই আশীর্ব্বাদ করেন, যেন আর তাঁর মত ডাকিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর্‌তে না হয় সুধির। ভাই মনে অনেক আশা—অনেক সাধ ছিল! সব ফুরাল আশার স্বপন ভেঙ্গে গেল! এ জন্মের লীলা খেলা—এই কিশোর জীবনেই সাঙ্গ হলো।—

গীত

এ জীবনের লীলা খেলা ফুরাল . (ভাইরে '—
আমার সংসারের সুখ-আশা তরু, দ্বিদল না হতে অঙ্কুরে শুকাল।
সাধ ছিল সুধির সুধির তোদের গুণের ধার রে—
এ জীবনে হলনা ভাই, সে ধার শোধ আর রে,
(শোধ আর হলনা হলনা) তোদের গুণের ধার)
(ঋণী রইলাম সুধির) (এ জীবনে তোদের ঋণে) আমার সব আশা মিশাল মনে,
ভাইরে বনের কুসুম সম বনেতে শুকাল।
তোর সনে মিলিবার আশে এসেছিলাম বনে
জীবনের শেষ, মিলনের শেষ, জানি নাইরে মনে ,
(তা—ত জানি নাই জানি নাই) এই বনে জীবনের শেষ (সব ফুরায়ে গেল)
(ভাইরে—সব ফুরায়ে গেল) (এ জীবনের লীলা খেলা)
দেখিতে দেখিতে, পড়িবে আখিতে,
মরণ কালিমা রেখা।
জনমের শোধ, ঋণ পরিশোধ,
এই দেখা শেষ দেখা
(এই ত শেষ দেখা ভাই) (ভাইরে তোর্ সনে—এই ত শেষ দেখা ভাই)
কিশোর জীবনে, সংসারের সনে,
সম্বন্ধ ফুরায়ে গেল,

একবার এসে কোলে, ভাইরে প্রাণ খুলে,
হরি হরি হরি বল,
(একবার ডাক্ এসময়) (ওরে হরি বোলা তোর্ হরি ধনে)
আর বিলম্ব নাই, চলিলাম ভাই,
আমার অন্তিম সময় একবার হরি হরি বলো,
(প্রাণের হরি বোলাবে) –

সুধির ।—হরি ! হরি ! আর কত দেখ্‌ব ! হা সংসার-নরকের বিষয় কীট স্বার্থ লোলুপ মন্ত্রী তুমি এ সর্ব্বনাশের মূল ! সঞ্জয়কেতু ! কি কর্‌লে ভাই কি স্বার্থের জন্য এ সর্ব্বনাশ কল্লে ! এ সুখ সম্পদ ক দিনের জন্য ভাই .

সঞ্জয়কেতু (স্বগত) আহা ! হরি সাধক সংসার বিষয় বিরাগী সুকুমার রাজকুমারের কি সবল হৃদয় . (প্রকাশ্যে) অধির ! সহস্র আততায়ী হই—সহস্র শত্রু হই—তথাপি একদিন তোমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত হয়েছি, একদিন তুমি আমার প্রভু পুত্র ছিলে ! তোমার যাতনা—এ অন্তিম যাতনা আর দেখ্‌তে পারিনে, এস তোমার অন্তিমের উপকার করি—এস তোমার বক্ষস্থ আমূল বিদ্ধ বাণ উৎপাটন করে দেই (বাণ উৎপাটনে উদ্যত)—

অধির ।—সাবধান পিশাচ ! আমার দেহ স্পর্শ করিস্‌নে ! দাদা দিবদাস ! আমার অন্তিম জীবনের ?হায় সবল প্রা? দিবদাস ! কৈ তুমি দাদা ! আমার কাছে এস ! উঃ—বড় যাতনা—বড় পিপাসা কৈ এলেনা দাদা তুমিও অসময়ে ফাঁকি দিলে—হায়রে অন্তিম সময় আপনার বল্‌তে কেউ থাক্‌লনা !

সুধির ।—আপনার বল্‌তে কেউ নাই কেন দাদা যে চির-দিন আপনার থাক্‌বে—চিরদিন সঙ্গের সঙ্গি হ'বে, যখন কেউ থাক্‌বে না, তখন যে আপনার হ'য়ে বন্ধুর কাজ কর্‌বে, সেই দীনবন্ধুকে ডাক ! তাঁকে ভাল বাসতে শেখ, জগতে আপনার জন

যে তাকে চেন আগে তুমি তাঁর আপনার হও, তারপর দেখ একটী দিনের জন্যও তিনি তোমা ছাড়া হবেন না! সংসারে মাতা, পিতা, বন্ধু, ভ্রাতা, কদিনের জন্য দাদা. এসব ভুলে যাও—এস আমি বাণ তুলে দিই

অধির সুধির জানি ভাই সব জানি কেউ কারু নয়, এ সব মায়ার খেলা, তাও জানি. এখনি জীবনের শেষ হবে—এখনি অন্তিম পলকের সঙ্গে—শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সব ভুলতে হবে, তাও জানি। কিন্তু সুধির. তোকে ভুলতে হবে, এ স্মরণ যাতনা যে, মরণ যাতনা হ'তেও বেশী! আর একটী যাতনা—পিতৃ শত্রু জীবিত থাকল উঃ বড় রক্তস্রাব হ'চ্চে—

সুধির—এই যে দাদা বাণ তুলেছি,—

অধির—সুধির! প্রাণের ভাই বড় পিপাসা একটু জল।—

সঞ্জয়কেতু—আমি জল আনছি

অধির—মৃত্যুকালে চণ্ডালের স্পর্শিত জল স্পর্শ করব না। সুধির তুমি (অর্দ্ধ শায়ীত ভাবে পতন)

সুধির—দাদা একটু অপেক্ষা কর! একটু স্থির হও! আমি জল আনছি

[প্রস্থান

সঞ্জয়কেতু। (জনান্তিকে মন্ত্রীর প্রতি) একবারে এ সর্ব্বনাশ কেন করলেন! বন্দী করায় কি স্বার্থ সিদ্ধি হ'তনা।

সন্ন্যাসী:—স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়: তোমার জীবন রক্ষার জন্য

অধির—ওকে কার কণ্ঠস্বর ওঃ চিনেছি, নারকীর কণ্ঠস্বরেই চিনেছি সন্ন্যাসীরূপী তুমি মন্ত্রী স্বর্গের আবরণে আবরিত মহা নরকের মূর্ত্তি—তুমি মন্ত্রী মন্ত্রী—তোমার পাপার্জ্জিত রাজ্যের ভবিষ্য বিপদ-পথ নিষ্কণ্টক করলে. রাজ্য নিয়েছ—

রাজরাজেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী পিতাকে কপট চক্রে রাজ্য ত্যাগী ক'রেছ, রাজলক্ষ্মীকে নির্ব্বাসিতা করেছ, সোনার রাজ্য শ্মশান করেছ; তথাপি মন্ত্রি, তোমার পাপাশা পূর্ণ হয় নাই আমি ইহলোক হ'তে অবসর হ'লে তোমার সাধের রাজ্য নিঃশল্য হবে তা মনে ক'রনা যখন পিতা সেই জগদেক মহারথি মহারাজ সুরথ শুন্‌বেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিরথ পাপাশয় মন্ত্রীর গুপ্ত অস্ত্রে হত হ'য়েছে। ঘৃণিত অধম পশু শৃগালের গুপ্ত দংশন বিষে সিংহ শিশু প্রাণত্যাগ করেছে। তখন তোমার ঐ ঘৃণিত জীবনের পরিণাম কি নরকময় হবে তা তখন দেখ্‌তে পাবে—জগতের লোকে দেখ্‌বে হাঃ পাপিষ্ঠ! একদিন কি আমার পিতা তোর প্রভু ছিলেন না, একদিন কি তোর ও পাপ মস্তক তাঁর সিংহাসন তলে নত হয় নি, একদিন কি তাঁর অন্নে ও পাপ উদর পূর্ণ করিস্‌নি! একদিন কি আমি তোর প্রভু পুত্র ছিলেম না? যদি ধর্ম্ম থাকেন, যদি বিশ্বাসঘাতক প্রভুদ্রোহীর পাপের দণ্ড কিছু থাকে, তাহ'লে আমার এই অন্তিম জীবনের শেষঅভিশাপ ফলবেই ফল্‌বে, তুই যেমন নিষ্ঠুর ব্যাধের ন্যায় গুপ্ত অস্ত্রে আমাকে বিনাশ কর্‌লি তেমনি তোকেও একদিন সেই মহারাজ সুরথের ঘাতকের হস্তে পশুবৎ প্রাণ দিতে হবে! আর কি বল্‌ব! অনেক কথা—উঃ—পিতা! আর দেখা হ'লনা অন্তিম বিদায়—শেষ ভিক্ষা! ক্ষমা—ও—পিপাসা—জ ল রুধির—ভা ই (শয়ন)

মন্ত্রী —সঞ্জয়কেতু! আর না—স্বরাজ্যে যাত্রা কর! খুব সাবধান! বনের ঘটনা যেন রাজ্যে প্রচার না হয়!

সঞ্জয়কেতু —সন্ন্যাসীরূপী ছোট রাজ কুমারের দ্বারায় প্রকাশ হবে।

মন্ত্রী।—থাক্‌লে ত?

সঞ্জয়কেতু —বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

মন্ত্রী —বলি, ছোট রাজকুমার জীবিত থাক্‌লে ত ?

সঞ্জয়কেতু কি বল্‌লেন তাকেও এইভাবে বিনাশ কর্‌বেন না কি ?

মন্ত্রী —এভাবে নয় কর্ণাট রাজের প্রতিষ্ঠিত কিরাৎ রাজ্যের শ্মশান কালীকা মূর্ত্তির সম্মুখে

সঞ্জয়কেতু কিরূপে

মন্ত্রী।—তবে এ সন্ন্যাসী বেশ কি জন্য তোমাদিগে বন যাত্রায় আদেশ দিয়ে, কিছুদিন কর্ণাটের কিরাৎ প্রদেশের প্রান্ত-স্থিত মহ শ্মশানে, শ্মশান কালিকার মন্দিরে কাপালিক বেশে কাল যাপন ক'রে,তারপর যথা সময়ে তোমাদের সঙ্গে মিলিত হ'য়েছি ! আর সব পরে জান্‌বে, শুন্‌বে, দেখ্‌বে। এখন অঙ্গ রাজ্য অভি-মুখে যাত্রা কর

সঞ্জয়কেতু।—আপনি কোথায় যাবেন

মন্ত্রী —স্বকার্য্য সাধনে—আর কোথায় !

সঞ্জয়কেতু —এই সন্ন্যাসী বেশেই ?

মন্ত্রী।—যতদিন সঙ্কল্প সিদ্ধি না হবে, ততদিন নিত্য নূতন বেশ

সঞ্জয়কেতু —এমন দৃঢসঙ্কল্প কি ? রাজ্যলাভ্‌তা—ত হয়েছে !

মন্ত্রী।—সঞ্জয়কেতু ! রাজ্য লাভ। রাজ্য ত তোমার। আমার সঙ্কল্প * * * যাক পরে জান্‌তে পার্‌বে, এখন এ মৃত সৈনিকের দেহ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে প্রস্থান কর, খুব সাবধান !

সঞ্জয়কেতু।—মৃত রাজ কুমারের গতি।

মন্ত্রী (বিরক্ত ভাবে) গতি আবার কি ? ওটাকেও নদীগর্ভে ফেলে যাও শৃগাল কুক্কুরে খেয়ে ফেল্‌বে—মিটে যাবে !

(সৈনিক ও সঞ্জয়কেতু কর্ত্তৃক মৃত সৈনিকের ও অধিরের মৃত দেহ লইয়া প্রস্থান)

(সুখানি, মেদ্দা, নুনটু, ঝুনটু প্রভৃতি কিরাৎগণের প্রবেশ)

গীত ।

জয় জয় জয় কালী মায়ীকি জয়
অসুর মারা, খাঁড়া ধরা, কাঁকাল বেড়া ঘুন্টি ঘেরা,—
বেটী পায়ে দলে বর্কে   বেটার রা সরেনা ওপ্রে
ধিয়া ধিয়া নাচে বেটি যমকে দেখায় ভয়

সুখান্ ।—এ মেদ্দা ! শোঁশান্ বেটী সোঁপ্পন দিলেক্ বটে—গা ? শুনেঁক্‌রে নুনঠা ?

মেদ্দা —হাঁ হাঁ, সেঁ ওমাবঁস্‌ছা রাঁত-দোঁপরকে—পূজা খেঁলেক্—গোণ্ডা গোণ্ডা গোঁধা, ভঁইস্, বব৷ বলি নিলেক্ ! শেঁষে ঐ—ঐ আরে—ঐ—ডা আঃ ! আরে—সুখঁনা বলেক্‌না—কি নাম আছে ! আঃ ! আসে্ আসে্ আঁসেক্ না ।

সুখান ।—আরে—ঐ—আঃ ! আরে—এই—আঃ !—ঠোঁটকে আসে, মন্‌কে আসেক্ নাই আঃ .—

মেদ্দা ।—আরে—ঐ—হাঁ ঐ—কোপা—কোপা !

সুখান ।—হাঁ হাঁ কোপালিক—কোপালিক ! পেটকে আসে ঠোঁটকে আসেক না ?

মেদ্দা ।—ঐ কোপালিককে সোঁপ্পন দিলেক, ওঃ ! বুল্‌তে গাঁ কাটা মারেক্ !

নুনটে —সোঁপ্পন দিলেক্ কোপালিক্‌কে ? পূজা দিলেক্ রাজা ।

সুখান ।—কে পুঁজা দিলেক্ বটে ?

নুনটে —রাজা পুঁজ দিলেক্ ।

সুখান ।—কোঁপালিক্ পুঁজ দিলেক ।

নুনটে —কোঁপালিক্ ? কোপালিক্ ? রাজা পুঁজা দিলেক্ ! এ মেদ্দা বোলেক্ ত ?

মেদ্দা —হাঁ, পূঁজা দিলেক রাঁজা সঁপ্পন পেলে কোপালিক্।

মুনুটে —কি সোঁপ্পন দিলেক্ বটে ?

মেদ্দ -সেঁ আঁধারত্ত্বরারাত দোর্পরকে শোঁশান বেটীর পূঁজ উঃ ফের্ মোর গাঁটা কাঁটা মার্ছে (অঙ্গ দর্শায়ন) দেখেক্।

সুখান —হাঁ তো স'ব বলেক্। হাঁমাদেরও কাঁটা মার্বেক্, এই দেখেক্ না খাঁড়া দিতে লাগ্ছে গাঁ—

মেদ্দা —উঃ। শ্মঁশান বেটী ন্যাংটাবেটী—এক্ত এত গোধা এত্ত এত্ত ভঁইস্ কত্ত কত্ত ররা, গোণ্ডা গোণ্ডা সঁজাঁরু বলি খেলেক্, শেঁষে ঐ কোপালিকের মাথার শিঁযর উপর বসে শোঁপনে বল্যেক্ গোঁধাদে—ভইস্দে—ররাদে, ওতে মোর কিচ্ছুই হবেক্ নাই, রোগ না আছে বালাই না আছে। এমন গোটা রাঁজপুত্তুর বাল দে- তোর রাঁজ্যি অটুট্ থাক্বে, এ শ্মঁশান ছাড়া হবক্নি উঃ—ফের্ গাঁ কাঁটা মারে।

সকলে —হাঁ হঁ কাঁটা মারে দেখ্ সুখান, মোর কাঁটা মারে গাঁ ? বাপ কি সঁপ্পন শোঁশান বেটীর। তার পর বলেক্।

মেদ্দা।—তারপর নিখুঁত গোটা রাজপুত্তুর আঁধার রাৎকে বলি দেওয়া রাজার হুকুম। কোপালিক এই বনকে মোদের সাথে করে আনুলেক, রাজপুত্তুর দিবেক। এ বনকে রাজপুত্তুর মিলবে ? কৈ সেঁ কোপালিক ? চলেক্ ত—টুঁড়ি।

সুখান।—বনকে এসেঁছি ত সেঁ কোপালিককে টুঁড়ব এখন। এ বন্কে খুব শীঁকার আছে আয় গোটা শীকার করি, ভুট গোঁধা—ওঁধাঁ, খড়গোঁস্—অরগোস্ মারি—

সকলে — গীত।

চল শীকার করি, বনকে ফিরি,
ভুটা খড্গোস্ সজাক গোধা পক্ষী মারি।

ঝুন্টু।—আমি ডিগ্‌বাজী খেলি (তথাকরণ)

নুনটা —হামি সাত নলি চালি (তথাকরণ)

সুখান ই̐হামি লুফে লুফে পাকা মহুল পাবি (তথাকরণ)

মেদ্দা — ই̐হামি বাঁশকে জুড়ে কাঁড়, করি শীকার শীকার,

(তথাকরণ)

সকলে হৈ হৈ হৈ ডাগরা বলা, ছাড়্ কাঁড় হাড়্

(সকলে অস্ত্র নিক্ষেপ)

বা বা—বা বিঁধে কাঁড় পড়েছে বরা বলি হাবি

[দ্রুত প্রস্থান।

(পত্রপুটে জল লইয়া সুধিরের প্রবেশ)

সুধির —আমার জল নিয়ে আস্‌তে অনেক বিলম্ব হ'য়েছে, না জানি দাদা আমার পিপাসার যন্ত্রণায় কতই ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন দাদা, ওদাদা এই আমি তোমার জন্য পদ্মপত্র-পুটে নর্ম্মদার শীতল জল এনেছি কৈ দাদা কৈ তুমি! আমার বিলম্ব দেখে কি রাগ করে চলে গিয়েছ. না, আর ত দাদার চলে যাবার সামর্থ্য ছিল না তবে দাদা কোথা গেল, দুরাত্মা সঞ্জয়কেতু তোরাই আমার দাদার জীবনান্ত ক'রে, শেষে শব দেহটী পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিস্‌ দাদার মৃত দেহের গতি কর্‌তেও দিলিনে। হা হরি প্রাণান্তক যাতনায় দাদা আমার তোমায়, ডেকেছেন, তবে অনাথপালক। সে অনাথ বালককে একটীবার দেখা দিয়ে রক্ষা কল্লে না কেন? কেন হরি বালকের সঙ্গে এ বাদ সাধলে. দাদা! তুমি আমার অন্বেষণ জন্য বনে এসে প্রাণ দিলে আর আমি এমনি হতভাগ্য, যে প্রাণ ঘাতক যাতনায়—অন্তিম তৃষ্ণায় একবিন্দু শেষ তৃষ্ণার জল তোমার মুখে দিতে পাল্লেম না দাদা! তুমি কি এ পাপ ও পাষণ্ড, খল ও যন্ত্রণা-ময় হিংসাদ্বেষময় সংসার হ'তে চ'লে গিয়েছ তবে তোমার

তৃষ্ণার জল কাকে দেব দাদা! কিসে তোমার সে অন্তিম তৃষ্ণার শান্তি হবে শান্তিদাতা হরি তুমি ভিন্ন সে তৃষ্ণার শান্তি-দাতা কেউ নাই দাদা আমার বাণবিদ্ধ বক্ষে কেবল জল জল করে প্রাণত্যাগ করেছেন। জলদবরণ। তোমা ভিন্ন আর জল দিয়ে তাঁর সে তৃষ্ণা কে নিবারণ করবে. আমি শুনেছি—গুরুর মুখে, মায়ের মুখে শুনেছি "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট" তোমার তুষ্টিতে জগৎতুষ্ট, তোমার তৃপ্তিতে জগৎ তৃপ্ত তাই আমার দাদার উদ্দেশে আনিত জল গদাধর। তোমার উদ্দেশে অর্পণ করছি। দাদার আমার অন্তিম তৃষ্ণার জল, কৃষ্ণায় নমঃ বলে তোমাকে দিচ্ছি, তুমি যেন এই জলে তঁার প্রেতাত্মার তৃপ্তি করো আর কি বলব হরি এ তোমার কেমন লীলা. বালকের সঙ্গে কেন এত বিড়ম্বনা! ক্ষুদ্রমতি আমি—তা কি বুঝব হরি।—

গীত।

এ কেমন বিড়ম্বন, বল হে শ্রীহরি,
জানি হে দীনের সখা, তোমার কোমল হৃদয় ভক্তের প্রেমেমাখা,
ভক্তে ডাকলে হরি দাও হে দেখা,
তবে কেন এভাব দেখে আতঙ্কে শিহরি
তুমি যারে ফেলে পাকে, ঘুরাও হরি ঘোর বিপাকে,
তার প্রতি করে কৃপা কে
নৈলে কেন এ ভাবে, দাদার জীবন-দীপ বিধি নিভাবে,
ছুটাছুটি হল সার, দিতে পেলাম না জল পিপাসার,
(অন্তিম পিপাসার জল দিতে পেলেম না হরি)
(আমার চিরশেল রইল বুকে)
হলো দুর্দ্দশার শেষ জল অভাবে (ওহে জলদবরণ) এই করিলে হরি।)
তুমি তৃপ্ত হবি যায়, সবে তৃপ্ত সে পূজায়,
তব তৃপ্তে তৃপ্ত ত্রিসংসার, (হরিহে)—

শুনেছি মায়ের মুখে,　　স্বধু তুমি নও গোলোকে,
সর্ব্ব জীবে তোমারি পসার (হরি হে)
(ওহে জগদাত্ম রূপী হরি)
তাই এ তর্পণ বারি,　　দাদার উদ্দেশে হরি,
তোমারে অর্পিনু সারাৎসার (হরি হে)
এই জলে যেন তাঁর,　　তৃপ্তি হয় হে তাত্মার,
শান্তি হয় অন্তিম পিপাসার—(হরি হে)
(যেন সকল জ্বালা জুড়ায় হরি)
স্বধু শান্তি নয় পিপাসার,　　শেষ ক'রো সংসারে আসার,
অসার আশায় আসার কি স্থসার—
হরি এ ব্যবসার, এইত পসার, ক্রমেই ঋণের প্রসার হেরি।

(কিরাতগণের পুন প্রবেশ)

সুখান —না—না এটা রাজপুত্তুর না আছে।

সুনটী।—ঠিক—ঠিক ছোট জাত আছে, কাঁধে সুতা গোটা, ছোট জাত—ছোট জাত বামুন আছে?

মেঙ্গা।—আরে সুঁধান কর্‌। র র সবিয়ে যা। (সুধিরের গাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক) এ বাপুটী! তু কোন জাত্‌ আছে বলেক্‌ ত একাটী—একাটী ঘুরছিস্‌—এত কাদা ধুলাটী মাখ্‌ছিস্‌। আহাহাঃ—সত্তি কথাটি বলিস্‌

সুধির।—ওগো বল্‌ব, আমার পরিচয় সব সত্য করে—একটি একটী করে বল্‌ব, আগে তোমরা আমাকে একটী কথা বলে দাও, তোমরা এই বনে এত সব পশু পক্ষী শীকার করে বেড়াচ্ছ হয়ত সব বন পাতি পাতি করে শীকার অন্বেষণ করেছ,—

মেঙ্গা। হঁা হা মোরা সব বন ঢুঁড়্‌ছি তোর কি কথা আছে বটে, বলেক্‌ত?

সুধির —তোমরা কি আমার দাদাকে দেখেছ, ওগো বলে দাও—বলে দাও .

মেদ্দা —তোমার দাদা ? সে কেমনটী আছে ?

সুধির —আমা চেয়ে বড়, কাঁচা সোণার মত রং। পশ্চিম আকাশে রক্ত বর্ণ সূর্য্য যেমনধারা অস্ত যায়, সেই সোণার অঙ্গে রক্ত মেখে, সেই তধির সূর্য্য তেমনি করে অস্ত গিয়েছে। রাজ-পুত্র—অঙ্গেশ্বর মহারাজ সুরথের পুত্র, আজ অনাথের মত প্রাণ হারিয়েছে ; ওগো আমি যে মৃত্যুকালে দাদার মুখে একবিন্দু জল দিতেও পাই নাই।

মেদ্দা।—তুইার দাদা রাজপুত্তুরু আছে, তুইত তবে রাজ-পুত্তুরু আছিস্।

সুধির —ওগো আমিও রাজপুত্র—এখন দীন হীন পথের ভিকারী।

মেদ্দা।—কোন্ রাজার পুত্তুরু আছিস্ বটে !

সুধির —আমিও মহারাজ সুরথের পুত্র তোমরা বলনা আমার দাদাকে কি দেখেছ আমি যে দাদার জন্য জল আনতে গিয়েছিলাম জল নিয়ে এসে আর দাদাকে দেখ্তে পাচ্ছিনে।

মেদ্দা —হাঃ হাঃ হাঃ . ঠিক হইয়ে গিয়েছে . সে কোপালিক দেও—মানুষ ন আছে সে সব জান—দেও আছে, উঃ বি-রি বি গাঁটা সিউরে কাঁটা মারে

সুখান।—এ মেদ্দা ! এই টারে লেই বেঁধে ?

মেদ্দ।—হাঁ হাঁ লিয়ে চল্, বেঁধেলে, বল কালি মায়ি কি জয় !

সুধির —কোথায় যাব ?

মেদ্দা —শ্মশান মায়ীর কাছে! শোঁপন আছে! লে—রে সুখানি বেঁধেলে !

সুধির —হা হরি। এ আবার বিপদের উপর কি বিপদে

ফেল্‌লে, দয়াময় হরি! এই কি তোমার অনন্ত দয়ার পরিচয় যে সব ছেড়ে তোমার দয়ার ভিকারী হয়, তারি কি এই গতি কর! হরি রাজ পুত্র ছিলাম। মায়ের কথায় সব ছেড়ে—তোমার দয়ার ভিকারী হয়ে বনে এলেম! রাজ অট্টালিকা ছেড়ে—তরু তল সার কল্লেম, স্বজন বন্ধু সব হারিয়ে এক দাদা—যাঁর সুধির গত প্রাণ ছিল, তাকেও আজ কিশোর বয়সে সংসার হ'তে অবসর কল্লে, সে সুহৃদ—সে বন্ধুটীকেও কেড়ে নিলে। বিপন্নের সখা! পদে পদে বিপন্নই কর—বা প্রসন্নই হও, আমি আসন্ন কাল পর্য্যন্ত তোমার মধুর হরিনাম ভুল্‌বনা! তোমার নাম কর্‌তে কর্‌তে ব্যাধের হাতে প্রাণ দিতে চল্‌লাম দাদা আমার, বনে এসে অকালে প্রাণ হারালেন, আমার কপালেও তাই ঘটল! হতভাগ্য পুত্রজন্মগ্রহণ করে পিতা মাতার কার্য্য কিছুই করে যেতে পারলাম না. হরি আজ একা দাদার প্রেতাত্মার তর্পণ নয়. পিতা মাতা, বন্ধু ভ্রাতা, সকলের উদ্দেশেই তোমার প্রীত্যর্থে এই তর্পণ জল অর্পণ করে চল্‌লেম্! হরি! তুমি এই জল গ্রহণ কর।

মেদ্দা।—চল্‌রে লিয়ে চল্ শ্মশান মায়ীর যেমন সোঁপ্পন আছে, তেমনি গোটা ডাগরা রাজপুত্তুর মিলেক্‌ছে।

সুধির।—আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে?

মেদ্দা—আরে শ্মশানমায়ীর স্বঁপ্পন হৈলো—কোপালিক্‌কে! মঙ্গলবার—আঁধার রাতকে, গোটা রাজপুত্তুর নববলি খাবে—বেটী শ্মশানকালী! তোঁহার কোপাল খুব ভাল আছে! চল্‌বে সুখান! লেরে সুধান! এ নুনটু লিয়ে চল! (রাজপুত্রকে লইয়া আকর্ষণ)

সকলে—আরে আয় সিধে চলিয়ে আয়!

সুধির—হরি! হরি! হরি! কাঙ্গালের ধন হরি! দীনের

সখা মধুসূদন. তবে চল্লেম্ তোমার মধুর নাম গান করতে করতে শ্মশানে প্রাণ দিতে চল্লাম। হরি আমার মাকে দেখো, রাজ রাজেশ্বরীকে বনবাসিনী ভিখারিণী করেছ। আর যেন পুত্রশোকে উন্মাদিনী করে পথে পথে কাঁদিওনা আমি জন্মের মত চল্লাম।—

[সুধিরকে বন্ধন করিয়া লইয়া কীরাতগণের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান কৈলাসধাম

দুর্গা, নন্দী ও বিজয়া।

বিজয়া।—মা! আমার গণনায় ভুল হয়েছিল! জয়াই জিতেছে?

নন্দী —জিতে থাকে, জয়াকে কি দিবি?

বিজয়া —দেব আর কি? ওঃ—আহ্লাদে আটখানা হয়ে খড়ি খানা হাতে ক'রে দৌড়ে আস্‌ছে দেখ!

(জয়ার প্রবেশ)

জয়া —(করতালি দিয়া) হা'র হয়েছে—হার হয়েছে—আমি যা গুণেছি, বাবাও তাই বল্লেন। বিজয়ার হার—আমার জিত্।—হরি হরি বোল! কেমন জিতেছি ত, কেমন মা?

দুর্গা।—তোদের কিসের গণনা—কিসের ভুল—কিসের হা'র-জিত, আমিত কিছুই জানিনে

জয়া —সে কি মা জান না? ও কপাল আমার!

ভোলানাথের সঙ্গে থেকে মা ! তোমারও ভুল হ'তে লেগেছে ! ওটা ভোলানাথের ভুলের ধর্ম্ম।

(শিবের প্রবেশ।)

শিব —ওটা ভোলার ভুলের ধর্ম্ম নয় জয়া ! সতী-পার্ব্বতীর পিতৃকুলের ধর্ম্ম পাষাণ নন্দিনীর হৃদয়ে একটু পাষাণের সত্ত্বা ত থাকা চাই।

দুর্গা —এলে বুঝি আমার সঙ্গে কোঁদল করতে ! আমি পিতৃ-কুলের ধর্ম্ম পেয়েছি, আমার পিতা পাষাণ কাজেই আমার হৃদয় পাষাণ সমান ! কুল থাক্‌লেই কুল ধর্ম্ম পায়, তোমার ত কুল ই নাই ! তিন কুল খেয়ে কুলীন হয়ে বসে আছ, তোমার আবার কুল ধর্ম্ম কি ?

শিব —কুল থাক্‌লে কিআর কুলদায়িনী তোমার পদ-তলে আশ্রয় নিতাম। পিতৃকুলেও কেউ নাই—মাতৃকুলের দশাও তাই ! তবে সংসার পাতিয়ে শশুর কুলটা বজায় রেখেছি।

দুর্গা।—ওটা আর রেখেই বা কাজ কি, ও বংশটাও নয় নির্ব্বংশ করে দাও। তোমার চ'কে চ'কে সব গেল, বাপের ঘরের ত আমার উন্নতি কত। বাপ বুড়মানুষ চলাচলহীন বাপ মায়ের সবে ধন একটী ছেলে, কপালগুণে সে সোনার ভাইটীও আমার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে, শশুর গুষ্টির উপর চিরক' তোমার বিষদৃষ্টি, কেন বল দেখি।

শিব রাগ ক'বনা পার্ব্বতি।

দুর্গা।—কুলে খোঁটা দিয়ে কথা কইলে রাগ করবনা।

শিব।—তা করবে বই কি ? আর কিছু না থাক্‌ ...গুষ্ঠ আছে !

দুর্গা।—রাগ আছে ব'লেই তোমার মত সর্ব্বনেশে লো... ...র সংসার পাতাতে পেরেছি।

শিব।—সংসার পাতাতে জান, কিন্তু রাখ্তে জান না।

দুর্গা —তোমার পেট ভরিয়ে এঁটো কাটা যা থাকে, তাই নিয়ে আমাকে সংসার পাতাতে হয়, আমি রাখ্তে জানিনে? আমি যেই সেই রেখেছি অন্য হ'লে সব তোমার পেটে দিয়ে ঘরকন্না ফেলে পালাত। ভাঙ্তে সবাই পারে, কিন্তু গড়ায় যে কি কষ্ট তা ত চ'ক্ মেলে চেয়ে দেখনা, রাত দিন গাঁজা ভাঙ্গেই ভোর। চ'ক বুজেই আছ!

শিব।—চ'ক বুজে থাকি, কানে ত শুন্তে পাই!

দুর্গা —তুমি শুন্তে পাও—আমি পাইনে, আমি কালা নাকি?

শিব —জে'গে থাক্লে ত শুন্তে পাবে, চিরকালটা ত ঘুমিয়েই কাটালে, কুণ্ডলিনী-চক্রেযে চির নিদ্রিতা!

দুর্গা —সে কি আমি একা।

শিব —আবার কে

দুর্গা।—বটে। আমাকে ত বজ্রমুদ্রা দিয়ে নেশার ঘোর ছুটুতে হয় না?

শিব —আমাকেও ত উদ্বোধনে জাগাতে হয় না?

জয়া বিজয়া।—নারদ ।—নারদ।—নারদ।. (নখবাদ্য)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ।—এই যে আমারই নাম কীর্ত্তন হ'চ্ছে, নারদ স্বনাম—ধন্য পুরুষ। কেমন জয়া? যাক্, আগে প্রণামটা করি, তার পর অন্য কথা হবে (হরগৌরীকে প্রণাম) কি জয়া! নিরব যে? কি বলা হ'চ্ছিল?

জয়া —কিছুই না—বলি, আপনার সব মঙ্গল ত?

নারদ —নারদ কখনো শনি মঙ্গলের ধার ধারে না। বিষয় বিভব হীন ভিক্ষা জীবির আবার মঙ্গলামঙ্গল কি?

দুর্গা —তা নয় নারদ। জয়ার জিজ্ঞাসার ভাব তা নয়! তোমার মঙ্গল—আনন্দ, অমঙ্গল—নিরানন্দ, বেশ আনন্দে আছ ত?

নারদ —আনন্দময়ীর পুত্রের আবার নিরানন্দ কি মা? কিন্তু মা! নিত্যানন্দময়ী ব'লেই যে, আত্মানন্দে সব ভুলে থাক্‌তে হবে—যোগমায়া ব'লেই যে, যোগনিদ্রায় চির নিদ্রিতা থাকতে হবে, এ তোমার কেমন ধারা মা? তোকে আর কি বল্‌ব মা? তোর্ যোগ নিদ্রায় ধিক্!—তোর্ ভক্তের ভাগ্যকেও ধিক্! নৈলে যিনি নিত্য চৈতন্যরূপিণী, তাঁকে আবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে জাগাতে হয়?

দুর্গা।—কেন নারদ। উদ্বোধন, আবাহন, প্রতিষ্ঠা, পূজা, বিসর্জ্জন এ সকলের ব্যবস্থা কি আমি করে ছিলাম? তবে আজ আবার ও কথা বল্‌ছ কেন—কি হয়েছে?

নারদ। হবে আর কি? বলি, মর্ত্ত্যের সংবাদ কিছু রাখেন কি? না সব ভুলে গিয়েছেন?

দুর্গা।—মর্ত্ত্যে—কার কথা নারদ!

নারদ —অঙ্গেশ্বর সুরথের তার জ্যেষ্ঠপুত্র অধিরথ—কনিষ্ঠ সুধিরথ, হরি ভক্তি-পরায়ণা কনিষ্ঠা বালিকা কনকপ্রভা! আর কত বল্‌ব? সুরথের পূর্ব্ব মন্ত্রীর পত্নি-পুত্রের কথা মনে পড়ে কি? ভক্ত বৎসলে মা। এমন ধারা ভক্তের দুর্গতি আর কতদিন দেখ্‌বে। অসুর ধ্বংশের জন্য ইন্দ্রের শক্তি সাধনের কথা মনে আছে কি মা?

দুর্গা।—মনে আছে বৈকি নারদ প্রথমে সৃষ্টি সংস্থাপন সংকল্পে তোমার পিতা ব্রহ্মা, আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে, বসন্তে পূজা করেন। রাবণও জগদ্বিজয় সংকল্পে আমার আরাধনা করে, তারপর অসুর বধের সংকল্পে, সুরপতি ইন্দ্র আমার দশভুজা মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে পূজার উযোগ করেন। মনে আছে বৈকি?

নারদ।—হাঁ, ইন্দ্রের আদেশে দশভূজা মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হ'য়েছিল বটে? কিন্তু সে মূর্ত্তির পূজা হ'য়ে ছিল কি?

দুর্গা।—না—হয় নাই, আমি শূন্য বাণীতে ইন্দ্রকে সে মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে নিষেধ করেছিলাম ইন্দ্র মহিষাসুর বধের জন্য আমার সাধনার সংকল্প করে, কিন্তু মহিষাসুর বর্ত্তমানে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তির পূজা বিহিত নয় বলেই, তাকে হরগৌরী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে পূজা কর্‌তে বলেছিলাম।

নারদ —সে গঠিত মূর্ত্তিখানি কিহ'ল মা?

দুর্গা —ইন্দ্র সে মূর্ত্তি মন্দাকিনীর জলে বিসর্জ্জন কর্‌তে আমাদের চিরসেবক ভৈরবের বংশধর বিদ্যাধর লোকের অধিশ্বর—উর্ব্বশীর গর্ভজাত—শক্তি সাধক সুরেশকে আদেশ করেন, সুরেশ সে সময় শক্তি পূজার তন্ময় ছিল, ইন্দ্রের আদেশ শুন্‌তে না পাওয়াতে, ইন্দ্র তাকে "স্বর্গভ্রষ্ট হও" ব'লে অভিসম্পাৎ করে। ইন্দ্রের সেই নিদারুণ অভিসম্পাৎ শুনে, সুরেশ সাশ্রুনয়নে সেই প্রতিমা খানি মস্তকে ল'য়ে মন্দাকিনী-জলে দেহত্যাগ করে। দেহত্যাগ কালে প্রার্থনা করেছিল "মা! আমি যেন মর্ত্ত্যে গিয়ে তোমার এই মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে এবং মর্ত্ত্যধামে তোমার পূজা প্রচার কর্‌তে পারি" আমিও শূন্য বাণিতে "তথাস্তু" ব'লে তাকে বর দিয়েছিলাম।

নারদ।—আর কোন বর দিয়েছিলে মা!

দুর্গা —হাঁ আরও ব'লেছিলাম তুমি আমার পূজার তন্ময় ছিলে দেখেও, যে ইন্দ্র ইন্দ্রত্বাভিমানে তোমায় অভিশাপ দিয়েছে, শাপাবসানে তুমি একা সে ইন্দ্রের কি—চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের উপর আধিপত্য কর্‌বে, অষ্টম মন্বন্তরে তুমি মনুত্ব প্রাপ্ত হবে

নারদ।—তোমর সেই ইন্দ্র-শাপ-ভ্রষ্ট সুরেশ ই এখন মর্ত্ত্যে সুরথ।

যে চির আনন্দময় অপ্সর লোকের উপর আধিপত্য করেছে; মর্ত্যে গিয়েও যে একদিন বাহুবলে সমস্ত ভূমণ্ডল করায়ত্ত করেছে। আজ কিনা সে কর্ণাট যুদ্ধে পরাস্ত, অবিশ্বস্ত মন্ত্রীর চক্রে রাজ্য সম্পদ সব হারিয়ে দীনের অধিন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'য়ে এখন বনে বনে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করছে। রাজ্ঞী কনকপ্রভা—তোমার সেই শাপভ্রষ্টা সখী—এখন পতি-পুত্র হারা উন্মাদিনী! তোমার অংশরূপিনী—শিবাংশ-জাত রাজা চন্দ্রশেখরের পত্নী—তারাবতী এখন মন্ত্রী-পত্নী ভৈরবীরূপে শ্মশানবাসিনী! রাধা-শাপ ভ্রষ্ট গোলোকের কৃষ্ণ-সখা রাখালরূপী—সুপার্শ্ব এখন সুরথের দ্বিতীয় পুত্র সুধিরথ।—পিতৃমাতৃহীন—অনাথের ন্যায় শ্মশান ক্ষেত্রে বধ্য বেশে বন্দী!

দুর্গা। তুমিই না তার দীক্ষাগুরু নারদ!

নারদ।—দীক্ষা তার আগেই হয়েছে—সে চিরদীক্ষিত। আর দীক্ষা শিক্ষা এ অন্যে দিতে পারে, কিন্তু হরি-ভক্তি-দায়িনী—মা! ভক্তি দিতে যে, তোমাভিন্ন কেউ নাই। আমি বীজ বপন করতে জানি, কিন্তু সে বিজকে অঙ্কুরিত করবার জন্য ক্ষেত্রে যে বারি সেচনের প্রয়োজন সে ভক্তি সলিল নিঃষেক করতে যে তোমা ভিন্ন কেউ নাই মা! তাকে ভক্তি দাও! সে অনাথ বালকের উপর দেখ্‌ছি, হরিও বিরূপ বিরূপাক্ষ বিলাসিনী মা তুমিও বিরূপ! এ সব কিরূপ লীলাখেলা মা!

দুর্গা।—তুমি তার গুরু! তুমি তুষ্ট থাক্‌লে তার আর বিপদ কি? অভীষ্টদেব বিরূপ হ'লে গুরু রক্ষা করতে সমর্থ, কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে যে, তাকে রক্ষা করতে অভীষ্ট দেব কি—সমস্ত দেবতারাও সমর্থ নন্।

অভীষ্ট দেব রুষ্টেচ রক্ষণে সক্ষমোগুরুঃ
ন সমর্থা গুরৌ রুষ্টে রক্ষণে সর্ব্ব দেবতাঃ

এ কথাও কি তোমাকে মনে করেদিতে হবে নারদ?

জয়া।—মা! নারদ ঠাকুরের সঙ্গেত অনেক কথাই হলো, এখন আর একটা কথা শুনলেই যে আমাদের ধড়ফড়ানি মেটে!

দুর্গা।—কি কথা জয়া?

জয়া।—সকল কথাই হলো, কৈ সুরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিরথের কথাত কিছুই বল্লে না।

নারদ।—যখন বলবার জন্যই এসেছি, তখন সকল কথাই বল্‌ব। কিন্তু জয়া! শুনেই বা কি কর্‌বি? আমাদের মা বাপের দয়া মায়ার মাহাত্ম্য, মর্ত্ত্যের বনে ভবনে শ্মশানে মশানে সর্ব্বত্রেই সমভাবে বিরাজ কর্‌ছে. সে সুধিরথ অন্য কেউ নয় সেও সেই শিব-সেবক গন্ধর্ব্ব রাজ কুমার, আশ্রম-মৃগ বধ জন্য অপরাধে ব্রহ্ম-শাপে নরলোকে জন্মগ্রহণ করে, আজ প্রতিপালক দ্রোহী আত-তায়ীর গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে হতজীবন হয়ে নর্ম্মদার সৈকত-শয্যায় গড়াগড়ি যাচ্চে।

জয়া—(সানন্দে) বেশ—বেশ—বেশ। নারদ ঠাকুর বেঁচে থাক! বেঁচে থাক! বেঁচে থাক! কেমন বিজয়া—কেমন মা! আমার গণনা ঠিক হয়েছে ত? নন্দী দাদা! আমাকে পুরস্কার দিতে বল!

নন্দী।—দেখ জয়ী পাগলি! তোর কি সব কাজেই আমোদ! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ আমাদের চিরভক্ত। তার পুত্র শাপভ্রষ্ট। তার পর গুপ্তাঘাতে হত হয়ে নদী সৈকতে গড়াগড়ি যাচ্চে, এতে তোর্ আমোদ বাড়ল!—

জয়া।—হায় হায় রে! আমাদের পাগলের হাটে পাগলের মেলা! নন্দীদাদা আমাকে জয়ী পাগলী বল্‌ছেন, পাগল আমি—না তুমি! পাগলের কথায় কথায় ভুল হয়, কৈ আমি ত ভুলি নাই, এখনি সব চ'কে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েদেব! বলি—সে

অধিরথ কি মর্‌বে? যে তার জন্যে দুঃখ কর্‌ব, সে যদি মরে, তা হলে আগে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মর্‌বে—আমরা মর্‌ব সংসারে মহা-প্রলয় হবে।

নন্দী একটা রাজপুত্র ম'লেই যদি মহাপ্রলয় হ'তো, তা হ'লে প্রতি মুহূর্ত্তে এক একটা মহাপ্রলয় দেখ্‌তে পেতাম।

শিব —নিশ্চয়। নিশ্চয় নন্দী। সুরথপুত্র অধিরথের যদি জীবনান্ত হয়—আমার বাক্যের কণামাত্র যদি অন্যথা হয়, তা হ'লে, সহস্রবার মহাপ্রলয় কল্লেও তার প্রতিশোধ হবেনা ষোড়শ বর্ষ বয়ঃপূর্ণ দিনে ব্রহ্মশাপে গুপ্ত অস্ত্রে তার জীবনান্তের কথা। সেই জন্যই আমি জয়া বিজয়াকে গণনা করতে বলেছিলাম, বিজয়া গণনায় ভুল করেছিল, কিন্তু জয়ার গণনা ঠিক হয়েছে, ব্রহ্মশাপ প্রভাবে আজ তার জীবনান্তও হবে—আবার আমার বর প্রভাবে, সে সসাগরা ধরার একচ্ছত্রী রাজাও হবে নন্দী—দেখিব ভবিষ্য চিত্র ডাক নিয়তীরে।

নন্দী —নিয়তি।—নির্ভয়ে এস আদেশ পিতার।

(চিত্রপট হস্তে নিয়তির প্রবেশ।)

নিয়তি।—নিয়তির আবার কিসের ভয়,
এ বুক যে পাষাণময়।
ভয়ের ধার ধারি বা কার,
এ মুটর ভিতর ত্রিসংসার

নন্দী —নিয়তি। ত্বরায় তব খোল চিত্র পট।
কি আছে অঙ্কিত তায়, দেখিবেন পিতা।

নিয়তি।—খুলে দেখ্‌বে কি—গো আর,
কর্ম্মের লেখা যেমন যার
চিত্রে আঁকাও তেম্‌নি তার!

শিব　রাজা হবে অধিরথ সুরথ নন্দন
মম বরে বসুধার এক ছত্র ধারি,
অটল সে বাক্য মম, কিন্তু ব্রহ্মশাপে—
গুপ্ত অঙ্গে হত আজ উন্মেষ যৌবনে।
খোল চিত্র　দেখিব সে ফুল্ল চিত্র পরে
পড়েছে কালিমা　কিবা আছে সুরঞ্জিত।

নিয়তি।—ওগো　গুপ্ত বাগে, মনের মনে, থাকে যদি লেখা।
ঠিক সময়ে পড়্‌বে কালী কাজ কি খুলে দেখা?

শিব —নিয়তি! সে চিত্র যদি যায় মিশাইয়ে,
বিধির বিধানে পড়ে মৃত্যুর ক রি ম।
এখনি সে মিশি চিত্র দলি পদতলে,
আঁকিব নূতন চিত্র　শুনরে নিয়তি!

নিয়তি —সিদ্ধি ভাঙ্গের নেশার খেয়াল কতই কথা কয়।
কপো খেতে এত বাতিক　—গতিক ভাল নয়!
কে দেখাবে চিত্র পট,—এই নিয়তি দিলেন চম্পট!

শিব —নহ বাধ্য নিয়তি! দেখাতে চিত্র পট?

নিয়তি —নিয়তি আবার কার বাধ্য, নিয়তির বাধ্য জগত সুদ্ধ!

শিব —কি নিয়তি নহ বাধ্য তুমি? রে নির্ভিকে—
বাধ্য তুমি—শত বার বলি　বাধ্য তুমি!
হয় বাধ্য　নয় বধ্য আজ তুমি মম?
হউক রক্ষক তব থাকে যাহা যার.

(ত্রিশূল উত্তোলন।)

নিয়তি —কি দাপট্ কি রাগের ঘটা,
বাহবা—রে বীরের ব্যাটা,
হা হা হাঃ　তোমার জ্ঞান কি হবে জেয়াদা,
তুমি ত গরুর ঠাকুর দাদা!

শিব —কি প্রগল্‌ভে ! উপহাস —

জয়া —ওটাত তত দোষের কথা নয় বাবা মহাকাল ত তোমার পুত্র, তার পুত্র—তোমার বাহন—এই ষাঁড়টি এটী কি তোমার নাতি নয় ?

নারদ নিয়তি, সদানন্দময়ী ভগ্নি, জগত নিয়তির অধিন, জীব মাত্রেই তোমার বাধ্য কারণ জীব মাত্রেই কর্ম্ম বাধ্য তুমি তাদের কার্ম্ম ফলপ্রদা দেবী, কিন্তু যারা কার্য্য শূন্য—আদি-অন্ত হ্রাস পতন বর্জ্জিত, তারা কি তোমার বাধ্য ? তুমি কার সৃষ্ট পদার্থ জান কি ? পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিত্রপট দেখাও— *

নিয়তি —রাগে কর্‌ছেন কট্‌ মট্‌, উনিই দেখ্‌বেন চিত্রপট ?

এ ব্রহ্মাণ্ড—পটের কাণ্ড, চিত্র পটে আঁকা
উঠছে, ফুটছে, টুট্‌ছে কত, নাইক লেখা জোকা,
কত কাণ্ড নিরবধি—এস ঠাকুর দেখ্‌বে যদি

(পট বিস্তার)

শিব।—হের নন্দী, হের জয়া, হেররে বিজয়া !

হের অধিরথ চিত্র—হের মম বরে,
জ্বলিতেছে প্রতি অঙ্গ ! ব্রহ্মশাপ হেতু
পড়েছে যৌবন চিত্রে মৃত্যু ছায়া রেখা—
উজ্জল—উজ্জলতর অন্য চিত্র হের।
যাও নন্দী—যাও ত্বরা নর্ম্মদা পুলিনে,
ভৈরব শ্মশানে যথা ভ্রমিছে সুরথ !
যাও চণ্ডি ! মর্ত্ত্যে জয়া বিজয়ার সহ,
প্রচারিতে কাম্য পূজা চলিলাম আমি—
বাঁচাইতে অধিরথে, নর্ম্মদা পুলিনে !

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নর্ম্মদার উপকূলস্থ মহাশ্মশান

(জটা চীর ও অস্ত্রধারী সুরথের প্রবেশ)

সুরথ।— কিছুই সত্য নয়। সব মিথ্যা—সব যেন স্বপ্নবৎ! এ জড় পিণ্ড জগৎই মিথ্যা, এ সংসারই প্রহেলিকাময় মায়ার ছায়াবাজী! কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য স্বপ্নের কুহক! এ ঘুমও ভাঙ্গ্ছেনা—স্বপ্নের কুহকও ছাড়্ছেনা। মায়া তন্দ্রার ঘোরে—আশার বাতিকে, কেবল স্বপ্নের পর স্বপ্নই দেখছি, কর্ণাট যুদ্ধে সেই কোটী কোটী ক্ষত্রিয় সেনার বিনাশ! সেই শোণিত সাগরে সন্তরণ ক্রীড়া, সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহের সেই অসীম সমর কৌশল! এখন যেন স্বপ্নবৎ অনুমিত হচ্চে যেন স্বপ্নেই সসাগরা ধরা পরাজয় ক'রে, এক কর্ণাট ভিন্ন সমস্ত ভূমণ্ডলের এক ছত্রী রাজা হয়েছিলাম! স্বপ্নেই যেন চির সুবিশ্বাসী সবল হৃদয় বীরকুলের আদর্শ পুরঞ্জয়কে সেনাপতি পেয়েছিলাম, সতীকুলের শীর্ষ স্থানীয়া তেমন পতিপরায়ণা সতী রত্ন কনকপ্রভ কে পত্নী পেয়ে ছিলাম! স্বপ্নেই পিতৃকুলের সুকৃতি তরুর অমৃত ফল স্বরূপ তেমন নয়নানন্দ পুত্র যুগল পেয়েছিলেম্! আবার পরক্ষণেই কিছুই নাই! স্বপ্নের কুহক

স্বপ্নেই মিশিয়ে গেল সব বিপরীত সঙ্গে সঙ্গে সব বিপরীত. তেমন বিশ্বস্ত বন্ধু দেবোপম পুরঞ্জয়কে পিশাচ মূর্ত্তিতে দেখ্‌লাম! শান্তির প্রতিমাকে রাক্ষসীর মূর্ত্তিতে দেখ্‌লাম! স্বপ্নেই যেন সে স্বর্গের দেবতাকে শ্মশানের পিশাচ ভাব দেখে তাকে কারাবন্দী কল্লেম, কুললক্ষ্মীকে অলক্ষ্মীর উপচারে পূজা করে বিসর্জ্জন দিলাম স্বপ্নের রাজ্য—স্বপ্নের ঐশ্বর্য্য—স্বপ্নের সম্পদ—স্বপ্নের জায় স্বপ্নের পুত্র—সব ছেড়ে বনে এলাম, স্বপ্নের কুহক ভেঙ্গে গেল। সব যেন কোথায় চলে গেল—সব ফুরিয়ে গেল। তাই বা কৈ? এক স্বপ্ন ভাঙ্গছে, আবার অন্য স্বপ্ন। নূতন নূতন স্বপ্ন এখনি যে পুরঞ্জয়কে পিশাচ ভাব দেখ্‌লাম, আবার তাতে দেবভাব দেখি কেন? সেই রাক্ষসী মূর্ত্তি কনিষ্ঠা রাজ্ঞী কনকপ্রভাকেই বা আবার শান্তিময়ী স্বর্গের দেবিভাবে দেখি কেন? আবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাদের দেহে দেবভাব দেখে ছিলাম, সেই মন্ত্রী, সেই গৃহ বৈদ্য বিশারদ, সেই জ্যেষ্ঠ মহিষী, সেই বিশ্বস্তা পরিচারিকা বিদুষীতে পরমুহূর্ত্তেই এ বীভৎস ভাব, এ প্রেত পিশাচের বিকট ভাব দেখছি কেন? এ কি স্বপ্ন. কি চমৎকার। এই ঘোর অন্ধকারময়ী অমানিশার অর্দ্ধ যামিনীতে জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল নিশাচর হিংস্রক পশুগণ ভীষণ মূর্ত্তিতে ছুটাছুটি কর্‌ছে, অদূরে ঐ মহাশ্মশানের কি ভৈরব দৃশ্য! শবের শণিত মজ্জা লোলুপ শৃগাল কুক্কুরের কোলাহল, তার উপর ভীষণাকার পিশাচ পিশাচিগুলো শোণিত বসা লিপ্ত অধরে অট্টহাসের সহিত ভীষণ তাণ্ডবে শ্মশানের ভীষণতা আরও ভীষণতর করে তুল্‌ছে। তার মধ্যে—ও কি সেই—মন্ত্রী! সেই বিশারদ—সেই জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী—সেই বিদূষী রাক্ষস রাক্ষসীর মত আমার চক্ষের উপর নৃত্য কর্‌ছে, ওঃ কি বিকট মূর্ত্তি. কি ভীষণ দৃশ্য. একি দৈবি মায়া! না, মায়া নয়, সত্যই আমার

ভাগ্য পটের ভীষণ চিত্র শ্মশানপটে প্রতিফলিত সেইদিন—সেই ঘোর বর্ষার দুর্য্যোগময়ী কৃষ্ণানবমীনিশা। যে নিশায় আমার ক্ষুদ্র জীবন নাটকের সুখের অঙ্কের পরিসমাপ্তি। যে নিশি—এই বিঘ্ন, বিপদ, শোক, অশান্তিময় ভীষণ অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ। যে নিশি হিংসা দ্বেষ স্বার্থ প্রতারণা প্রবঞ্চনাময় সংসারে ধিক্কার দিয়ে, সর্ব্ববিধ সর্ব্বনাশের মূলরূপী বিষয় সম্পদকে বিষবৎ পরিত্যাগ ক'রে সৈন্যসামন্ত স্বজনবন্ধুকে পূর্ণ শত্রু—ঘোর আততায়ী জেনে একাকী একটি অশ্বমাত্র অবলম্বন করে বনে এসেছি, সেই হতেই যেন কত বিভীষিকা দেখছি সেই হতে যেন সংসার স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে! সেই হতে এই দীর্ঘকাল বনে বনে অনাহারে অনিদ্রায় কেবল যথালব্ধ বনের ফলে আর নদীর জলে জীবনরক্ষা করছি, স্বর্ণ সৌধবাসী রাজরাজেশ্বর হয়ে আজ আপন কর্ম্মদোষে তরু তলবাসী দীন হীন পথের ভিকারী! আমারি অদূরদর্শীতা দোষে পুরঞ্জয় কারারুদ্ধ! ধূর্ত্ত শৃগালের চক্রে আজ পশুরাজ সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ। মন্ত্র-মুগ্ধ কাল ভুজঙ্গ আজ ভেকের নিকট নত মস্তক. আমারি পাপে আজ তরতর তরঙ্গময়ী শান্তি-তোয়া তটিনী মরিচিকাময়ী মহামরুতে পরিণত. অমরাবতী আজ শ্মশান।—আমারও এই মহা প্রায়শ্চিত্ত. এই ত, নিশাতে শান্তিময়ী প্রকৃতির অনন্ত কোলে, অনন্ত জীব মাতৃ-কোলে শিশুর মত সুখে নিদ্রিত সকলেই সুখী—সকলেই নিশ্চিত. কেবল শান্তি নাই এই হতভাগ্য সুরথের—অনুতাপানল দগ্ধ পাপ হৃদয়ে! হায়রে কাল যার অনাথ আশ্রমে কোটী কোটী অনাথ আতুরকে অকাতরে অন্নবিতরিত হয়েছে, শত শত অতিথি নিত্য যার অনাথ আশ্রয়ে থেকে শান্তি লাভ করেছে। সে আজ নিরন্ন ভিকারী! এক মুষ্টি উদরান্নের কাঙ্গাল! সে আজ আত্ম চিন্তায় নিরন্তর অশান্তির জলন্ত চিতায় দগ্ধ চিন্তার চক্রে

বিভীষিকা দর্শনে আত্মহারা। ঐ আবার—ঐ তরঙ্গিনী নর্ম্মদার লহরী লীলার সঙ্গে কিসের শব্দ! ঐ যে মিশিয়ে গেল! না—না ঐ আবার ও কার কণ্ঠস্বর! ও যে পরিচিত স্বর! আমার মর্ম্মস্পর্শী করুণ কণ্ঠস্বর। কি—পিতা প্রাণ যায়! ভাই সুধির জল দে ব'লে আমার প্রাণ কুমার অধিরথ ডাকছে নয়! ঐ যে চক্ষের উপর—আমার চক্ষের উপর সেই মন্ত্রী—সেই বিশ্বাস-ঘাতক মন্ত্রী—রাক্ষস মূর্ত্তি ধারণ করে আমার কুমার অধিরথের হৃৎপিণ্ড ছিড়ে শোণিত পান করছে. পিশাচ—অকৃতজ্ঞ—চণ্ডাল! দেখ্ তোর্ ঘৃণিত জীবনের পরিণাম (অসি নিষ্কাষন) কৈ—কোথায় সব মিশিয়ে গেল! ও—কি অদূরে অস্ফুট মনুষ্য কণ্ঠস্বর! এ ঘোর নিশাতে ভীষণ শ্মশানে আর কোন্ নির্ভীক একাকী আস্‌তে সাহস কর্‌বে ঐ ত মানুষ বলেই বোধ হচ্ছে। একটু অন্তরালে থেকে দেখি—(অন্তরালে গমন)

(দিবদাসের প্রবেশ।)

দিব —খুব আঁধার. কোলের মানুষ চেনা যায় না, তবে—মাঝে মাঝে ঐ চিতাগুলো জ্বল্‌ছে ব'লেই যা একটু দেখ্‌তে পাওয়া যায় আবার আলো আঁধারিও লাগে! কত মড়ার মাথা—মড়ার হাড়, পায়ে ঠেক্‌ছে. এক বেটা আস্ত মড়ার পেটেই আঁধারে পা দিয়ে ফেলেছি। ঐ একটা পুড়্‌ছে দেখ! মুখের মাংসগুলো পুড়ে চ'ক ফুট—নাকটা পুড়ে, দাঁতগুলো বেড়িয়ে পড়ে, কেমন হয়েছে! বেটা যেন হাস্‌ছে! আমারও দেখে হাসি পাচ্ছে, হাঃ হাঃ. গোদা গোদা!—বাঘের মত কুকুর বেটাদের আমোদ দেখ! দৌড়ে দাপ্‌টে, গিয়ে শেয়াল গুলোর পালের ভিতর পড়ছে, আর শেয়াল বেটারা সে মড়াটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা ধরছে, কুকুর বেটারা ঐ মড়াটার দু এক খাবল খেয়েই আবার শেয়াল বেটাদের তাড়া

করছে, কুকুর বেটারাই যেন শ্মশান মচ্ছবের গোসাঞীপ্রভু! আচ্ছা—রাত্রে ত কাক চিল ওড়েনা, তবে এগুলো মাথার উপর এ পাশে ওপাশে যেন পাখ্‌ ঝাপ্‌টা মেরে উড়ে বেড়াচ্ছে, যেন—কেমন—ধোঁয়া ধোঁয়া চেহারা! কি এ গুলে? আরে ম'ল! ও ত কম নয়, ওপর থেকে ঝাকে ঝাকে এসে জ্বলন্ত চিতার উপর দাঁড়াচ্চে, আর হাততালি দিয়ে নাচ্চে কেমন—যেন ছায়া—ছায়া! ধোঁয়া ধোঁয়া! দেখা যায়—যায়—যায়ওনা! আরে ম'ল এ যে আবার নাকি সুরে গান করে! বাহবা—রে! (উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া) ঐ—বা! বা!

সুরথ।—এ ঘোর অন্ধকার রজনীতে মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে একাকি—কে তুমি?

দিব।—(অন্য মনে) ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্ এই গুলোকেই বুঝি ভুত বলে? আ—মর্ আবার দাঁত বা'র করে নাচে যে! বা! বা! এগুলো ত বেশ দেখ্‌বার জিনিষ, উঠ্‌ছে—পড়ছে—নাচ্ছে—গাচ্ছে—চেঁচাচ্চে—লোফালুফি কাড়াকাড়ি করে মরা ছেলে গুলো তুল্‌ছে—আর খাচ্ছে।

সুরথ—কে তুমি—আপনা আপনি পাগলের মত বক্‌চ উত্তর দাও নতুবা—

দিব—বা! ব! বা! এগুলো ত বেশ দেখ্‌তে, এ এক রকম আকাশের জানয়ার! গে টাকতক ধর্‌তে পার্‌লে খাঁচায় পুরে রগড় করা যায়।

সুরথ—ওঃ লোকটা কি নির্ভীক! উন্মাদ নয়, মহা সাধক! মহাশয়! কে আপনি!

দিব।—দুর হক্‌গে ছাই! ও পুষেই বা কি হবে, তুবেলা মড়া ছেলে এনে খোরাক যোগাবে কে? যক্ এখন এই দিক্‌টা একবার খুঁজে দেখি, পাওয়া যাবেনা! খোঁজ করা মিছে, শ্মশা

কুকুবে খেয়ে ফেলেছে। আচ্ছা—ঐ ক টা কুকুবে একটা মড়া টানাটানি কবে খাচ্চে, ঐটে কেড়ে এনে দেখ্ব। ওটা যেন টাট্কা টাট্কা বটে (মড়ার ধাঁশ লইয়া) ভুব ভুব (এক খণ্ড মৃত দেহের হস্ত আনিয়া) না—না এ নয় এ যে মোটা মোটা শক্ত—শক্ত আঙ্গুল গুলো, সে অঙ্গুল গুলি যে চাঁপার কলির মত সে অঙ্গুলে বহুমূল্য হীরের অঙ্গুরী দেখেছি। এ অঙ্গুল গুলোয় ত কিছুই নাই। না—না আছে এই যে একটী অঙ্গুরী। দেখি ত—ভুব হ। অন্ধকারে দেখাও যায় না, ঐ চিতাব আলোটাব কাছে যাই। এই যে নাম লেখাও রয়েছে এ যে মহাবাজ সুবথের দেওয়া সৈনিকদের পুরস্কার। এটা সঞ্জয়কেতুব সঙ্গি কোন একটা সেনাব সব দেহ। মাথাটা এনে দেখ্ব? (গমনোদ্যত ও সুরথ কর্তৃক ধৃত)—

সুবথ —কে তুমি? দাঁড়াও!

দিব —আঃ ম'লো! শ্মশানেব ভূত গুলোব ত খুব সাহস! এখনি ঝাকে ঝাকে, নেচে নেচে, উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল, আবার ঝাক ছাড়া হয়ে এখানে এসেছে। ছাড় ছাড়! তোকে একটা টাট্কা মড়াব মাথা এনে দিই—খাবি? হি-হি হি!!—

সুবথ।—স্থির হও! আমি ভূত নই—প্রেত, পিশাচ নই! আমি মানুষ।

দিব।—হাঁ মানুষেব বাবাব বড় সাদ্ধি যে এই অন্ধকার রাত্তে ভূতেব মুখে প্রাণ হাতে কবে শ্মশানে আস্তে পারে।

সুবথ —মানুষে পাবেনা? তবে তুমি কেন প্রাণ হাতে কবে শ্মশানে এসেছ!

দিব —আমি—প্রাণ হাতে কবে এসেছি—দিতেও পাবি। এ প্রাণটা দিয়ে যদি সে প্রাণটী পাই—রাঙ্ দিয়ে যদি সোনা পাই—কাঁচ দিয়ে যদি কাঞ্চন পাই। তাহ'লে এখনি বদল করি গো—এখনি বদল করি দিতে পার কি?

সুরথ।—জগতে আপন জীবন অপেক্ষা মূল্যবান বস্তু কিছু আছে তা-ত আমি বিশ্বাস করিনা।

দিব —সে বিশ্বাস করতে শিখলে, এই পৃথিবীইত স্বর্গ হ'ত গো। মানুষই ত দেবত হ'তো. এই শ্মশানে যা হারিয়েছে, আমার মত শত-সহস্রটা প্রাণ দিলেও তার বিনিময় হয় না! সে একটী প্রাণ থাক্‌লে জগতের কত শত প্রাণের আশ্রয়-স্থল হ'তো। একদিন না-একদিন মহারাজ সুরথের সিংহাসন— পাপিষ্ঠ মন্ত্রীর হাত হ'তে উদ্ধার হ'তো। মহারাজ সুরথের রাজ্য ত্যাগের পর, আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা যা ছিল, সেই একটীর অভাবে সব ফুরিয়েছে গো—সব ফুরিয়েছে!

সুরথ —ফুরিয়েছে—সব ফুরিয়েছে! সুরথ-পুরী শ্মশান হয়েছে! কে তুমি। তুমি কি সেই প্রভু-ভক্ত—প্রেমিক-পাগল— সেই সরল মতি অনাথ বালক—দিবদাস। দিবদাস রে! তুই শ্মশানে! কোথায় অঙ্গরাজ্য—কোথায় নর্ম্মদা তিরের মহাশ্মশান! দিবদাস! তুই এখানে কেন, হাঁরে! আমার অধির সুধির ভাল আছে ত?

দিব।—কে!—কে! মহারাজ! মহারাজ সুরথ একাকি মহাশ্মশানে? সেই মহারাজের—সেই রাজ রাজেশ্বরের এই বেশ! মহারাজ! আমি আপনার আশ্রিত—আপনার চির প্রতিপালিত সেই দিব দাস, মহারাজ—(পদ ধারণ)

সুরথ —দিবদাস তুমি এখানে কেন? (উঠাইয়া) আমার সাধের ভবন কি সত্যই আঁধার হয়েছে?

দিব —মহারাজ, সব গিয়েছে! অঙ্গরাজ্য অন্ধকার হয়েছে! মহারাজ—সব অন্ধকার হয়েছে! কুমার অধিরথ, ছোট রাজ-কুমারের এবং আপনাদের অন্বেষণ করবার জন্য লোক জন সৈন্য সামন্ত অভাবে, কেবলমাত্র আমাকে সঙ্গে ক'রে বনে আসেন,

কা'ল দিনের বেলায়, এই শ্মশানের শেষ প্রান্তবর্ত্তী বনে তাঁর সঙ্গে ছোট রাজ কুমারের সাক্ষাৎ হয়, দুইভাইয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় আপনার সেই পাপিষ্ঠ সেনাপতি সঞ্জয়কেতু ক টা সৈনিক সঙ্গে ক'রে বনে এসে কুমারদের বন্দী করতে উদ্যত হলো, বড় রাজকুমার একাকি অনেক্ষণ যুদ্ধ ক'রে সৈনিক দু-টকে মেরে ফেল্লেন, শেষে সেনাপতির সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলো, সেই অবসরে আমি নিতান্ত অনুপায় দেখে, ছোটরাণী মা আর ভৈরবী যে কুটীরে থাকেন, সেইখানে সংবাদ দিতে গেলাম, সেখানে গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নাই—কুটীর শূন্য। তার পর ফিরে এসে আর কাউকে দেখ্‌তে পেলাম না, কেবল কতকটা স্থান রক্তে কাদা হয়ে আছে, আর কুমার অধিরথের সেই মণি-কাঞ্চনময় অমূল্য পরিচ্ছদটী ধূলায় পড়ে আছে; আর—

সুরথ।—বল—বল দিবদাস! তার পর কি হলো বল? সব শুন্‌তে পারব, সব সহ্য করতে পারব, যতদিন এ পাপ দেহ ভস্মে পরিণত না হবে—যতদিন অনুতাপের আগুনে হৃদপিণ্ড পুড়ে ছারখার না হবে, ততদিন সব শুন্‌তে পারব। বল তার পর কি হয়েছে—

দিব।—তার পর নিশ্চয় কোন অমঙ্গল ঘটেছে জেনে এই শ্মশানে রাজকুমারের শব দেহটী খুঁজে বেড়াচ্ছি, এই একটা টাট্‌কা মরা কুকুর শেয়ালে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্চে দেখে, সেই শেযাল গুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে, মুখখানা দেখে চিন্‌ব মনে ক'রে, মাথাটা নিতে গিয়েছি, অম্নি একটা বাঘের মত কুকুর পড়ে সে মাথাটা নিয়ে দে—দৌড়। তার পর একটা কুকুরের মুখ থেকে এই হাতখানা কেড়ে নিয়ে দেখি, আঙ্গুলে একটী মহারাজের দেওয়া অঙ্গুরী আছে।

সুরথ।—অঙ্গুরী? কৈ দেখি, দেখি—(অঙ্গুরী দর্শন) এত

আমারই পূর্ব্বদত্ত পুরস্কার। বোধ হয় কুমার অধিরের হস্তে হত কোন বিদ্রোহী সৈনিকের অঙ্গুলী হ'তে পেয়েছ। দিবদাস! আর সন্দেহের কারণ কিছুই নাই, একে একে সবই মিল্‌ছে, অসম্ভবও সম্ভব হচ্চে। আমার ভাগ্যগুণে, মিথ্যাও সত্যে পরিণত হচ্চে। দিবদাস! বনভূমিতে যে পরিচ্ছদটী পেয়েছিলে সেটী কি সেই-খানেই ফেলে এসেছ—না সঙ্গে এনেছ?

দিব।—ফেলিনাই মহারাজ!—ফেলি নাই। যত্ন ক'রে রেখেছি। সারাদিন ধ'রে গাছতলায় প'ড়ে এইটী বুকে ক'রে কেঁদেছি! আর এই দেখুন চক্ষের জলে ভিজিয়ে রেখেছি! (পরিচ্ছদ প্রদান)—

সুরথ—দিবদাস! অন্ধকারে যদিও সম্পূর্ণ দেখ্‌তে পাচ্ছিনে তথাপি ঐ জ্বলন্ত চিতার আলোতে যা দেখছি, তাতে বেশ বুঝ্‌তে পারছি, এত দিনে ছিন্ন আশা-লতার মূলে ৎপাটিত হয়েছে—এত দিনে সাধের হাট ভেঙ্গেছে! সুরথ-রাজ্য এতদিনে শ্মশানে পরিণত হয়েছে! বিশ্বাসঘাতক নরাধম মন্ত্রীর চক্রান্ত জালে পড়ে, যেদিন আমার শৈশব-সুহৃদ্, চির বিশ্বাসী বীর-কুল-কেশরী পুরঞ্জয়সিংহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, কারারুদ্ধ করেছি—যেদিন স্বীয় বিজয়-স্তম্ভ স্বহস্তে ভঙ্গ করেছি কুল-লক্ষ্মী বিসর্জ্জন দিয়ে অলক্ষ্মীর পূজায় আত্ম সমর্পণ করেছি সেই দিনে—দিবদাস রে!—সেই দিনেই অঙ্গরাজ্যের আনন্দপটে ভাবি-শ্মশানের চিত্র অঙ্কিত করেছি! দিবদাস চল! অঙ্গরাজ্যে চল—চল আমার স্বহস্ত-অঙ্কিত শ্মশান-চিত্র কেমন রঞ্জিত হয়েছে দেখিগে—ইন্দ্রের নন্দন-বন আজ কেমন অসুরের ক্রীড়া-কানন হয়েছে দেখিগে চল! আর না—আজ দেখ্‌ব—পুরুষকারের কাছে দৈব পরাস্ত হয় কিনা! দেখ্‌ব—সুরথের ক্রোধাগ্নিতে ধূর্ত্ত পিশাচ মন্ত্রী, প্রভু দ্রোহী স্বার্থপর ভৃত্য সঞ্জয়কেতু প্রভৃতি প্রতিপালকদ্রোহী

পাপাত্মারা অনলে পতঙ্গবৎ ভস্মে পরিণত হয় কিনা ? ওঃ দিবদাস রে ! বড়ই পরিতাপের কথা । অসহায় সিংহ শিশু শৃগালের দংশনে প্রাণ হারিয়েছে না—আর ক্ষণকাল সহ্য কর্‌বনা—এখনি—এই মুহূর্তে—(গমনোদ্যত ও দিবদাস কর্তৃক ধৃত)

দিবদাস —মহারাজ ! পাগলের কথায় তাচ্ছিল্য করবেন না, আমি সকল সময় পাগল থাকি না, সময়ে সময়ে প্রকৃতিস্থ হই ! এখন বেশ ভাল আছি, আপনাকে দেখে আমার চিত্ত স্থির হয়েছে, এক্ষণে আমি যা বল্‌ছি অব্যবস্থিত চিত্ত পাগলের কথা ভাব্‌বেননা, চলুন উভয়ে গোপনে কুমারের শুভাশুভ সংবাদ জান্‌বার জন্য ছদ্মবেশে অঙ্গরাজ্যে যাই। উতলা হয়ে আত্ম প্রকাশ কর্‌লে, কিম্বা সেই প্রভুদ্রোহী দুরাত্মাদের দণ্ডবিধানে অগ্রসর হ'লে, পরিণামে আরও বিপদ ঘটবে ! এখন সৈন্য সামন্ত সব সঞ্জয়কেতুর অধীন ! কারারুদ্ধ পুরঞ্জয় সিংহের আর সেদিন নাই ! অনাহারে অনিদ্রায় সে দুর্জ্জয় সিংহের শরীর ভেঙ্গে গিয়েছে ! সে বাগুরা বদ্ধ সিংহের গর্জ্জনে ভয় করা দূরে থাক্‌ কেউ কর্ণপাতও করেনা ! সঞ্জয়েরই এখন প্রবল প্রতাপ—অক্ষুণ্ণ অধিকার—

সুরথ ।—দিবদাস ! তুই পাগল নয়, তোর্‌ প্রত্যেক কথাই সারগর্ভ, আমিই বরং শোকে—দুঃখে বিষাদে—বিপদে—আত্মহারা ! যেখানে যাবে চল, কিন্তু বৃথা আশা ! আমি ক্ষণকাল পূর্ব্বেই এই শ্মশান ক্ষেত্রে কত বিভীষিকা দেখ্‌লেম, তা'র মধ্যেও দেখতে পেলাম কুমার অধিরথ আমার, শোণিত সিক্ত কলেবরে ধূলায় পড়ে "জল দাও জল দাও" বলে কাঁদ্‌ছে ! দিবদাসরে ! হয়ত কুমার আমার অন্তিম তৃষ্ণায় এক বিন্দু জলও পায় নাই ! মা ! জগদম্বিকে, এই কল্লে মা ! সংসার বন্ধন হ'তে ক্রমে মুক্ত কর্‌ছ—কর, কিন্তু মুক্তকেশী ! এত যন্ত্রণা দিয়ে মুক্ত

করছ কেন মা ? সংসারের সার—জীবনের অবলম্বন দুটী রত্ন দিয়েছিলে, আবার অসময়ে মর্ম্মের গ্রন্থি ছিন্ন করে দুটীই কেড়ে নিলে। সেই রাজলক্ষ্মীরূপিণী কনকপ্রভার নির্ব্বাসনের সঙ্গেই বালক বিরাগী দুধের শিশু, মাতৃহারা পিতৃস্নেহেবঞ্চিত হ'য়ে সন্ন্যাসীর বেশে বনে চলে গেল, সে নিরাশ্রয় শিশু যে বনকষ্টে জীবিত আছে তাও বোধ হয় না! এতদিনে সব আশা সব ভরসা সব সাধ—সব বাসনার শেষ হ'ল। দিবদাসরে! মনে বড় খেদ—বড় দুঃখ থাক্‌ল, মৃত্যুকালে পুত্রের মুখে অন্তিম তৃষ্ণার এক বিন্দু জলও দিতে পেলামনা! এ দুঃখ—এ শক্তিশেল চিরদিন বুকে থাক্‌বে!

গীত।

শেলসম বিষম দুঃখ, দিবদাসরে রৈল বুকে।
মৃত্যুকালে পিপাসার জল, দিতে পেলামনা প্রাণপুত্রের মুখে
অন্তিম পিপাসায় আমার, পায় নাইবে জল জীবন-কুমার,
তাই বুঝি প্রেতাত্মা তার, (এসে) যাচে জল মম সম্মুখে
ফুরাল সংসার সুখ আশ, বড় দুঃখ রৈল দিবদাস!
শৃগালে করিল বিনাশ, অসহায় সিংহ-শাবকে।

দিবদাস —এই—এতক্ষণ বেশ ছিলেম, আবার মন্দ হলাম, মাথাটা ঘুরছে, বেশী কথা কইলেই পাগলামি বাড়বে, একটু চুপ করে থাকি। দূর্‌ কর, চুপ করা চেয়ে শুয়ে থাকা ভাল! শ্মশানে একটু শুয়ে দেখি, মড়াগুলো কেমন ঘুময়! শ্মশানে নাকি—শ্মশানকালী আসে ? আসে ত বেশ হয়, আমি চিত্ হয়ে মড়ার মত শুয়ে থাকি, এখনি এসে বুকে পা দেবে আর শিব হয়ে যাব। বা .—বা! বেশ যাও—শুয়ে যাও—(শয়ন) বস্! একটা মড়ার ঠ্যাং ট্যাং পেলে মাথায় দিতেম, যাক্‌গে—

স্থরথ।—দিবদাস! কৈ তুমি—দিবদাস! কোথায় গেল!

অন্ধকারে পাগল কোন্ দিকে চলে গেল নাকি, ওকি। কোথায় থেকে অস্ফুট সঙ্গীত ধ্বনি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্চে। ঐ যে—ক্রমেই যেন নিকটবর্ত্তী হচ্চে—

নেপথ্যে নিয়তির
গীত।

ঘোর তামসী নিশা ভীষণা অতি।
গাঢ়তর তমসা-নিরে নিমগ্না প্রকৃতি সতী॥
দীন জন তৃণ পর্ণ গঠিত জীর্ণ কুটিরে,
ধনি সুধা ধবলিত স্বর্ণ-সৌধ শিখরে,
গ্রাম্য জীব লোকালয়ে, বন্য-পশু বিবরে,
আকুল প্রাণে বিহগকুল, কুলায়ে তরু কোটরে;
শান্তি সুখে সকলে, গাঢ় নিদ্রার কোলে—লভিল বিশ্রাম—
স্বামী সঙ্গ-সুখ-তৃপ্তা, সুপ্তা সতী যুবতী।
সংস্কোচে সংগোপনে সঙ্কেত অনুসারে,
কামুক পাশে কুলটা-কুল ধাইল অভিসারে,
বিরহ বিধুরা-বালা অজ্ঞাত সারে,—
তিতাইল তরুণী তনু নয়ন আসারে,
আবরি তনু তিমিরে, ঘোর পাপাচারে, ধাইল তস্কর—
নিশাচর রবে ধরা ধরিল ভীমা মুরতি।
নিশিথ নিশাতে সবে সুপ্ত পল্লী নগরে,
ভাগ্য হীন সুরথ মাত্র মগ্ন চিন্ত-সাগরে,
একাকি শ্মশানে পশি নির্জ্জন চিন্তাগারে,
ভাগ্য লিপী চিত্র বুঝি ভাবিছ অভাগারে—
যে চিত্র জীব-ললাটে, সে চিত্র এ চিত্রপটে, হের মহারাজ—
বিধি-বাক্যে এ আলেখ্য ধরিহে আমি নিয়তি

(নন্দী ও নিয়তির প্রবেশ)

সুরথ।—এ ঘোর তমসাচ্ছন্ন—দুর্য্যোগময়ী যামিনীতে ভীষণ শ্মশান ক্ষেত্রে কে আপনি? নির্ব্বাণপ্রায় শ্মশান চিতার সন্দিভূত

আলোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি, শিরদেশে পিঙ্গল জটা জাল। ললাটে রক্ত তৃপুণ্ড্রক। কণ্ঠে মহাসঙ্খেরসহ রুদ্র ক্ষ মলা লম্বিত। পরিধান রক্তাম্বর। বাম হস্তে মহা ত্রিশূল—দক্ষিণ হস্তে মহাসংঙ্খের জপ মালা। সঙ্গে রক্তাম্বর পরিহিতা সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিতা সিমন্তিনী ভৈরবী-মূর্ত্তি। আপনারা কি এই মহাশ্মশানের মহাকাল ভৈরব ভৈরবী যদি কোন প্রেত পিশাচের প্রতারণা না হয়, তবে আমার প্রণাম গ্রহণ করুণ (প্রণাম) প্রকৃত পরিচয় দানে কৃতার্থ করবেন কি?

নন্দী — মহারাজ সুরথ শুন পরিচয় মম।
নহি আমি শ্মশান ভৈরব
শিবদাস নন্দী আমি,
আসিয়াছি জানাইতে প্রভুর আদেশ।
ভাগ্য চক্রে মহারাজ রাজ্যভ্রষ্ট তুমি,
হা'র'য়েছ পত্নী-পুত্র স্বজন বান্ধব,
পাবে ভ্রষ্ট রাজ্য।—হের সন্তুষ্টা নিয়তি,
শিব-শুভ-দৃষ্টে নষ্ট দুরদৃষ্ট তব।

সুরথ — যা ঘটেছে ঘটিছে যা, সকলি স্বপন,
এ জীবন স্বপ্নময় হইতেছে জ্ঞান।
কতই দেখিনু স্বপ্ন—আশার কুহকে
কি স্বপ্ন আবার দেব এ'লে দেখাইতে?

নন্দী — নহে স্বপ্ন, নহে কোন মায়াবির মায়া,
শিবদাস নন্দী আমি; হের মহারাজ,—
হের ঐ জগতের মান চিত্র ধরি।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে তব সদয়া নিয়তি।

সুরথ।— নিয়তি—নিয়তি মাতঃ। প্রসন্না কি তুমি?
দেখি মা—দেখা মা তব আলেখ্য খুলিয়া।

বর্ত্তমান, ভাবি চিত্রে কি চিত্রিত মোর,
কিবা সে চিত্রিত ছিল ভুত চিত্রপটে .

নিয়তি।—কি দেখিবে মহারাজ! সে চিত্র খুলিয়া!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-চিত্র সে বিশাল পটে
কোটী সূর্য্য, গ্রহ, তারা, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল
কত নদ নদী শৈল অনন্ত সাগর,
মূহুর্ত্তে ফুটিছে পুনঃ মিশিছে সে পটে!
কি বুঝিবে, কি দেখিবে সে অলেখ্য লেখা!
বিশাল দিগন্ত ব্যাপী সাগর শৈকতে
ক্ষুদ্র বালু-কণা যথা, তা হ'তেও তুমি—
ক্ষুদ্রাদপী ক্ষুদ্র চিত্রে চিত্রিত সে পটে।
স্থুল দৃষ্টি মানবের দৃষ্টি অগোচর!

সুরথ।— স্থুল-দৃষ্ট নর-নেত্র সে চিত্র দেখিতে—
অসমর্থ যদি, তবে কি কাজ দেখায়ে—
দয়াময়ি! কহ তবে—কহ দীনদাসে,
কি আছে চিত্রিত মো'র ভাবি ভাগ্য পটে।

নিয়তি।—বর্ত্তমান চিত্র তব যদিও মলিন,
ভবিষ্যত চিত্র কিন্তু উজ্জ্বল তোমার,
হের রাজা দেখাইব অলেখ্য খুলিয়া,
পাবে দৃষ্টি, দেখ চিত্র—পরশি নন্দিরে।

(নন্দীকে স্পর্শ পূর্ব্বক আলেখ্য দর্শন)

সুরথ।— স্বগুণে স্বদাসে যদি সদয়া সম্প্রতি,
কহ সতি কহ তবে, ঘুচাও সন্দেহ!
হেরিনু শ্মশান চিত্রে ঘোর বিভীষিকা!

রক্তময়-দেহ, পুত্র অধির আমার,
লুটিছে ভুতলে যেন . শুনিনু আবার
অস্ফুট কাতর স্বর যেন পুত্র মম,
যাচিছে কাতরে জল অন্তিম তৃষ্ণায় !
কেন মা হেরিনু আজ হেন বিভীষিকা ?
কেন পরক্ষণে শুনি অশুভ বারতা—
দিবদাস মুখে, কেন আনি দিল
মৃত পুত্র তনুচ্ছদ, শিক্ত অশ্রু জলে।
ভাবি সম্পদের মাগো এই কি লক্ষণ ?

নিয়তি —যা দেখেছ মহারাজ! অলিক সে নয়!
হের মোর চিত্রপটে, অসহায় বনে,
বাণ বিদ্ধ পুত্র তব লুটিছে ভূতলে।
পড়েছে মৃত্যুর ছায়া বিগত কৈশরে,
উন্মেষ যৌবনে হের মুক্ত সে কালিমা।

নন্দী।— যাও রাজা মেধস্ আশ্রমে, লয়ে বিধি—
যথা বিধি পূজ অম্বিকায় কায়মনে,
দেবী পূজা প্রচারিতে আসা মর্ত্যে তব,
কর কাম্য পূজার প্রচার, ধরাধামে ;
পাবে পুন ভ্রষ্ট রাজ্য জিনিবে বসুধা,
আর যাহা জিজ্ঞাসিবে বলিবেন ঋষি,
যাও রাজা প্রভাতা যামিনী,
চলিনু স্বধামে মোরা,—নেহার অদূরে—
নর্ম্মদার পরপারে মেধস্ আশ্রম—

সুরথ।—সামান্য মানব আমি, নাহি পুণ্যবল,
বল প্রভু! কি গুণে পাইব দেখা তাঁর,

সর্ব্বগুণময়ী যিনি ত্রিগুণ অতীতা !

(করপুটে ঊর্দ্ধমুখে)

হায় মা এ ভাগ্যহীন সন্তানের সনে,
কেন এছলন শ্যামা . কেন বিড়ম্বন !
কেন মা দেখাস্ বৃথা আশার স্বপন,
কি মায়া সঞ্চারি চিতে, বিরাগের পথ হ'তে,
কেন মা সংসার পথে কর আকর্ষণ,
আর কেন দেখাস্ মা আশার স্বপন !
কি জানি কেনম কার কোন্ মন্ত্র বলে,
ছিন্ন-তার হৃদি তন্ত্রী উঠে মা বাজিয়া,
গ্যাছে রাজ্য ধন জন, সম্পদ সহায়,
হারায়েছি কুল-লক্ষ্মী কনক প্রভায়,
নাই সে নয়নানন্দ যুগল নন্দন !
ছিড়েছে জন্মের তরে সংসার বন্ধন
যাক্ জায়া যাক্ পুত্র, স্বজন বান্ধব মিত্র,
যাক্‌বে সম্পদ সুখ যাক্ রাজ্য ধন,
একে একে ছিড়ে যাক্ সংসার বন্ধন,
ছিল যে ভ্রান্তি বিশ্বাস, আমি প্রভু অন্যে দাস,
গিয়েছে সে ভুল, স্থূল জেনেছি এখন
রিপুর দাসত্বে মত্ত আমি অভাজন ॥
আর কেন, সব যাক্ যা আছে যথায়,
এ জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে, জুড়াই মায়ের কোলে,
নেমা কোলে তুলে কুল দায়িনী কোথায়
হর দুঃখ হর-রমা, আর কত কাঁদাবি মা,
কেঁদে কি জনম শ্যামা যাবে মা বৃথায়,
কর দুর্গে কর্ণপাত, দাসের কথায় ॥

গীত।

দুঃখ হর হর কান্তে।
আর কত দিন এভবে, (মাগো) রাখ্‌বি ম এভাবে,
চিরদিন কি যাবে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

আমার গ্যাছে রাজ্যপদ, ঘুচেছে বিপদ,
চাইনে সে পদ পদ প্রান্তে,—
আমার মিটেছে সংশয়, (মাগো বিষময় বিষয়,
পাপের আশয় পে'রেছি জান্‌তে।

পেয়ে অনিত্য রাজত্ব, ছিলেম সদা মত্ত,
হয় নাই তব তত্ত্ব চিন্তে,—
আমি পরকে ভেবে ভৃত্য, (মাগো) করেছি প্রভুত্ব,
আমি পরের ভৃত্য ভাবি নাই ভ্রান্তে

এসে মা তোর্ মায়ার হাটে, মেজে লোভের মুটে,
মরি খেটে অবিশ্রান্তে—
পড়ে পাঁচ ভূতের ঠাটে, (মাগো) নাচি ভূতের নাটে,
এমন ভূতের হাটে আছে কি আনন্তে

আমার ঘুচাও মা প্রভুত্ব, অভিমান মহত্ব,
জ্ঞান তত্ত্ব চাইনে শুন্‌তে,—
আমায় দেমা সে সুমতি, (মাগো) হয়ে শিশুমতি,
যেন পদে মতি রাখি একান্তে

যদি প্রহারিলে মাতায়, শিশু কেঁদে মাতায়,
মা মা ব'লে অবিশ্রান্তে—
তবে অমনি সে রাগ ভুলি, (মাগো) মা লন কোলে তুলি,
মুছাইয়ে ধূলি অঞ্চল প্রান্তে

(একবার) তেমনি মায়ের মত, কোলে নে এসে মা,
কোথা গো মা শ্যামা শান্তে —
দীন অহিভূষণ বলে, (মাগো) নিতিম্ কোলে তুলে,
ছেলের মত যদি জান্‌তেম কাঁদ্‌তে।

(অন্তরীক্ষে ভগবতীর আবির্ভাব ও আকাশবাণী)

(সুরে)

একান্ত প্রশান্ত মনে বসন্ত কালে ;
কর রাজা কাম্য পূজ , নর্ম্মদা কূলে ;
দুরদৃষ্ট যাবে দূরে, ভ্রষ্ট রাজ্য পাবে ফিরে,
ভাসিবে আনন্দ নীরে শান্তি হিল্লোলে ॥

সুরথ —(সবিস্ময়ে শূন্যবাণী শ্রবণপূর্ব্বক শূন্য দৃষ্টে) এখন যে মা আমি দীনের অধিন পথের ভিখারি, আমি কি দিয়ে তোর পূজা করব মা !

পুনঃ শূন্যবাণী

জিজ্ঞাসি ঋষি মেধসে, পূজ এই বনপ্রদেশে,
ভক্তি যোগে মোর উদ্দেশে, কন্দ মূল ফুল-ফলে জলে ॥

[সকলের প্রস্থান।

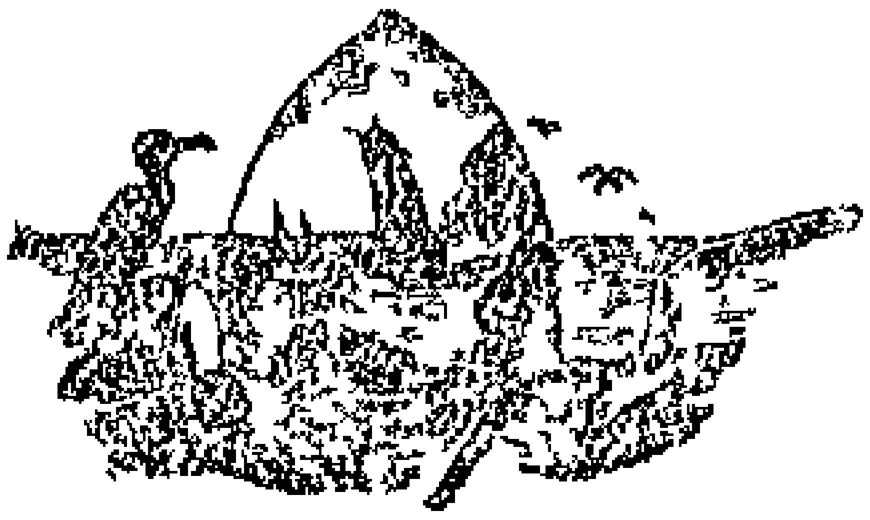

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নর্ম্মদা উপকূলস্থ মহাশ্মশানের অপর প্রান্ত।

(রক্তবস্ত্র পরিহিতা ত্রিশূলহস্তা ভৈরবীর প্রবেশ।)

ভৈরবী —আহা হা। একে একে সব গেল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সোণার সংসার ছারখার হয়ে গেল. মা জগদম্বে! খুব খেলা খেল্‌লি মা—খুব খেলা খেল্‌লি!—যে তোদের ভাল বাসে—যে বিপদে ডাকে—সম্পদে ডাকে—সুখে ডাকে—দুঃখে ডাকে, তুমি এম্‌নি পাষাণী মা, তাকেই বিপদে ফেলে অশান্তির সাগরে ভাসাও! নিজে শ্মশান ভাল বাস, রাজ রাজেশ্বরী হয়ে পাগলিনী সাজ্‌তে ভাল বাস বলেই কি তোমার অনুগতা দাস দাসিদেরও শ্মশানবাসিনী কর, তাই কি মা তেমন রাজ রাজেশ্বর সুরথের তেমন রাজলক্ষ্মী রাণীকে এমন ধারা শ্মশানবাসিনী কল্লে, পাগল হ'তে ভাল বাস ব'লে কি অপরকে এম্‌নিধারা পাগল কর্‌তে হয়! তোদের পাগলের হাটে সবাই প্রেমের পাগল, আপনার আনন্দে আপনি পাগল। তোদের প্রেমের হাটে আনন্দের খেলা

প্রেমিক পাগলের মেলা ! কিন্তু মা ! রাজমহিষী কনকপ্রভাকে ত প্রেমে পাগল কর নাই, সে যে মা তেমন সোনার চাঁদ—তেমন বুক ভরা ধন হারিয়ে, বুক ফাটা পুত্র শোকে পাগল ! যে দিন সেই পতি পুত্র হারা বনবাসিনী সতীর কাছে একজন সন্ন্যাসী এসে বল্লে, তোর হরি বোলা ধন সুধিরকে কর্ণাটের কিরাত সেনারা ধরে নিয়ে গিয়েছে, শ্মশানকালীর কাছে নরবলি দেবে, সেই কথা শুনে পর্য্যন্ত, হতভাগিনী মার প্রাণে যে কি হয়েছে তা অন্তর্য্যামিনী মা ! তুমি ভিন্ন আর কে বুঝবে । আহা ! সেই হ'তে তেমন জ্ঞানবতী সতী যেন একবারে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছেন, তেমন কাঁচাসোনারকান্তি !—তেমন সদ্য ফুটন্ত গোলাপটী যেন একবারে শুকিয়ে গিয়েছে ! সর্ব্বদাই উন্মনা ! কখন্ কোথায় চলে যাবেন ব'লে একটীবার কুটীর ছাড়া হতেমনা একটীবার ঘুমাতেমনা, আজ কদিন, দিন রাত জেগে একটু চ'ক বুজেছি আর কোথায় চলে গিয়েছেন এত খুজ্‌ছি কোথাও দেখ্‌তে পাচ্ছিনা । সমস্ত শ্মশানটাময় তন্ন তন্ন করে খুজে দেখলাম এক বার ঐ নদীর ধারটার দিকে দেখি আহা ! মা ! তেমন সতী লক্ষ্মীর দশাও এমন কল্লে ।

ভৈরবীর প্রস্থান ও উন্মাদিনী বেশে ছোট রাণীর প্রবেশ ।

গীত ।

রাণী ।—আশার স্বপন ভাঙ্গ্‌ল আমার, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব ফুরাল ।
আমি খেল্‌ব ব'লে গড়িলাম ঘর, আমার ধুলার ঘর ঝড়ে উড়িল ।
আ পড়া পাখীকেও লোকে, যতনে পিঞ্জরে রাখে,
কত মধুর মধুর বুলি শিখে, আমার পড়া পাখী উড়ে গেল
কোথা সুখ সম্পদের মেলা, কোথা পুত্র হরি বোলা,
সব যেন স্বপনের খেলা, স্বপনে সকল মিশিল ।

রাণী —সব ফুরিয়ে গেল রে—সব ফুরিয়ে গেল। স্বপ্নের খেলা—স্বপ্নেই মিশিয়ে গেল। আমি রাজরাণী—রাজরাণী ব'লে রাজরাণী, মহারাজ সুরথের পাটরাণী! তেমন হরি-সাধাধন সুধিরের মা, এক দিন সে সাধের পাখী—সে হরি-বুলি বলা বুক-ভরাধন শুক পাখী এ পিঞ্জরে ছিল! পিঞ্জর আলো করে ছিল! কত মধুর হরি বুলি বল্‌ত, আজ সে পাখী নাই। উড়ে গিয়েছে—পিঞ্জর আঁধার করে কোথায় উড়ে গিয়েছে। কেবল এ পোড়া শূন্য পিঞ্জর পড়ে আছে। সাধের পিঞ্জর আমার সুধির পাখীর সাধের পিঞ্জর যত্ন করে রাখ্‌ব। আবার আলো হবে—আবার আমার পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জরে আস্‌বে। সুধির আমার হরিসাধনে গিয়েছে! আমাকে হরি এনে দেবে, হরি বোলার কল্যাণে হরি ধনে পাব! ভৈরবী পোড়ার মুখী বল্লে কিনা, সুধির আমার নাই, উঃ মাগো এ বুক ফাটা কথা কি বল্‌তে আছে! সুধির আমার বে কর্‌তে গিয়েছে, পোড়া মুখী বলে কিনা তাকে নরবলি দিতে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছে হিঃ হিঃ হিঃ খুব জাঁক হবে, রাজ্ রাজ্‌রার ছেলের বে, রাজা রাজ্‌রার মেয়ের সঙ্গে—কত জাঁক জমক। কত ধুমধাম বল্‌ছি—এখনি মহারাজকে বলছি, আমার সুধিরের বিয়ে খুব ধুম ধাম করতে। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য)

ভৈরবীর পুনঃ প্রবেশ

ভৈরবী —এই যে এখানে। সমস্ত দিনমানটা বনে বনে শ্মশানে শ্মশানে খুজ্‌ছি মা। ছি ছি এম্‌নি ধরা একাকিনী উন্মাদিনীর মত কি শ্মশানে শ্মশানে বেড়াতে হয়। চল কুটীরে চল।

রাণী।—(আকাশের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া) আ হাঃ হাঃ বেশ শোভা হয়েছে। মা বাপ হরা ছেলে আমার, মা বাপ পেয়েছে, ঐ যে নিল আকাশ! নিল আকাশের কোলে নিরবরণ -

ত্রিভঙ্গরূপ জগত পিতা হরি। তার বামে নিল বসনপরা জগত-মাতা রাধা তার কোলে আমার সুধির আ মরি মরি। নিলাচলের উপর নব তামালতরু তার অঙ্গে কনক লতা জড়ান, সেই লতায় একটী সোণার ফুল। থাক বাপ আমার. শান্তিময়ী মায়ের কোলে থাক।

ভৈরবী —আহা। মা তুমি তেমন গুণবতী—তেমন জ্ঞানবতী তেমন ধৈর্য্যশীলা হয়ে এমন হলে. চল মা রাজলক্ষ্মী কুটীরে যাই

রাণী —(অন্য মনে আকাশের দিকে চাহিয়া) একটু ঘুমনা সুধির! অমন স্নেহ মাখা মায়ের শান্তি ভরা কোল পেয়েছিস্! সারাদিন নেচে নেচে বেড়ালি, একটু ঘুমনা বাপ —কৈ কোথা গেল! আমার সুধির—আমার সোণার চাঁদ! আমার বুক ভরা চাঁদ—হরিবোলা ধন কৈরে বাপ,

ভৈরবী। আহা! আর সয়না, বুক ফেটে যায়! হায়রে বুক ফাটানো পুত্র শোক! তোর বেগ যে ধারণ করতে পারে তোর প্রখর বেগে যার ধৈর্য্যের বাঁধ না ভাঙ্গে, সেই নর দেহে দেবতা—সেই সংসারে মুক্ত আত্মা! মা সতীশ্বরী ভগবতী দুর্গে! সতীর দুর্গতি আর কত দেখবে মা!

রাণী —কে দিদি—দিদি এসেছ বেশ! বেশ হয়েছে! আমার সুধিরের বে, কর্ণাট রাজার মেয়ের সঙ্গে! তুমি না এলে মানাবে কেন? চল চল কর্ণাটে চল—খুব ধুম, খুব আমোদ হবে—চল চল (গমন উদ্যত)

ভৈরবী —(ধারণ পূর্ব্বক) কি কর রাজলক্ষ্মী মা আমার! সোণার প্রতিমে—সরলে. আমি তোমার সে ডাকিনী দিদি নৈ! সে সতীন হিংসার জিয়ন্ত মূর্ত্তি পিশাচি বড় রাণী নৈ! আমি তোমার সেই কাঙ্গালিনী দাসী ভৈরবী।

রাণী।—ভৈরবী—ভৈরবী—মা আমার! আমার সুধির কই। আমার হৃদয়ভরা ধন—আমার প্রেমিক-পাগল হরিবোলা ধন কৈ মা! উঃ মা বুক যে ফেটে গেল মা!

ভৈরবী।—মা। একটু স্থির হও একটু ধৈর্য্য ধর আমার কথা শোন! আমি সত্য করে বল্‌ছি, তোমার সুধিরের কোন অমঙ্গল হবে না। মঙ্গলময় হরি তাকে রক্ষা করবেন, তুমি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে আকাশের দিকে চেয়ে যা দেখছিলে তা ভ্রান্তি দৃষ্টি নয়—তাই সত্য! হরি-প্রেমিক—হরি-সাধক হরি দাসকে হরি অবশ্যই রক্ষা করবেন, হরিনামে কলঙ্ক কখনই হবে না, সকল ভার হরিকে অর্পণ ক'রে সেই শ্মশান বিলাসিনীর বিলাস ভবন এই শ্মশান ভূমে ব'সে ভক্তি ভাবে হরি ভক্তিদায়িনী মাকে ডাক! শ্মশানে এসে ডাকলে তিনি আগে শুনতে পান! শ্মশানই তাঁর সুখের স্থান, ডাক মা অভয়াকে ডাক, শ্মশানের বিভীষিকা দেখে ভয় পেয়ো না।

রাণী।—ভয়! হা হা হা এ পোড়া বুকে ভয়? কিসের জন্য ভয়? প্রাণের ভয়, প্রাণকে যে ভাল বাসে, তারি তো ভয়! যার প্রাণে মায়া নাই—আদর নাই, প্রাণ গেলেই যার প্রাণ জুড়ায়—প্রাণ গেলেই যে প্রাণে শান্তি পায়, তার প্রাণে আবার ভয় কি মা. এই তো অন্ধকার ঘুটু ঘুটে, ধূ ধূ ক'রে মাঝে মাঝে চিতা জ্বলছে, আর নিভছে; মড়া পুড়ছে—ভুত প্রেতনি নাচছে। কৈ এ দেখেতো পোড়া বুকে ভয় হচ্ছে না!

ভৈরবী।—এ সব অভয়ার দয়া মা! আমাদের আশ্রমের সন্ন্যাসী ঠাকুর ব'লেছিলেন, "সাধলেই সিদ্ধি" তিনি যেমন যেমন শিখিয়ে দিয়েছেন তেমনি ভাবে মন বেঁধে যোগাসনে বসে মা যোগমায়ার সাধনা কর, সকল দুঃখের শান্তি হবে

(কাপালিক বেশে মন্ত্রীর প্রবেশ)

কাপালিক —কে তোমরা এই ঘোর নিশিথ সময়ে মহা শ্মশানে যোগ সাধনের উদ্যোগ করছ ? যোগ সাধন সহজসাধ্য নয় অগ্রে আসন, রেচন, পুরণ, কুম্ভকাদি শিক্ষার প্রয়োজন।

ভৈরবী —কে আপনি প্রভু !

কাপালিক ।—আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন, আমি একজন সাধন শ্মশান বাসী সন্ন্যাসী এই পরিচয়ই যথেষ্ট

রাণী —হাঁ হাঁ, চিনেছি ! তুমি শ্মশান বাসী, মহা শ্মশানের শ্মশান ভৈরব, প্রণাম কবিগো ঠাকুর—তোমাকে প্রণাম করি।

(প্রণাম)

কাপালিক —স্ত্রীলোকটী দেখ্‌ছি উন্মাদিনী ?

ভৈরবী —সহজে উন্মাদিনী হয় নাই, পরিচয় দিতে বুক ফেটে যায়, রাজরাজেশ্বরী আজ ভিকারিণী পতিপুত্র হারা উন্মাদিনী !

কাপালিক —চিন্তা নাই অচিরেই উন্মাদ ব্যাধির শান্তি হবে ? এখনি ঔষধ দিচ্ছি. গুটীকতক বিল্বপত্র আর কিছু আতপ তণ্ডুল সংগ্রহ আছে কি ?

ভৈরবী —এখানে কোথায় পাব প্রভু। কুটীরে সংগ্রহ আছে !

কাপালিক ।—কুটীর কত দূরে ?

ভৈরবী ।—শ্মশানের প্রান্ত ভাগে, নদীর কূলে।

কাপালিক —যাও নয়ে এস, খুব শীঘ্র

ভৈরবী —যে আজ্ঞা প্রভু। এ দয়া চিরদিন মনে থাকবে।

(প্রস্থান)

কাপালিক ।—(স্বগত) এখানে কার্য্য সিদ্ধি হবে না, অনেক বিঘ্ন বাধা ঘট্‌বার সম্ভব। কর্ণাটের সেই শ্মশান প্রান্তরে কিরাত অধিকার মধ্যে নিয়ে যেতে পারলে তবে নিরাপদ। (প্রকাশ্যে)

উন্মাদিনী! শঙ্কাকুলা হয়োনা, আমি তপ বল প্রভাবে সমস্ত জান্‌তে পেরেছি, তুমি অঙ্গেশ্বর সুরথের কনিষ্ঠা মহিষী, কতকগুলি কুচক্রীর আরোপিত দোষে পতি পরিত্যক্তা, এক্ষণে তোমার একমাত্র পুত্র, নরবলির জন্য কর্ণাটের শ্মশান প্রান্তে কিরাতগণ কর্ত্তৃক বন্দী—আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন

রাণী ঠাকুর, তুমি মানুষ নও দেবতা। বল ঠাকুর বলগো। আমার সুধির ত বেঁচে আছে? আমার বুকভরা ধনকে—আমার অন্ধের নয়ন সুধিরকে কি দিতে পারবে? প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌ব—চিরদিন তোমার দাসীর দাসী হয়ে থাক্‌ব

কাপালিক।—আমি সেই শ্মশান ক্ষেত্রেই চল্লেম, আমার সঙ্গে যেতে পার্‌বে? চল, তারার ইচ্ছায় অবশ্যই মঙ্গল হবে, কিন্তু আর সময় নাই। রাত্রি মধ্যে না যেতে পার্‌লে রক্ষার আশা খুব কম

রাণী —চলগো ঠাকুর চল। যেখানে বল্‌বে সেইখানেই যাব। তোমার চরণে প্রাণ দেব, চিরদিন দাসী হয়ে থাক্‌ব।

কাপালিক —তবে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করো না, শীঘ্র দ্রুতপদে আমার সঙ্গে এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—অঙ্গেশ্বর সুরথের রাজধানীস্থ কারাগার।

(কারাগার মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরঞ্জয়সিংহ, চতুর্দ্দিকে প্রহরীগণ)

১ম প্রহরী —তুই না তখন ঘুমিয়েছিলি ?

২য় প্রহরী —ঘুমাব কোথা ? আমার ত তখন পাহারা।

১ম প্রহরী। রাত তখন কত বল্ দেখি ?

২য় প্রহরী ঠিক্ দুপুর বেজে গেল, বীরবলসিং লুণ্ঠু-তেওয়ারি, ভায়ারাম পাঁড়ে, সব্যু দোবে, রামভজন চোবে, এম্‌নি এম্‌নি বারজন উত্তর তোরণে বদ্‌লি হয়ে গেল, আমরাও পাহারায় খাড়া হলেম

১ম প্রহরী তারপর

২য় প্রহরী তারপর বল্‌তে কি ভাই, সেই চম্‌চমে নিশুতি রাত, মাঝে মাঝে পাহারাদারদের হাঁক বৈ আর সাড়া শব্দটী নেই, সেই ঘুরঘুট্টি আঁধারভরা দুপোর রেতে, ঠিক যেন আকাশের উপর হ'তে, বাজের মত আওয়াজে কে কি বল্‌লে, আর অম্নি চারিদিক থেকে গুড় গুড় দুড় দুড় শব্দে ইঁট পাট্‌কেল, হাড়, মড়ার মাথা, কত কি পড়্‌তে লাগ্‌ল, আর আকাশের উপর

থেকে হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ করে হাসির শব্দ, আর হাততালির শব্দ হ'তে লাগ্‌ল। তাই দেখে শুনে আমার ত ভাই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উজ্জুগ কল্লেন। এখনো বুকের ভিতর তুলো-রাম খেলা কর্‌ছে মাইরিভাই কোন্‌ শালা ভাঁড়াচ্ছে! তুই আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ না মা কালবাস্তির পোহাও মা! কা'ল চাকরিকে সেলাম ঠুকে, দেশে গিয়ে ভঁইস্‌ চরিয়ে খাব! রাজবাড়ীর আটাঘিকে দণ্ডবৎ—আমার ছাতুলঙ্কা বেঁচে থাক্‌।

১ম প্রহরী। দুর্‌ পাগলা ভয় করিস্‌নে, বুকে জোর করে দাঁড়া—খাড়া হয়ে সাব হাঁকী জোরে

১ম প্রহরী —বহুৎ আচ্ছা—লাগে, সাব হাঁকি (উভয়ে) পা—হা—রা সব ঠিক রহো—হো——

(বক্তাক্ত কলেবরে দ্রুতপদে বিদূষীর প্রবেশ)

বিদূষী —দোহাই বাবা —দোহাই উপদেবতা র বা! রক্ষা কর বাবা! ও বাবা পাহারাওয়ালা বাবা, বাঁচা বাবা! ও বাবা! ছোট রাণী পোড়ারমুখী বনে গিয়ে অপঘাতে ম'রে পেত্নি হয়েছে, দোহাই বাবা গদাধর! আজকার রাত্‌টে বাঁচা বাব! কা'ল গয়ায় গিয়ে ছোটরাণীর পাদপদ্মে তোমার পিণ্ডি দিয়ে আস্‌ব, দোহাই বাবা। রক্ষা কর (কম্পন ও পতন)

(খঞ্জভাবে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ সত্যশরণের প্রবেশ।)

সত্যশরণ —(তোৎলা স্বরে) দে দো দে দোহাই বাবা তোমারগে—বে-বে-বে বেম্ম দত্যি দো-দো দো দোহাই মা, পে-পে-পে পেত্নি মা ঠাকুরুণ রক্ষ কর তোমারগে — আঁ-আঁ-আঁ আঁম্‌ আঁম্‌ আঁমাবস্থে রাত্তিরে কাল ছাগল কেটে তো-তে তো তোম্‌-তোম্‌-তোম্‌ তোমার পু-পূ-পূ পূজো দেব, তোমারগে—(কম্পন)

(ত্রাসিতভাবে দ্রুতপদে বিশারদের প্রবেশ।)

বিশারদ —বাসাইয়্যা দিইছে। অন্তরীক্ষ হইতে পরস্রাব ত্যাগ কইর‍্যা আমাগর সর্ব্বশরীর বাসাইয়্যা দিইছে. মুহের মদ্দ্যা, চহের মদ্দ্যা, নাস রন্ধ্র মদ্দ্যা, কর্ণবিবর মদ্দ্যে পরস্রাব প্রবেশ কর্‌ছে, নারায়ণ। নারায়ণ

(সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ)

সঞ্জয়কেতু —একি? বিদূষী রক্তাক্ত কলেবরে ভূতল-শায়িনী, সত্যশরণ, বিশারদ মহাশয়, ত্রাসিতভাবে দণ্ডায়মান, আপ্‌নাদের উপরেও উপদ্রব হয়েছে নাকি?

বিশারদ —আমাগর গাত্রে মূত্রত্যাগ কইর‍্যা বাসাইয়্যা দিইছে। অতি দুর্গন্ধ, বুত মূএ অতি বিস্বাদু,—অতীব তীব্র। নাসারন্ধ্র হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রবেশ কর্‌ছে।

সত্যশরণ।—(তোৎলা স্বরে) আঁ-আঁ আঁ। আম্ আম্ আমারও ঘা ঘা ঘায়ের উপর এম্‌নি একখান্ তোমারগে— পা পা-পা পাথর ফেলে মে-মে মেরেছে, পূঁ-পূঁ পুঁ-পূজ্ রক্তে ভেসে যাচ্ছে তোমার গে—

বিদূষী (সরোদনে) বাবাগো আমার দশা দেখ বাবা। মাথাটা ভেঙ্গে দিয়েছে, রক্তে ঢেউ খেল্‌ছে। আর বুঝি বাঁচব-না বে—বাবা—

সঞ্জয়কেতু।—সব দেখ্‌ছি, সারারাত্রি ধরে অনেক দেখেছি বুঝ্‌তেও অনেকটা পেরেছি। যাক্ এখন রাত্রিও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, দিবাভাগে বিশেষ ভয়ের কারণ কিছুই নাই, এখন সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন কর (স্বগত)

সেই কথা হতেছে স্মরণ,
বন্দী যবে জগতের আদর্শ পুরুষ
মহাবীর পুরঞ্জয়! যবে নির্ব্বাসিতা—

অঙ্গরাজ্য অঙ্ক লক্ষ্মী সতীর প্রতিমা—
মহিষী কনকপভা, মগধ নন্দিনী।
সেই দিনে যেই কথা বলেছি মন্ত্রীরে,
বলেছিনু যেই কথা জ্যেষ্ঠা মহিষীরে
সেই কথা আজ মোর হতেছে স্মরণ।
ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি হেতু, যে পাপের পথে—
হয়েছিনু অগ্রসর, বা পূরিতে আশা
কুচক্রী মন্ত্রীর সাধ না হ'তে পূরণ,
পড়িল বিষম বাধা সে পথে সহসা!
ঘটিতেছে চারিদিকে অশুভ লক্ষণ,
মেঘে ঝরে শোণিতের ধারা
শূন্য পথে ভৈরব চিৎকার—
অট্টহাস—করতালি—বিকট তাণ্ডব।
পড়িছে অঙ্গার অস্থি শীলা, চতুর্দ্দিকে।
অদৃশ্যে ভাণ্ডার লোটে পিশাচ ভৈরব।
কিন্তু ইহা নহে শুদ্ধ অপদেব লীলা,
ভাগ্য-পট দুঃদৈব নাচিছে।
অধর্ম্মের ক্ষণ অভ্যুদয়—
উল্কা গ্রহ প্রায়,
আকাশে জ্বলিয়া পুনঃ আকাশে মিশায়
অধর্ম্মের ক্ষণিক প্রভাবে
ক্ষণমাত্র নিরবে থাকিয়া,
আবার দিগন্তব্যাপী জাগায়ে জগৎ
জানাইয়া—দেখাইয়া ধর্ম্মের মহিমা,
আবার ধর্ম্মের ভেরী উঠিল বাজিয়া

গীত।

সময়ে ধর্ম্মবল, হলোরে সুপ্রবল,
অধর্ম্মের বল আজ টুটিল
ত্রাসে কাঁপে অঙ্গ, দৈব বৈরঙ্গ,
অঙ্গরাজ্যে বিপদ ঘটিল।
আকাশে ভৈরব, বিকট কলরব,
পিশাচ ভৈরব জুটিল,
বরষে অনিবার, শোণিত অঙ্গার,
ভৈরবে ধনাগার লুটিল

[বিদুষী, বিশারদ, সত্যশরণের প্রস্থান

১ম প্রহরী —সেনাপতি মশাই এসব কি কাণ্ড ? এ রাজ্যেতে ভূতের ভয় কখনও ছিল না !

২য় প্রহরী —শুনছি না কি, ছোট রাণী মাঠাকুরুণ বনে গিয়ে অনাহারে মরে, ভূত হয়েছেন

সঞ্জয়কেতু —সে সব কিছুই নয়, তোমরা খুব সাবধানে পাহারায় থাক্‌বে আজ কারাগারের পাহারা খুব সাবধান, খুব হুঁসিয়ার, জাগ—সকলকে জাগাও।

প্রহরীদ্বয় —যে আজ্ঞা ।—

[সঞ্জয়কেতুর প্রস্থান

১ম প্রহরী —মার্ ভাই খুব সাহস করে—জোরে মার একটা হাঁকি———

২য় প্রহরী —আচ্ছা—লাগে—

উভয়ে —(উচ্চৈস্বরে) পাহারা—সব ঠিক্ রহ—হোঃ—ও ও—ওঃ

১ম প্রহরী —বহুৎ আচ্ছা ভাই খুব হুঁসিয়ার, কুছ্ পরওয়া নেই—

২য় প্রহরী —পরওয়া ত নেই বল্লেই হলো! আজকের রাত্তিরটা দৈবে দৈবে কেলে গেল। আসছে রাত্রে তারা ফের পরওয়া দেখা দেবে।

১ম প্রহরী।—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিস্ কি? ঘুরে ঘুরে ফিরে পাহারা দে, চল্—ভিতর দিকটা একবার দেখে আসি।

২য় প্রহরী।—বহুৎ আচ্ছা—চল্ তুই আগে আগে চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দী ও জয়ার প্রবেশ।)

নন্দী।—হের জয়া! অবসান নিশা
ডাক তব ভূত প্রেত পিশাচ ভৈরবে,
চল ত্বরা শূন্য পথে, পশি কারাগৃহে—
মুক্ত করি বীর পুরঞ্জয়ে।
হের তব ভূত প্রেতগণ,
এখনো করিছে উপদ্রব!

জয়া।—ওরে—ও—ভূতেরা, আর রাত নেই সব চলে যা।

নন্দী —চল জয়া যাই কারাগৃহে
পুরঞ্জয়ে করিতে মোচন।
হের ঐ অবসান নিশা,
বিলম্বেতে ঘটিবে প্রমাদ

জয়া —বল নন্দি! কেমনে পশিবে কারাগৃহে,
চারিদিকে জাগিছে প্রহরী—
ভীম কায়—ভীম অস্ত্রধারী
প্রকাশ্যে পশিলে দিবে বাধা!

নন্দী।—নাহি চিন্তা তার,
লুপ্ত কর চেতন সবার,

ডাকি দেহ মায়া নিদ্রা মহামন্ত্র বলে,
অচেতনে যাক্ নিদ্রা প্রহরী সকলে।

[কারাগার অভিমুখে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কারাগৃহ।

শৃঙ্খলাবদ্ধ পুরঞ্জয় সিংহ ও প্রহরী দ্বয়।

১ম প্রহরী আপনি দিনরাত কি ভাবেন? ঘুমান না—আহার করেন না, এমন করে, আর ক দিন দেহ থাক্‌বে। একটু ঘুমান

পুরঞ্জয় —ঘুমাব!!—প্রহরী! আমি ঘুমাব সে দিন,
যে দিন মুদিব আঁখি, অনন্ত নিদ্রায়।

২য় প্রহরী আপনি আমাদের প্রভু, আমরা কায়মনে কামনা কর্‌ছি, ভগবান শীঘ্রইআপ্‌নার এ কষ্ট দূর কর্‌বেন।

পুরঞ্জয় —কষ্ট!—কি কষ্ট প্রহরী?—
অনাহারে অনিদ্রায় নাহি কষ্ট মোর,
সুখে আছি কারাগারে দিন প্রতীক্ষায়,
দেখিবারে ধর্ম্মের বিচার!

১ম প্রহরী। আপনি নিষ্পাপ হ'লে, সে বিচার একদিন হবেই হবে। শরীর বজায় রাখুন, সব দেখ্‌তে পাবেন দেখুন দেখি, কি ছিলেন, আর কি হ'য়েছেন। তেমন সিংহের বল,—সিংহের বিক্রম! যেন কোথায় যাচ্ছে!

পুরঞ্জয়।—সব আছে—যায় নাই কিছু!
অনাহারে অনিদ্রায় শৃঙ্খল বন্ধনে
সে সাহস সে বিক্রম অটুট এখনো।

১ম প্রহরী।—আজ আপনার উপর বিশেষ নজর রেখে কড়াকড় পাহারার হুকুম হয়েছে। কারণ কিছুই জানি না।

পুরঞ্জয়।—জানিবার নাহি প্রয়োজন,
অবিচারে প্রভু আজ্ঞা করহ পালন,
যাও—নিজ কাজে,
হের ঐ—আসিতেছে প্রভু তোমাদের।

(সঞ্জয়কেতুর প্রবেশ)

সঞ্জয়কেতু।—কারা রক্ষকগণ খুব সাবধান!

উভয়ে।—(ঘন ঘন পদচালন করিতে করিতে) জে আজ্ঞে জে আজ্ঞে—পাহারা সব, ঠিক রহো হো—ও—ও খুব হুসিয়ার!!

সঞ্জয়কেতু।—পুরঞ্জয় সিংহের কারা কক্ষ দ্বার দৃঢ়রূপে বদ্ধ আছে ত?

১ম প্রহরী।—আজ্ঞে একটা তালার উপর ফের দুটো তালা লাগিয়েছি।

সঞ্জয়কেতু।—উত্তম। খুব সাবধান!

[সঞ্জয়কেতুর প্রস্থান।

(নেপথ্যে নন্দী ও জয়া।)

জয়া।— যাও ত্বরা যোগ নিদ্রে!
অচেতন কর প্রহরীরে।

১ম প্রহরী।—সারারাত জেগে গা টা কেমন ম্যাটী ম্যাটী করছে, (জৃম্ভন মস্তক কণ্ডুয়নাদি দ্বারা নিদ্রাকর্ষণের লক্ষণ দর্শায়ন) আঃ সাইরি ভাই, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

২য় প্রহরী।—এই মরেছেরে শালা, খপরদার, ঘুমাবিত মর্বি এখনি কাঁচা গদ্দান কাটা যাবে, খুব হুঁসিয়ার!

১ম প্রহরী —তুই ভাই একটু হুঁসিয়ার থাক্, আমি তৎক্ষণ একটু ছোট করে ঘুমিয়ে নিই! (শয়নোদ্যত ও দ্বিতীয় প্রহরী কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া) আঃ কি করিস্ ভাই! মাইরি—ভাল লাগে না! ঘুমে চ'ক্ জড়িয়ে ধর্‌ছে!

২য় প্রহরী —ওরে বোকা! ঘুমলে কি আর রক্ষে আছে, জান্তে পার্‌লে জন্মের মত ঘুম পাড়াবে! ঘুম ছাড়া—ঘুম ছাড়া, হাতে হাতে ঘ'সে গরম করে চ'কে লাগা।

১ম প্রহরী —(হাতে হাতে ঘর্ষণ করিতে করিতে) দে ভাই দে, তুই সুদ্ধ লেগে হাতাপাতি গরম করে দে!

২য় প্রহরী —হস্তে হস্তে ঘর্ষণ করিয়া প্রথমের চক্ষে দিতে দিতে) এই—রে! আমারও যে হাঁ'ই উঠ্‌ছে, এই মরেছে, চ'ক-বুজে আস্‌ছে (গা ভাঙ্গিয়া) আর তাকাতে পারিনে যে, ওরে তুই আমার চ'ক্ টেনে ধর, আমি তোর চ'ক্ টেনে ধরি খবরদার বুজ্‌তে দিস্‌নে।

২য় প্রহরী —তুইও ধরিস্ খপরদার শালার চ'ক্‌কে বুঁজ্‌তে দিস্‌নে (পরস্পরের চক্ষু বিস্তৃত করিয়া ধারণ) দূর হক্‌গে ছাই এ হ'লোনা, চ'কে যেন ঘুমের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে, কাজ নেই শুয়ে পড়্—(শয়ন)

২য় প্রহরী —সেই কথাই ভাল, দুট তালার উপর ফের দুট তালা লাগানে আছে, কুছ্ পরওয়া নেই শুয়ে পড়া যাক্ (শয়ন)

(জয়া ও নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী।—হের জয়া অচেতন প্রহরী সকলে,

আপনি খুলিল হের দৃঢ় বদ্ধ দ্বার

চল কারা গৃহে ত্বরা, (গমন পূর্ব্বক)
পুরঞ্জয়——!

পুরঞ্জয় —(চকিত ভাবে)
দৃঢ় বদ্ধ দুর্গদ্বার—জাগিছে প্রহরী—
চতুর্দ্দিকে, ভীম বেশে ভীম অস্ত্র ধারী,
কেমনে পশিলে কারাগৃহ ?
কে তুমি দেবতা ? আইলে ছলিতে মোরে ?

নন্দী।—আসি নাই ছলিবারে, শুন পুরঞ্জয়!
যোগ নিদ্রা বলে করি অচেতন সবে,
পশিয়াছি কারাগৃহে অলক্ষ্যে সবার,
আপনি উন্মুক্ত হের দৃঢ় বদ্ধ দ্বার।

পুরঞ্জয়।—কিহেতু পশিলে কারাগৃহে ?
কার আদেশে ?—কি কার্য্য সাধিতে
দেব! দেহ পরিচয়

নন্দী —আসি নাই ছলনা করিতে,
অসংশয়ে শুন পুরঞ্জয়
শিব দাস নন্দী আমি,
আসিয়াছি হেথা—
তোমার উদ্ধার হেতু শিবের আদেশ।

পুরঞ্জয়।—প্রণিপাত করিপদে

নন্দী —হউক বাসনা পূর্ণ তব!
এস দেই খুলিয়া শৃঙ্খল।

পুরঞ্জয় —
রাজ-আজ্ঞায় বন্দী আমি রাজার বিচারে—
চিরদিন বন্দী রাখা কিম্বা মুক্তিদান,
যে বিচার সুবিধান করিবেন রাজা,

কহ দেব . অন্যের কি অধিকার তাহে !
গুপ্ত ভাবে হেন মুক্তি না করি প্রার্থনা।

নন্দী —পুরঞ্জয় . শিববাক্য ক'রো না হেলন,
ঘুচিয়াছে দুরদৃষ্ট সৌভাগ্য উদয়,
সুরথের দেবীপূজা মহাব্রত ফলে,
অঙ্গরাজ্য শান্তি-পূর্ণ হবে অচিরাৎ।

পুরঞ্জয়।—কহ দেব। কোথা মহারাজ।

নন্দী —সুরথ নর্ম্মদা কূলে মেধস্ আশ্রমে
যাও ত্বরা আনিয়া সুরথে,
সমর্প' কর সিংহাসন।
রাজদ্রোহি পাপীগণে করিয়া দমন,
কর পুনঃ অঙ্গরাজ্যে শান্তি সংস্থাপন।
ধর এই অঙ্গত্রাণ, শিব দত্ত অসি,
চলিনু স্বধামে মোরা—অবসান নিশা !

(শৃঙ্খল মোচন)

পুরঞ্জয়। দেব তিষ্ঠ ক্ষণকাল,

(পরিচ্ছদ ধারণ ও কারাগার বহির্ভাগে নিদ্রিত প্রহরীগণের ঘন ঘন ঘোর নাসিকা ধ্বনি)

আশীষ করিয়া দাসে দেহ তরবারি

নন্দী।—ধর বীর ! শিবদত্ত অসি !
সুরথ-বিজয়-লক্ষ্মী অসি অগ্রে তব।

পুরঞ্জয়।—প্রণিপাত করি পদে

নন্দী।—লভ বীর সর্ব্বত্রে বিজয়
হইয়াছে কার্য্যসিদ্ধি,—
যাও নিজে স্বধামে এখন

[নন্দী ও ভৃঙ্গীর প্রস্থান।

১ম প্রহরী —(সুপ্তোত্থিত ভাবে চক্ষু ঘর্ষণ ও ইতস্তত দৃষ্টি পূর্ব্বক ২য় প্রহরীকে জাগরিত করিতে করিতে) এই—এই। ওরে শালা মরেছিস্ নাকি ? এত ঘুম ?

২য় প্রহরী —(ব্যস্তভাবে উঠিয়া) কে ? আমি ? আমি ঘুমিয়েছিলাম, কোন্ শালা চ'কের পাত বুজেছে, যে ঘুমিয়েছে তার বাপ দাদার মুখে—রাধাকৃষ্ণ। আমার কাছে সেটী হবার যো নেই।

১ম প্রহরী।—তবে তোর নাক ডাক্‌ছিল কেন ?

২য় প্রহরী —ওটা কি জানিস্ ভাই, ওটা আমার দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও ডাকে। আমি খাড়া জেগে আছি।

১ম প্রহরী —সত্য কথা বল্‌তে কি ভাই, আমি ভাই একটু গা গড়াগড়ি দিয়েছিলাম।

২য় প্রহরী।—মিছে কথা বল্‌তে নেই, আমিও একটু এপাশ ওপাশ করেছিলাম, (কারাগার বহির্ভাগে পুরঞ্জয়সিংহকে সশস্ত্রে বিচরণ করিতে দেখিয়া ভীতভাবে) ওকে ? সেনাপতি পুরঞ্জয় সিংহ নয় ? এই রে সব মজিয়েছে। একটু ঘুমিয়ে পড়েছি, আর অম্‌নি শেকল-মেকল ছিঁড়ে, ঘর দরজা ভেঙ্গে বেড়িয়ে পড়ে সেজে গুজে ঠিক হয়েছে। এইবার জলজ্যান্ত প্রাণটা বিধে রে পড়ে মারা গেল। ভাল কর্ম্ম ঘুমিয়েছিলাম। কেন বাবা যমেরপো চ'কে এসে ঢুক্‌লে ? (পুরঞ্জয়ের প্রতি) বাবা সেনা-পতি মশায়! হাতকড়ি প'রে, ঘরে ঢুকে পড় বাবা! আমরা তালা বন্ধ করি, নৈলে এখনি জেন্ত প্রাণটা যাবে।

পুরঞ্জয় —কোনো চিন্তা করোনা প্রহরী,

না পশিবে তৃণখণ্ড অঙ্গে তোমাদের
পুরঞ্জয় থাকিতে জীবিত।
যাও দোঁহে—কহ গিয়া সৈনিক বিভাগে,

কহগে সঞ্জয়কেতু বিশ্বাসঘাতকে—
কারামুক্ত পুরঞ্জয়! মেঘমুক্ত রবি

প্রহরীদ্বয়।—যে আজ্ঞে

[প্রস্থান।

সঞ্জয়কেতু। (নেপথ্য হইতে) ধর—ধর, চতুর্দ্দিক হ'তে বেষ্টন কর,—শীঘ্র বন্দী কর।

(প্রহরীদ্বয় সহ প্রবেশ পূর্ব্বক)

আর্য্য পুরঞ্জয়সিংহ! আপনি আমার অস্ত্র-গুরু। কোনো রূপে আপনার সম্মান নষ্ট না হয়, এইটীই আমার প্রার্থনা আপনি রাজদণ্ডে কারাবদ্ধ, মুক্তিদানে আমাদের অধিকার নাই, আপনি বিনা বাক্যব্যয়ে, কারাগৃহে প্রবেশ করুন। যেন আপনার প্রতি বলপ্রয়োগ করতে না হয়।

পুরঞ্জয় —

স্নেহের চক্ষেতে তোরে রে সঞ্জয়কেতু!
সতত দেখেছি আমি, যত্নে শিখায়েছি—
অস্ত্রবিদ্যা, রাজনীতি, সমর-কৌশল।
শিষ্য জ্ঞানে দিনু তাই প্রাণ ভিক্ষা তোর!
কিন্তু যেন করিও না আর,
পুরঞ্জয়ে বাঁধিতে বাসনা!
ব্যাধের কৌশলে বদ্ধ মৃগেন্দ্র কেশরী,
ছিঁড়েছে শৃঙ্খল আর কার সাধ্য বোধে?

সঞ্জয়কেতু।—

সে গর্ব্ব উচিত নহে আর।
অসংখ্য বিপক্ষ সেনা বেষ্টিত আপনি!

পুরঞ্জয়।—

দেখেছিনু ভ্রাতৃভাবে অধম শৃগালে—
সিংহ-শিশু জ্ঞানে, ধিক্‌রে সঞ্জয়কেতু!
অগণ্য বিপক্ষ সেনা বেড়িয়াছে মোরে,
শত্রুভাবে দাঁড়াইয়া পাপিষ্ঠ শৃগাল
সেনাপতি সাজে তুই আর বীর যত!
সেই ভয়ে পুরঞ্জয় পরিবে শৃঙ্খল?
হও দেখি অগ্রসর সম্মুখ সমরে—
দেখাই শোণিত-নদে সন্তরণ ক্রীড়া!

সঞ্জয়কেতু।—

নারিলাম রাখিতে সম্মান!
হৃদয়ে বিঁধিছে বিষবাণ।
অমঙ্গল ঘটে কালক্ষয়ে—
সৈন্যগণ। ধর—ধর—ধর পুরঞ্জয়ে।

(প্রহরীদ্বয় ও সঞ্জয়কেতুর সহিত পুরঞ্জয়সিংহের যুদ্ধ)

পুরঞ্জয়।—(ক্ষিপ্র হস্তে, অসিসহ সঞ্জয়কেতুর হস্ত সবেগে ধারণ পূর্ব্বক)—

ভয় কি সঞ্জয়কেতু বধিব না তোরে,
ভ্রাতৃস্নেহ জাগিছে অন্তরে,
দেখাইলে অসীম বীরতা!
দেখাইলে অসীম সাধুতা,
প্রীতি-চিহ্ন কিবা দিব আর,
ধর এই—যোগ্য উপহার,

(শৃঙ্খলদ্বারা সঞ্জয়কেতুর হস্তদ্বয় বন্ধন পূর্ব্বক, প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) এখন তোমরা কার?

প্রহরীদ্বয়।—চিরকাল আপনার ছিলাম, এখনো আপনার।

পুরঞ্জয়—যাও বিশ্বাসঘাতক সঞ্জয়কেতুকে কারাগৃহে লয়ে যাও।

প্রহরীদ্বয়—জে আজ্ঞে—জে আজ্ঞে (সঞ্জয়কেতুর শৃঙ্খল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে)—

১ম প্রহরী—বাহবা রে বিধির উল্‌টো মার কি—মজার চাকরিই পেয়েছি একবার প্রজাকে রাজা সাজাচ্ছি—আবার রাজাকেও প্রজা সাজাচ্ছি আমরাই যেন ভগবানের সাক্ষাৎ পুষ্যিপুত্তুর। এমন চাকরি কি ছাড়তে আছে।

[শৃঙ্খলাবদ্ধ সঞ্জয়কেতুকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান

(দিবদাসের প্রবেশ।)

(সানন্দে গীত।)

দিবদাস।— হুমো বাঘ ভেঙ্গেছে খাঁচা,
এটা পাহাড়ে বাঘ, বেয়াড়া রাগ,
দায় হবে ওর হাতে বাঁচা
রাগে কর্‌ছে গড় গড়, লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে বাধাবে বগড়,
এই সুরু হ'ল বাঘের খেলা, দেখ ধর্ম্মের মেলায় খেলার ধাঁচা!
হুমো বাঘ ভেঙ্গেছে খাঁচা

পুরঞ্জয়।—দিবদাস! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

দিবদাস।—সেই—সেই শ্মশানে, নর্ম্মদা নদীর ধারে

পুরঞ্জয়—সেখানে মেধস্ মুনির আশ্রমে নাকি আমাদের মহারাজ আছেন?

দিবদাস।—হাঁ, একদিন দেখা হয়েছিল বটে, খুব অন্ধকার রাত্রে—শ্মশানে।

পুরঞ্জয়।—তুমি শ্মশানে কি জন্য গিয়েছিলে।

দিবদাস —বড় রাজকুমার অধিরের মরা দেহটা একবার দেখ্‌ব ব'লে।

পুরঞ্জয় —রাজকুমার অধিরথের মৃতদেহ? কথাটা যে ভাল বুঝ্‌তে পাল্লেম না?

দিবদাস —আপনি ত আর সকল সংবাদ পান না, রাজকুমার অধির যখন ছোট রাজকুমারের অন্বেষণ জন্য বনে যান, তখন লোক জন, সৈন্যসামন্ত কাউকে সঙ্গে পেলেন না, সঞ্জয় কেতুর আর মন্ত্রীর ইঙ্গিতে কেউ সঙ্গে যেতে সম্মত হ'ল না, সে সময়ের সঙ্গি কেবল এই পাগলা দিবদাস বনে দুটী ভায়ে দেখা হ'লে দুজনেই কেঁদে আকুল। সুধির কিছুতেই ঘরে আস্‌তে সম্মত হলো না। আমি তখন একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এমন সময় ঐ পাপিষ্ঠ সঞ্জয়কেতু কটা সৈনিক সঙ্গে করে সেই বনে গিয়ে, বড় রাজকুমারকে আক্রমণ কল্লে বড় রাজকুমার দুটো সৈনিককে মেরে ফেল্লেন তাও দেখ্‌লেম, শেষে যখন সঞ্জয়কেতুর সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হলো, তখন আমি ছুটে ছোটরাণীর কুটীরে সংবাদ দিতে গেলেম, দেখ্‌লাম সেখানেও কেউ নাই— কুটীর শূন্য—সেখান থেকে ফিরে এসে যা দেখ্‌লাম, তাতে প্রাণ উড়ে গেল, চক্ ফেটে জল এলো

পুরঞ্জয়।—কি দেখ্‌লে! বল—শীঘ্র বল

দিবদাস।—দেখ্‌লেম, সেখানে আর কেউ নাই, কেবল কতকটা স্থান রক্তমাখা—আর কুমার অধিরের পরিচ্ছদটা সেই খানে পড়ে আছে. আর বল্‌তে পারিনে, মাথাটা ঘুরছে, আর বুঝি ঠিক থাক্‌তে পাল্লেম না।

পুরঞ্জয় —ওঃ পাপিষ্ঠদের কি পাপ ষড়যন্ত্র। দিবদাস তুমি ত প্রকৃত পাগল ছিলে না. কিন্তু এখন তোমার কতকটা চিত্তবিকার ঘটেছে ব'লে বোধ হয়।

দিবদাস।—কতকটা কেন, অনেকটা! তবে—মাঝে মাঝে ভালও থাকি

পুরঞ্জয়।—এখন্ একটু প্রকৃতিস্থ হও, চারিদিকে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। পাপিষ্ঠদের কুটচক্রে চতুর্দ্দিকেই সর্ব্বনাশের আগুন জ্বলে উঠেছে, দুরাত্মা মন্ত্রী রাজধানীতে নাই, হয়ত আরও কোন দুরভিসন্ধি সাধনের জন্য কোথায় চলে গিয়েছে। শীঘ্র তার অন্বেষণে যেতে হবে। প্রতিপালকদ্রোহী অকৃতজ্ঞ সঞ্জয়-কেতুকে বন্দী করেছি। উপস্থিত সেই পাপিষ্ঠ বিশারদ, কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্ত দুষ্ট সত্যশরণ, আর পাপিষ্ঠা বিদুষী প্রভৃতি ক টা সর্ব্বনাশের মূলরূপীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে কারাগারে বন্দী কর (প্রহরীদ্বয়ের প্রতি) যাও—যাকে যে অবস্থায় পাবে, সেই অবস্থাতেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে লয়ে আস্‌বে যাও দিবদাস! তুমিও যাও।

দিবদাস।—(প্রহরীর প্রতি) (সুরে) চল্‌না রে ভাই যাই সবাই মিলে,
২য় প্রহরী —(সুরে)—শিকার ধরে বাঘের মুখে দেই এনে ফেলে।
দিবদাস —(সুরে)—খেয়ে ফেলুক গিলে।
যেমন বেড়াত সব বুক ফুলিয়ে দুলিয়ে লম্বা কোঁচা।
ছুমো বাঘ ভেঙ্গেছে খাঁচা—

[প্রস্থান।

(বিশারদকে বন্ধন করিয়া লইয়া ১ম প্রহরীর প্রবেশ)

১ম প্রহরী। আসুন না রাজবৈদ্য মশায়, রোগী দেখ্‌তে হবে যে, মোটা রোগী, মোটা বিদায়; আজকার সব মোটা! চলে আসুন। (সবলে আকর্ষণ)

বিশারদ —আরে ছাড়ান দ্যান! রোগী দেখবার জইন্য বৈদ্যরে বন্ধন কইর‍্যা লইয়্যা যাওয়া কর্ত্তইব্য হইতে পারে না, ছাড়ান দ্যান! আমাগর সইব্য—ভইব্য হইয়া যাইতে দ্যান। বন্ধন করেন ক্যান্!

১ম প্রহরী —আসুন না। বেঁধে না নিয়ে গেলে ব্যারম সারবে কেন? আজ পাবা-ভস্ম, সোনা ভস্মর কর্ম্ম নয়, বদ্দি-ভস্ম করতে হবে।

বিশারদ।—(উন্মুক্ত অসিহস্তে পুরঞ্জয়কে দর্শন করিয়া স্বগতঃ) সেনাপতি পুরঞ্জয়সিংহ মুক্তিলাভ করেছেন দেখি! করেছে,—আমাগব মস্তক বইক্ষং করেছে। (প্রকাশ্যে) সেনাপতি মহাশয়ের মুক্তিলাভের কথা শ্রবণ কইব্যা, আমাগব বড়ই আনন্দ বোধ হৈছে। আপনি এ রাজ্যের মস্তক, শাস্ত্রে বলতেছে— "ধনিনো ক্ষত্রিয় রাজা, নদী বৈদ্যস্থ পঞ্চম, পঞ্চ যত্র—

পুরঞ্জয়।—কবিতায় নাহি প্রয়োজন,
　　স্থিরভাবে শুন বিশারদ!

বিশারদ —কহেন—কহেন! দীর্ঘকাল যথানিযমে আহার নিদ্রাদির অভাব জইন্য, আপনাগর শরীর রগ্ন হৈছে! হইবারই কথা। ত'র জইন্য, চিন্তা কবব'ন না, যড় গুণ-বলি-জা'রিত মকরধ্বজ, আর বৃহৎ ছাগাদ্য ঘৃত সৈবক্ষং করেন, আর অতি স্নিগ্ধ-বলকারক, চিত্তচাঞ্চল্য নিবারক, অতীব আনন্দপ্রদ, "শ্রীধর-কান্তি" তৈল মর্দ্দন করেন।

পুরঞ্জয়।—বিশারদ! নহি রুগ্ন আমি।
　　রুগ্ন তব সহযোগী সঞ্জয়কেতন।
　　যাও তার কাছে, করগে ব্যবস্থা তার,
　　যাবৎ সুরথ শূন্য অঙ্গ সিংহাসন।
　　(প্রহরীদিগের প্রতি) যাও লয়ে কারাগৃহে —

(বিদুষীকে বন্ধন করিয়া লইয়া ২য় প্রহরীর প্রবেশ)

২য় প্রহরী।—এসনা গো মা শীতলা ষষ্ঠী (সবলে আকর্ষণ)

বিদুষী।—আরে মরে যাব, অত টানাটানি করিসনে। ও কে পুরঞ্জয়সিংহ সেনাপতি বাবা! তুমি খোলস পেয়েচ বাবা!

তা পাবেই ত, রাতদিনের কর্ত্তা ধর্ম্ম আছেন। আহা! বাঁচলাম বাবা, এতদিনে প্রাণ জুরুল! (রোদন)

পুরঞ্জয়।—কাজ নাই কপট রোদনে,
জানি আমি রাক্ষসীর মায়া,
(প্রহরীর প্রতি)
লয়ে যাও কারাগৃহে, করোনা নিগ্রহ।
যাবৎ সুরথ শূন্য অঙ্গ-সিংহাসন।

২য় প্রহরী —চলগো মা বাস্তুদেবতা, ঠাণ্ডা মন্দিরে চল।

বিদুষী।—আঃ মর্ পোড়ারমুখো ছেড়ে দেনা।

২য় প্রহরী।—(রুলের গুঁতো দিয়া) চল্ চল্ রে———

বিদুষী।—উঃ হুঃ হুঃ ছাড়্‌না রে সর্ব্বনেশে—তোর ইষ্টির দৈ!

২য় প্রহরী।—আমার ইষ্টির দৈ, তোর যষ্ঠির খৈ, চল্ ফলার মারিগে সৈ—

(সত্যশরণকে ধরিয়া লইয়া দিবদাসের প্রবেশ)

দিবদাস —(সুরে)— আমি একটা ফড়িং ধরেছি—

সত্যশরণ।—(তোৎলা স্বরে) আরে ধা ধা ধা, দগদগে, তোমারগে—

পুরঞ্জয় —লয়ে যাও কারাগৃহে, রাখ বন্দীভাবে
যতদিন না হয় বিচার,—দেহ প্রহরীর কাছে।
স্থিরচিত্তে শুন দিবদাস!
দেহ আজ্ঞা সৈন্যগণে চতুরঙ্গদলে—
সজ্জিত হউক সবে, রাজ অন্বেষণে!
মহোৎসবে চল সবে মেধস্ আশ্রমে।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কর্ণাটের কিরাত পল্লী নিকটস্থ শ্মশান ক্ষেত্র।

(শ্মশানকালিকার মন্দির, সম্মুখে কাপালিক, অদূরে কিরাতগণ উপবিষ্ট)

কাপালিক জয় তারা! জয় তারা! সব তোমার ইচ্ছা মা! কৈ হে তারা মায়ের ভক্তগণ! অদ্য মহানিশায় মহামায়ার মহাপূজা! মাংসাদির প্রয়োজন মাকে প্রণাম ক'রে শীঘ্র শীকারে যাও

গীত

কিরাতগণ।—মোদের পর্‌নাম লে, মোদের পর্‌নাম লে,
কর অশীষ, শ্মশান মা দোয়া দিস্
বন্‌কে শীকার মেলে যেন পালে পালে।
মেলে সজাক বরা, শিয়াগোস্ জংলি কাড়া,
মায়ীর শ্মশান পুজায় যেন গোধা মেলে

কাপালিক—তোমরা শীঘ্র শীকারে যাও, এর পর পূজার আয়োজন করতে হবে।

মেদা—কোন্ কোন্ চিজ্ লাগবে বলিয়ে দে ত কোপালি ঠাকর।

কাপালিক।—পঞ্চ মকার, প্রথম মন্ত্র—দারু বুঝেছিস্ ত ?

মেদ্দা হাঁ হাঁ মহুলকা দারু . ওত ঘরকে আছে মোর।

কাপালিক —তার পর মুদ্রা—কি জানিস্ত মুঁড়ি মুঁড়ি—

মেদ্দা হাঁ হাঁ! বুঝেছি ভুঁনা—ভুঁনা . ও মিল্বে তারপর বলেক্—

কাপালিক তার পর মাংস—ওত এখনি শীকার করে আনবি আর একটা মেয়ে মানুষ স্ত্রীলোক।

মেদ্দা ইস্তিরি লোক, মেইয়ে মানুষ সে কোথাক্কে মিল্বেক্গো।

কাপালিক —তারার ইচ্ছায় সব মিলবে কোনো চিন্তা নাই, সে যোগার হয়ে আছে রে বাপু! সেই—সে দিন যে স্ত্রীলোকটা এনে ভাঙ্গা মন্দিরের ভিতর বেঁধে রেখেছি—

মেদ্দা —হুঁ হাঁ সেটাত পাগ্লী আছে গো!

কাপালিক —পাগ্লী মায়ের পূজা, পাগল নিয়েই খেলা, পাগলেরই প্রয়োজন। সে রাজপুত্রটার পাহারায় কে আছে, পালাবেনাত ?

মেদ্দা —সে আর পালাবেক্ না কদিন হ'লো পাহাড়ের উপর হ'তে ক ট সাঁওতালের ছোড়া লেগিয়ে এসেছে ; তারা তার সাতে খেলা করে, নাচে, গায় খুব ভুলিয়ে রেখেছে—সে আর পালাবেক্ না, সে সব ঠিক করিয়ে দিয়েছি। এখন চল্রে লুণ্টু এ ঝুণ্টু এ বুধানি চল , শীকারে চল, সাত-নলী, কাঁড়বাঁশ, জাল, দড়ি, সব ঠিক্ করিয়ে লে!

লুণ্টু ঝুণ্টু —সব ঠিক আছে—চল।

[কিরাতগণের প্রস্থান

কাপালিক —হাঁ আমিও স্নান করে এসে অন্যান্য আয়োজন করি

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—শ্মশানের ভগ্ন-মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

বন্দী সুধির

সুধির—লীলা খেলা ফুরা'ল ত সব,
জীবনের শেষ দিন আজ।
থাক্ প্রাণে খেদ নাহি তায়,
এক দুঃখ রহিল হিয়ায়!
হ'লনা মায়ের সঙ্গে দেখা,
ফুরাইল হরি ব'লে ডাকা,
আর কত কাঁদাবে আমায়,
কোথা হরি—অদিনের সখা!

গীত

আর কত কাঁদিব হরি। হরি হরি বলে অষ্ট প্রহরি
হয়ে এমনি ধারা, শতধারা, চক্ষে বহিল আর কত দুঃখের লহরী।
চিরদিন ক'রে হরিনাম, ভাগ্যে হ'ল এই পরিণাম,
অনাথের প্রায় শ্মশানে প্রাণ হারালাম (বলে কেন বা লোকে)
(হরির বড় দয়া বালকে) হরি কিবা বনে কি ভবনে,
রন্ চিরদিন হয়ে ভক্তের প্রহরী।
ব'লে এসে ছিলাম মাকে, হরি এনে দিব তোমাকে,
কৈ হে হরি সে সাধ আমার করিলে পূরণ
নাই দুঃখিনী তাঁর সমা, মার দুঃখের নাই সীমা,
করিছেন বনবাসে মা, দুঃখে কাল হরণ
(এমন কেউ নাই কেউ নাই) (আমার মাকে মা বলে)
আর কিছু বলিতে নারি, ক্রমে কণ্ঠ রোধ হরি,
ক্ষুধ তৃষ্ণায় ওষ্ঠাগত জীবন বিকল —

(বনমধ্য হতে প্রথম ব্যাধ বালকের প্রবেশ)

প্রঃ ব্যাধবালক (সুরে)

সব দুঃখ যাবে দূরে, কাঁদিস্‌না প্রাণের বাছুরে,
এই দেখ্ ভাই তোর তরে এনেছি বনফল
(দুটো খাও দেখি ভাই) (একবার আমার কোলে ব'সে)

সুধিব (সুরে)

চিনেছি চিনেছি তোরে ব্যাধ শিশু তুই ত রে,
নিত্য এসে কেন মোরে দিয়ে যাস্ খেতে,
(তুমি কে বট ভাই) (তোমার প্রাণে এত দয়া)

প্রঃ ব্যাধবালক (সুরে)

প্রাণসম ভালবাসি, মাঝে মাঝে তাই আসি,
বনের ফল লয়ে রে ভাই তোরে দেখিতে,
(দুটো খাও দেখি ভাই) (মধুর বনফল)
(চক্ষের জল মুছে ফেলে) (আমার কোলে বসে)

সুধিব —(সুরে)

আর নাহি সাধ, অন্য ফল আস্বাদ,
ছিল সাধ সে স্বাদ পেতে,
পেলেমনা সে ফল, জনম বিফল,
রহিলাম অঞ্চল পেতে (কল্পতরু মূলে)
(ফল পেলেম না ভাই) (হরিকল্প তরু হতে)
জীবের সুফল কুফল অদৃষ্টের ফল,
এখন চরমের ফল ভেবে আতঙ্কে শিহরি

প্রঃ ব্যাধবালক (সুধিরের চক্ষুর জল মুছাইয়া ও ফল খাওয়াইয়া দিয়া) ভাই তুই রাতদিন এমন করে কাঁদিস্, তোকে দেখে আমার বুকে বড় দরদ লাগে, তুই আর কাঁদিসনা।

সুধিব —ভাই ব্যাধ বালক তুই ব্যাধের ছেলে হলেও তোর হৃদয়ে দয়া আছে তুমি প্রত্যহ লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে ফল খেতে দিয়ে যাও, কেন বল দেখি ?

প্রঃ ব্যাধবালক —আমি তোকে বড় ভাল ব সি, না দেখ লে থাকৃতে পারিনে, তুই খিদের জ্বালায় কাঁদিস—বাঁধনের দ লায় ছট্‌ফট্ করিস্ দেখে, আমার বুক ফেটে যায় চক্ষু ফেটে জল আসে! তোকে ফেলে থাকৃতে পারিনে, ত ই দেখ্‌তে আ সি আর তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসি

সুধির।—আর তোমাকে আমার জন্য খ বার আনৃতে হবেনা, আমার লীলা খেলা ফুরিয়েছে ই—ভাই এত দিন তোমকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, তুমি কি প্রত্যহ এদের সঙ্গে খেলা করৃতে আস? তোমার আর কে আছে ভাই.

প্রঃ ব্যাধবালক —কেউ নাই ভাই—কেউ ন ই. মা বাপ নাই, ভাই বন্ধু নাই—আমি একা তবে, যে ভাল বাসে ডেকে খেতে দেয়, তারি কাছে যাই, যাকে মা ব'লে ড কলে ভাল বাসে, তাকে তাই বলি কাউকে মা বলি, কাউকে ব প বলি, কাউকে ভাই বলি—বন্ধু বলি। আর সব জায়গ য় বেড়াই!

সুধির —তোমার বাড়ি কোথায় ভাই।

প্রঃ ব্যাধবালক।—অ ম র বাড়ী ভাই খুব উঁচুতে

সুধির —উচুঁতে? প হাড়ের উপর? তে মাদের দল ক টার বাড়ীই কি সেইখানে, এখানে কবে নেমে এসেছ ভাই।

প্রঃ ব্যাধবালক —সেই—কবে জানিস্ ভ ই সেও সেইদিন আজ ক-দিনই হলো, যেদিন তে কে এখানে ধ'রে নিয়ে আসে

(কতকগুলি ব্যাধ বালকের প্রবেশ)

২য় ব্যাধবালক —দুটীতে ত বেশ কথা হ'চ্চে। খেলা ধুলো হবে না!

সুধির।—তোরা খেলা করৃতে খুব ভাল বাসিস্—ন য় ভাই

প্রঃ ব্যাধবালক।—ভাই! খেলা করৃতেই ত, আমি রোজ এখানে আসি!

সুধির —সব খেলা জিত্‌তে পারিস্ ত!

প্রঃ ব্যাধবালক —পারি ভাই, কিন্তু মন হয় না! আপনি হেরে পরকে জিতিয়ে দিই?

সুধির।—কেন?

প্রঃ ব্যাধবালক -কি জানি ভাই! ওটা আমার কেমন স্বভাব! আয় একটু খেল্‌বি?

সুধির —কি খেল্‌ব, আমার ত সব খেলার শেষ হয়েছে! আজ রাত্রি মধ্যেই ত সব লীলা-খেলা ফুরাবে।

প্রঃ ব্যাধবালক - ফুরাবেনা—ভাই! ফুরাবেনা! এখনো তোকে নিয়ে কত খেলা খেল্‌ব।

৩য় ব্যাধবালক —তোর সঙ্গে ভাই আমাদের বড় মন প'টে গিয়েছে, আয় সবাই মিলে একটা গান করি।

সুধির —অন্য গান কি গাইব ভাই!

না ঠিক সময় আর!

এস ভাই সবে মিলে গাই হরি নাম

দ্বিঃ ব্যাধবালক হাঁ ভাই তোর কাছে যে গানটী শিখেছি আয় সবাই মিলে নেচে নেচে সেই গানটী গাই——

গীত।

সকলে — জয় ভুবন মোহন হরি শ্রীমধুসূদন।

অনন্ত অব্যক্ত রূপী, ভুবন ব্যাপী,

ভক্ত বিনোদন

শুনেছি হে ভক্তের সখা, হৃদয় তোমার প্রেমে মাখা

কাতরে ডাকিলে হরি দাও হে দেখা,—

(তবে কেন বিনোদ বাঁকা), (এত কেঁদে পাইনা দেখা),

সুধির —কোথা নন্দ কিশোর নিবানন্দ হারি,
বিবন্ধ বাবণ পদ দেহি মুবাবি !
(হবি , দয়া কি হবেনা) (একাঙ্গালের ডাকে)
(সেই) ভুবন মন মোহন, তনু-ব চি-নিলীম,
বঙ্কিম নব ঘন ঠামে,
(একবার) এস হে কিশোব হবি, অধবে মুবলী ধরি,
কিশোবি শোভিত বামে
(একবার দেখে যাই হে) (সেই ভুবন আলো করা রূপ)—

প্রঃ ব্যাধবালক (সুবে)—
হবে পূর্ণ সে সাধ, কেন বিষাদ (পাবি ত্বরায়)—
(কাদিস্ না ভাই) পাবি ত্বরায় হবি দবশন।

(ব্যাধ-সর্দ্দাব মেদ্দাব প্রবেশ।)

মেদ্দা —তোবা কেন্ পাহাড়েব ছেলিয়া আছিস্ বটেক্‌রে ! এ ছোঁড়াটাবে লিযে ত, তোবা খুব নাচ গান কর্‌ছিস, ওরে সে এখনি নাচ্ কবৃতে যেতে হবেক্

ব্যাধ বালকগণ।—আমরাও সব দেখ্‌তে যাব।

মেদ্দা —যাবিত লিয়ে চল্ —আয়—তোবা মোব স থে আয়, ছোঁড়াটাবে মোর হাতে দে।

[শৃঙ্খলাবদ্ধ সুধিবকে লইয়া মেদ্দা ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্যাধ বালকগণেব প্রস্থান

—

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—শ্মশান কালীর মন্দির।

যূপ কাষ্ঠ ও পূজার দ্রব্যাদি স্থাপন ইত্যাদি।

কাপালিক।—ধূপ, ধূনা, বিল্বপত্র, সব ঠিক আছে ত?

মেদা—হঁ কোপালি ঠাকুর। সব ঠিক আছে হাঁ খাঁড়া খানা লিয়ে আসি

[প্রস্থান

কাপালিক—সে পাগলীটাকে রক্ত বস্ত্র পরিয়ে, কপালে সিন্দূর দিয়ে, গলায় ফুলের মালা দিয়ে নিয়ে আয়

লুণ্টু—আমি সবাপের ভাঁড়টা লিয়ে আসি

[প্রস্থান।

(রক্ত বস্ত্র পরিহিতা, উন্মাদিনী ছোটরাণীকে লইয়া খড়্গ হস্তে লুণ্টুর প্রবেশ

রাণী—বেশ বেশ রঙ্গা কাপড় পরেছি! বেশ মানিয়েছে! বিয়ের ক'নে কিনা? হাঃ হঃ হাঃ। ঐ—ঐ যে, আকাশে বাজনা বাজ্‌ছে আসছে—আসছে—ঐ বর আসছে! (করতালি দিয়া) বেশ!—বেশ! বেশ বর আস্‌ছে! (হুলুধ্বনি দিয়া) ঐ যে—ও গুলো কি? ছেড়া—মাদুর, মড়ার—হাড, ভাঙ্গা—খাট, পোড়া—কাট, ছেড়া—বালিশ, ছাইয়ের—রাশ্ তার উপর নিশান উড়্‌ছে বাসর সাজাতে হবে, বেশ বেশ।

কাপালিক—উন্মাদিনি! প্রকৃতিস্থা হয়ে, ভক্তিভাবে মা মুক্তকেশীকে প্রণাম কর ভক্তিপূর্ব্বক মাকে দর্শন কর।

রাণী।—আ মরি মরি. এত কি রূপের মাধুরী তোর মা!

কালোরূপে এলোকেশে এত রূপ কে থায় পেলি মা! শরতের শ্যাম আকাশের চাঁদ, সেই চাঁদ যদি শ্যাম হ'ত! সেই শ্যাম চাদকে বুকে ক'রে পূর্ণিমা যদি দেখা দিতে পারত, আর সেই শ্যাম শশীর চারিধারে তোর ঐ এলো কেশের মত, কালো—কালো ভাঙ্গা—ভাঙ্গা, ছায়া-ময়-মেঘ-মালা যদি হেলে দুলে খেলা করত। তাহ'লে মা!—তাহ'লে তোর কাল রূপের কত শোভা, তব একটু না একটু লোককে দেখিয়ে দিতে পারতেম। তা ত হবেনা, কল্পনা কখনো কি কাজে আসে. পাগলের মন, কত কথাই ব'লে ফেল্লেম

কাপালিক —উন্মাদিনি শান্ত হও। মাকে প্রণাম ক'রে আমার বামে এসে বস, তুমি কিজন্য এখানে এসেছ মনে আছে কি?

রাণী।—আছে—সব মনে আছে গো ঠাকুর—সব মনে আছে। আমি তোমারি সঙ্গে এসেছি, তুমি আমার সুধিরকে দেবে—আমার হারানিধি কোলে দেবে—মরা দেহে প্রাণ দেবে ব'লে, সঙ্গে এনেছ, কৈগো ঠাকুর দ ও—আমার হারান নিধি—আমার প্রাণ ভরা-ধন সুধিরকে দাও!—দেখ দেখি! এ পোড়া বুকে কি আছে. ছাই হয়ে গিয়েছেগো—সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

কাপালিক —উন্মাদিনি প্রকৃতিস্থা হয়ে। আমার কথা শোন, তুমি আমার সাধনার সহযোগিনী হ'লে, মায়ের প্রত্যা দেশ হবে, পরে আমার সাধনা সিদ্ধি তারপর তোম র পুত্রের মুক্তিলাভ। এখন এস—আমার সাধনার সহযোগিনী হও। আমার বাম উরুতে বস।

রাণী —কোথায় যাব। তোমাকে কি ছুঁতে আছে? তুমি যে দেবতা গো।

কাপালিক সাধন ক্ষেত্রে দোষ নাই.

রাণী দূর্—দূর্—কেমন সাধক তুমি গো. পরস্ত্রী কি ছুঁতে আছে?

কপালিক —তন্ত্রমতে সাধনার প্রধান অঙ্গই হ'লো স্ত্রীলোক। কুলচূডামণি তন্ত্রে লিখিত আছে.

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রাচ কুল ভূষণা,
বৈশ্যা, নাপিত কন্যাচ, রজকী, নটকী স্তথা

অর্থাৎ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রা, নাপিত কন্যা, রজকী, নট্ কন্যা তন্ত্র মতে একই প্রকৃত সাধনার সহযোগিনী।

রাণী —তোমার, তন্ত্র পুড়িয়ে ফেল—জলে ফেলে দাও! আমি তোমার ব্রাহ্মণী নই ধোপানীও নই—জান আমি কে? আমি যে রাজরাণী গো!

কাপালিক।—ও সব উপদেশ রাখ! সহজে আসবে এস, নতুবা তোমার সমক্ষেই তোমার পুত্রের শিরশ্ছেদন করব

(হস্তধারণ পূর্ব্বক উরুদেশে বসাইবার জন্য বলপ্রকাশ)

রাণী —পায়ে পড়ি গো—(পদধারণ) হ স্থধির! বাপরে! তোর জন্য আমার কি সর্ব্বনাশ ঘটেছে দেখে যা।

কাপালিক বল্ প্রকাশ! সহজে সম্মত হবেনা? তবে দেখ্—(হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া)

বলির সময় হয়েছে শীঘ্র সেটাকে নিয়ে এস—

(রক্তবস্ত্র পরিহিত স্থধিরকে লইয়া মেদার প্রবেশ)

স্থধির লীলা খেলা সাঙ্গ এতদিনে
. এতদিনে ফুরা'ল হরি নাম—

প্রঃ ব্যাধবালক —

কেন ভাই। কেন প্রাণসখা!
কেন ভাই ফুরাবে তোর, হরিবো'লে ডাকা
প্রাণভ'রে বল হরিনাম,
পাবে শান্তিধাম,
দেখিবে নামের পরিণাম।

সুধিব।—কে তুই কিরাত শিশুরূপে
দিয়েছিস্ দেখা ভাই—
জীব-লীলা সাঙ্গ-ক্ষেত্র এ শ্মশান ভূমে!
আয় ভাই! আয়রে নিকটে
সময় হয়েছে মোর, সাঙ্গ লীলা খেলা!
দিব প্রাণ কালিকার কাছে।
নবঘন শ্যামরূপ ভাবিতে ভাবিতে—
হরি হরি বলে
দিব প্রাণ শ্যামার সম্মুখে।
অনিত্য এ দেহ ভাই এই আছে এই নাই—
হেন ছার দেহের শোণিতে—
তুষ্ট যদি হন কৃষ্ণ ভক্তি-বিধায়িনী—
তা হ'তে কি আছে ভাই দেহের সদ্‌গতি?
নাহিক মমতা প্রাণে,
অকাতরে দিব বিসর্জ্জন
নাহি খেদ তায়—
এক দুঃখ রহিল হিয়ায়
হইল না মার সঙ্গে দেখা।
ফুরাইল হরি বোলে ডাকা।
আর কি বলিব ভাই হয়েছে সময়।

শেষের মুহূর্ত্ত ক্রমে হতেছে নিকট
সাঙ্গ জীব-লীলা মোর
সবে মিলে গাও হরিনাম

কাপালিক —আর বিলম্ব কর্‌ছ কেন ? বলির সময় হয়েছে ওটাকে ঐ যূপ কাষ্ঠে বন্ধন করে রেখে সকলে প্রস্থান কর। সকলের সমক্ষে মার প্রত্যাদেশ হবে না।

মেদ্দ —চলেক্‌রে ছোঁড়ারা!

ব্যাধ বালকগণ না না যাবনা—দেখ্‌ব।

মেস্ত।—না না এখন চলেক্‌ পূজা উজা হয়ে গেলে, সেই শেষ রাত্রি—পরসাদ লিবার বেলায় আসিস্‌।

[সকলের প্রস্থান।

সুধির — বধ্যভূমে ফেলিয়া একাকী—
সকলে চলিলি ভাই!

প্রঃ ব্যাধবালক। যাই ভাই আসিব আবার।

সুধির।— কি দেখিতে আসিবে আবার ?
এখনি ত ছিন্ন মুণ্ড লুটিবে ভূতলে।
এই দেখা শেষ দেখা তোমাদের সনে।

কাপালিক।—উন্মাদিনি! দেখ, তোমার সম্মুখে তোমার পুত্রের শিরশ্ছেদন করি। এখনও বলি, আমার সাধনার সহ-যোগিনী হও।

রাণী —বাজ পড়ুক তোমার যোগে—বাজ পড়ুক তোমার সাধনায়!

কাপালিক —তবে পুত্র হত্যা চক্ষে দেখ্‌বি ?

রাণী।—দেখ্‌বরে—পিশাচ! পুত্রহত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব! আমার চক্ষের উপর কেন! বুকের উপর রেখে পুত্র-

হত্যা কর—আমার বুক চিরে রক্ত নিয়ে শ্মশান কালীর সাধনা কর—অকাতরে দিচ্ছি। তবু তোর এ নরক সাধনার সহযোগিনী হব না।

কাপালিক —তবে—জয় তারা (সুধিরের প্রতি) যা তোর রাক্ষসী মার চক্ষের উপর দেহ ত্যাগ ক'রে সংসার হ'তে চলে যা।

সুধির।—কই—কই আমার মা কই? মা তুমি উন্মাদিনী। মা তুমি এ সময় এখানে এলে কেন মা? আমার হরি সাধনার শেষ ফল দেখ্‌তে এসেছ? মা। হরি আমাকে যেদয়া করেছেন, সেই দয়া সার করে সংসার হ'তে চল্‌লাম যাবার সময় একটী কথা বলে যাই, তোমার উপদেশ তে মাকেই বলে যাই! দে'খ মা, যেন পতি পুত্র বিরহে আত্মহারা হয়ে হরিকে ভুল না। মা! আমার সংসারের কাজ শেষ হয়েছে! আমি চল্‌লাম! আমার জন্য দুঃখ ক'রনা তুমিই ত বলেছ মা। "সংসার মায়াময়" আপন আপন কর্ম্মসূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে এসে তুমি মা হয়েছ—আমি তোমার পুত্র হয়েছি। এ মায়ার খেলা কতদিন থাকবে মা! এ সংসার হরির নাট্যশালা। যাকে যা সাজাচ্ছেন—সে তাই সাজ্‌ছে আবার আপন আপন কার্য্য শেষে চলে যাচ্ছে। এই শ্মশান দৃশ্যের বধ্য বেশ আমার জীবন নাটকের শেষ সজ্জা।

গীত।

এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি, যায় যা সাজান সে তা
রঙ্গক্ষেত্রে, জীব মাত্রে, মায়া-সূত্রে, সবে গাঁথা
কেহ পুত্র, কেহ মিত্র, কেহ ভার্য্যা, কেহ পাত
কেহ সেজে এসেছেন পিতা, কেহ স্নেহময়ী ম
কত রঙ্গের অভিনেতা, আসেন সেজে কত সা

যাব যখন হতেছে সাঙ্গ—এ রঙ্গ ভূমির অভিনয়,
"কা কস্য পরিদেবনা" আর তখন সে কারো নয়,
কোথা রয় প্রিয়সীর প্রণয়, কন্যা পুত্রের কাতর বিনয়,
শোনেনা কারো অনুনয়, চলে যায় সাজ সজ্জা ত্যজে।
মাতৃসাজে সেজেছিস্ মা—করিতে স্নেহের অভিনয়,
কর্ম্মসূত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে, আমি তোর সেজেছি তনয়,
এ নাটকের এ অঙ্কে, পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে,
হয়তো যার পর অঙ্কে, পর অঙ্কে পুত্র সেজে।
না হইলে কর্ম্মশেষ, কত যাব কত আসিব,
সং সেজে সংসার নাট্যে, কত কাঁদিব হাসিব,
অহিভূষণ বলে যাবে অশিব, এ জ্বালা কবে নাশিব,
যোগাযোগে কবে বসিব মিশিব হরি-পদ রজে

(সুধিরের হস্তপদ বন্ধন পূর্ব্বক যূপ কাষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া ব্যাধগণের সবলে ধারণ, কাপালিকের অসি উত্তোলন ও সকলের মা মা শব্দ এবং রাণীর মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতন

(ত্রিশূল হস্তে ভৈরবীর প্রবেশ।)

ভৈরবী।— দেখ—চরাচর স্থাবর জঙ্গম।
দেখ—তরুলতা দেখ বিহঙ্গম।
উচ্চ শিরে দেখ হিমাদ্রী মলয়।
অনন্ত জলধি নদ নদী চয়।
দেখ নবগ্রহ, রুদ্র একাদশ।
সহস্র নয়নে আদিত্য দ্বাদশ।
ত্রিদিবে দেবতা মর্ত্ত্যভূমে নর
অন্তরীক্ষে দেখ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
দেখ হে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড বাসী
দেখ—দেখ সবে দেখ হে আসি

রাখিতে সতীর মান সতীর গরিমা
সতী তেজে কত শক্তি ধরিয়াছে বাম
জয় তারা জয় দুর্গা জয় শিবরমা
বধিয়া পিশাচে রাখি তোমার মহিমা
তারা .—তারা. —তারা ।

[ত্রিশূল প্রহার উদ্যত ও কাপালিকের পলায়ন এবং কালী মন্দিরের খড়্গ লইয়া।

ওরে ও নারকী তুই কোথা যাবি আর,
করাল ভৈরবী করে নাহিক নিস্তার !

(পশ্চাৎ গমন ও ছিন্নমুণ্ড হস্তে পুনঃ প্রবেশ)

(উন্মত্তা ভাবে) হাঃ হাঃ হাঃ রক্তবীজ . রক্তবীজ । এ রক্ত মাটিতে পড়লে আবার নরকের কীট জন্মাবে . পড়ুক এ প প রক্ত চিতার ছাইভস্মে পড়ুক । ও—কে তোমরা । দেবতা . স্বর্গের দেবতা । আকাশ থেকে দেখছ । দেখ—দেখ রক্তবীজ বধ করেছি—চামুণ্ডা সেজেছি (রাণীকে দেখিয়া) ও । এস । ভয় কি মা সতী লক্ষ্মী । সতীশ্বরী ভগবতী তোমার মানরক্ষা করে-ছেন । মুণ্ডটা এইখানে থাক । নরকে ফেলে দেবো—অঙ্গরাজ্যে গিয়ে সেই বিদূষী পোড়ারমুখীর হাতে দেবো, (রাণীর নিকটে বসিয়া বন্ধন খুলিতে খুলিতে) অহা সব জুড়িয়েছে — সব জ্বালা ফুরিয়েছে । শান্তি ! শান্তি ! শান্তি । শান্তির কোলে শান্তির প্রতিমা ঘুমিয়েছে সব ফুরাল । মায়ের কোলে ছেলে ঘুমোল . মা ! চল্লি—চন্দ্রকুলের কুললক্ষ্মী মা জন্মের মত জগৎ আঁধার করে চল্লি ! সব জ্বালা—সব যন্ত্রণার হাত এড়ালি হায় মা কনকপ্রভা ! কি সর্বনাশ করে চল্লি মা !

গীত।

হায় কোথায় যাও মা কনকপ্রভা কনক কান্তি,
যত বিকার, সব নির্ব্বিকাব, ভাঙ্গল মবীচিকাব ভ্রান্তি
সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে, মুদ্‌লি আঁখি শান্তিব কোলে
মায়েব কোলে ঘুমাল ছেলে, হলো সকল দুঃখের শান্তি।

(চতুর্দ্দিক হইতে কিরাতগণেব প্রবেশ)

মেদ্দা।—ধব্, ধর্, এই মাগীটা সয়তানী আছে।

লুণ্ঠু —না ধরিস্ না মেদ্দা! ওটা মানুষ না আছে—ওটা শ্মশান বেটীব চেটী আছে, কোপালিক কোন ঘাট করিয়েছে!

মেদ্দা —না, না, ঐটা পাগলি আছে—এ—টা সয়তানী আছে, বাঁধ ওকে—

(সকলে বেষ্টন কবিয়া বন্ধন)

(পুবঞ্জয়সিংহ দিবদাস ও রাজা সুবথের প্রবেশ)

পুবঞ্জয় দিবদাস! দিবদাস! সর্ব্বনাশ হয়,
বিনাশি শবর দল উদ্ধাব কুমাবে।

মেদ্দা।—এ রে লুণ্ঠু বুণ্ঠু, সোহানী, সব চলিয়ে আয়, ধর্ কাড় বাঁশ (ক্ষণকাল যুদ্ধ) পারা যাবেক নেই, খুব খেলয়ার আছে, পালা। রাজাকে খপব কর (পলায়ন)

পুবঞ্জয় —দিবদাস! শীঘ্র রাজকুমাবের বন্ধন মোচন কবো, আব ক্ষণকাল বিলম্ব হলেই সর্ব্বনাশ ঘ'টত।

দিবদাস।—(বন্ধন মোচন কবিয়া) এস দাদা! আমাব কোলে এস আব ভয় কি।

পুবঞ্জয় —দিবদাস যখন বাঁচাতে পেরেছ, তখন কোলে করবাব, আদব কববাব অনেক সময় পাবে, এখন দেখ দেখি, অদূরে লতাপাশে বদ্ধ দুটী স্ত্রীলোক! বোধ হচ্চে চেতনা নাই!

দিবদাস।—না চেতনা নাই, খুব শক্ত ক'রে বাঁধা আছে, খুলে দেব কি ?

পুরঞ্জয়।—তাও আবার জিজ্ঞাসা করছ !

দিবদাস।—(এক এক করিয়া বন্ধন মোচন) দুইটীই একেবারে নিস্পন্দ—অসার একটু একটু শ্বাস আছে।

পুরঞ্জয়।—মূর্চ্ছা—নিশ্চয়ই মূর্চ্ছা ! শীঘ্র চ'কে মুখে জল দাও।

দিবদাস।—জল এখানে পাব কোথা ?

পুরঞ্জয়।—ঐ কালী-প্রতিমার সম্মুখস্থ ঘটে দেখ, অবশ্যই জল আছে !

দিবদাস।—আছে—জল আছে। (জল সেচন) আহা কোন্ হতভাগিনী রে !

সুধির।—দাদা ! ও হতভাগিনী অন্য কেউ নয়, এই হতভাগ্য সুধিরের মা !

দিবদাস।—কে ! কে ! রাজমহিষী—আমাদের রাজরাজেশ্বরী ছোট মা ?—মা ! মা !

সুরথ।—দিবদাস ! সত্যই কি কনিষ্ঠা রাজ্ঞীকে পেয়েছ ! সেই অঙ্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মী কনকপ্রভা আজ এমন হয়েছে ! (স্বীয় জানুতে রাণীর মস্তক রাখিয়া) মহিষি কনকপ্রতিমা—কনকপ্রভা ! আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী এমন হয়েছ ! তেমন বসন্তের প্রফুল্ল মল্লিকা দুঃখের নিদাঘে এমন ধারা শুকিয়ে গিয়েছে ! হা আমি মহা নারকী—তোমায় চিনতে পারি নাই আমি চণ্ডাল,—আমি নরকের পিশাচ হয়ে স্বর্গের অতুলনীয়া দেবী সতীর-প্রতিমা তোমাকে কেমন করে চিনব। আমি আপন নরকের পথ আপনি পরিষ্কার করেছি। যতদিন বাঁচব, এ পাপ মাংসপিণ্ড দেহভার লয়ে যতদিন ধরাধামে থাকব, ততদিন অনুতাপের আগুনে পুড়ব, আত্মগ্লানির নরকাগ্নি,

চিরদিন এ পাপ হৃদয়ে ধূ ধূ করে জ্বল্‌বে পরকালের ত কথাই, নাই, পুরঞ্জয় ভাই আমাকে ক্ষমা কর, আমার মহাপাপের—এ সতী পত্নী ঘাতি মিত্রদ্রোহি পাতকীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, বলে দাও দাও—ভাই বলে দ ও আমার এ প্রায়শ্চিত্তের বিধি কি বলে দাও

পুরঞ্জয় —মহারাজ ব্যাকুল হবেন না, দেবী চৈতন্যলাভ করেছেন। দেবি মা তুলুন, দেখুন মহারাজ এসেছেন

রাণী —কে? মহারাজ, কোথা আমি। কৈ—মহারাজ! তুমি—কে

পুরঞ্জয় —মা! যিনি আপনাকে অঙ্কে ধারণ করে অশ্রুধারায় আপনার অঙ্গের ধূলা ধৌত করে দিচ্চেন, ঐ জীর্ণ শীর্ণ দেহ জটা বাকলধারী বনচারী ভিখারীই আমাদের সেই রাজরাজেশ্বর রাজচক্রবর্ত্তি মহারাজ সুরথ। আর আমি আপনার দাস—আপনার হতভাগ্য পুত্র পুরঞ্জয়

রাণী —কোথায়, কে! মহারাজ, না—না স্বপ্ন!—আমার সুধির কৈ

পুরঞ্জয় —মা এই যে আপনার সেই হৃদয়ভরা ধন সুধিরথ! এই কোলে নিন (অঙ্কে প্রদান)

ভৈরবী —এ কে পুরঞ্জয়,—রাজা —দিবদাস!—বেশ বেশ কি মধুর মিলন!! রাজাকে—পেলেম, রাণীকে—পেলেম, সুধিরকে—পেলেম, পুরঞ্জয়—এলো, দিবদাস—এলো, সবাই এলো সবাইকে পেলেম। পেলেম না কেবল একটী স্বর্গের দেবতা, আর এ জন্মের মত আস্‌বে না—একটা নরকের পিশাচ! পিশাচ দেখ্‌তে পেলে না—এ সুখের মিলন—এ মহেন্দ্র-মিলন দেখ্‌তে পেলে না। দেখুক নরকে থেকে তার প্রেতাত্মা দেখুক, ধর্ম্মের জয় আছে কিনা! কৈ মাথাটা কৈ—ঐ যে (গ্রহণ)

সুরথ　ওটা কি　সদ্য ছিন্ন নর মুণ্ড হস্তে—কে তো র ক্ষস পিশাচি নাকি ?

ভৈরবী —রাক্ষসী নইলে কি এখানে এ শ্মশানে এ'সে মড়ার মাথা নিয়ে ভাঁটা খেলে

রাণী —না মহারাজ　ও রাক্ষসী পিশ চি নয়, ও স্বর্গের দেবী -আমার স্নেহময়ী ভগ্নী সেই ভৈরবী　আজ ওর গুণেই সুধিরকে পেয়েছি, ওর হ'তেই দ সীর ধর্ম্মরক্ষা হয়েছে

সুরথ　কে, কে, ভৈরবী　তোমার সেই চির সহচরী তোমার ধর্ম্মোপদেষ্টা সেই ভৈরবী ?　ভৈরবি　তুমি যে প্রকৃতই ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করেছ, হস্তে নরমুণ্ড কেন ?

ভৈরবী　—নরমুণ্ড নয় রাজা . নারকীর মুণ্ড　চিন্‌তে পার্‌বে কি ?　দেখ দেখি

সুরথ।—ঠিক চেনা গেলনা, তুমিই বল ভৈরবি। এ কার মস্তক

ভৈরবী —বল্‌ব　আজ সব বল্‌ব, শুভ সংযোগ ঘটেছে আজ মনের কথা—প্রাণের কথা খুলে বল্‌ব　যা হ'তে অত রাজ্য ছারখার হয়েছে, যার কুচক্রে—এমন ধর্ম্মের দ্বিতীয় মূর্ত্তি—তে মার বিজয় স্ত্রীর চির উপাসক সুবর্ণসিংহ ক রাবদ্ধ এমন সোণার প্রতিমা সতীলক্ষ্মী বনবাসিনী যা হ'তে আজ মহারাজ সুরথের অঙ্গে রাজ পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে জটা বাকল। যে কুচক্রী মহা পিশাচ, শ্মশানে কাপালিক সেজে, তুমের ছেলে সুধিরকে নরবলি দিতে এনেছে, যে পাপীষ্ঠ, পতি পুত্র হারা উন্মা দিনী ছোট রাণীর উন্মাদ রোগ ভাল কর্‌ব ব'লে, আমাকে বিল্বপত্র আনতে কুটীরে পাঠিয়ে, অসহায়া সতীকে ছলে কৌশলে ভুলিয়ে শ্মশানে এনে তান্ত্রিক সাধনার ছলে পশু রত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্য বিবিধ প্রকারে নিগ্রহ করেছে　যার কূট যুক্তিতে ভুলে মহারাজ

সুরথ—তুমি তোমার পূর্ব্ব মন্ত্রী সেই সাধু হৃদয় স্বর্গের দেবতাকে পদচ্যুত নির্ব্বাসিত করে, একটী অসহায় অবলার আর একটী অনাথ দুধের শিশুর চিরশান্তির সেতু ভেঙ্গে দুঃখের তরঙ্গে ভাসিয়েছে যা হ'তে সুরথ রাজ্যের চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে, এ সেই তোমার চণ্ডাল মন্ত্রীর ছিন্ন মুণ্ড!

সুরথ – কি মন্ত্রীর –সেই পাপীষ্ঠের ছিন্ন মস্তক তুমি নর-হত্যা করেছ?

ভৈরবী —নরহত্যা নয় নারকী হত্যা। জগতের শান্তির জন্য সতীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য আর আমার পতির শত্রু বিনাশের জন্য যেদিন আমার পতি অপমানিত। যেদিন হ'তে নিরুদ্দেশ! সেই দিনে ভৈরবী সেজেছি, দুধের ছেলেকে রাজদ্বারে ফেলে রেখেছি, আজ পর্য্যন্ত পরিচয় দেই নাই, বাছা আমার সসাগরার রাজা, সুরথের মন্ত্রী-পুত্র হয়ে আজ উদরান্নের জন্য—আর পুরঞ্জয় সিংহের অনুরোধে পালনে সেজে রাজদ্বারে পতিত এই দিবদাস তোমার সেই মন্ত্রীপুত্র—দেবেন্দ্র বিজয়। আর এই হতভাগিনী তোমার সেই পূর্ব্ব মন্ত্রি পত্নী আজ ভৈরবী বেশে শ্মশানে—

সুরথ ভৈরবি তুমি! তুমি আমার সেই মহাজ্ঞানী সাধু মন্ত্রী পৃথুপাদের সহধর্ম্মিণী। ভৈরবি আজ সকলকে পেয়েছি, এখন আমার সেই চিরহিতাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী আর প্রাণাধিক পুত্র অধিরথকে পেলেই আমার সকল মনোরথ পূর্ণ হয় দিবদাস। আর তোমাকে দিবদাস বলবনা। আমি বাল্যকালে তোমাকে পুত্রের ন্যায় বুকে করে পালন করেছি, তুমি আমার সেই দেবেন্দ্র বিজয়. যাও দেবেন্দ্র! তোমার মাকে প্রণাম করগে।

দিবদাস —মা তুমি বেঁচে আছ এতদিন তবে পরিচয় দাও নাই কেন মা মা আমার অপরাধ ক্ষমা কর

(পদধারণ)

ভৈরবী —(শিব চুম্বন পূর্ব্বক) ওঠ বাপ এতদিন পরিচয় দেই নাই, ধর্ম্মের প্রতি চেয়ে—সময় প্রতীক্ষায় ছিলাম তার থাকতে পারলেম না।

নেপথ্যে—

জয়—কর্ণাট রাজের জয়!

পুরঞ্জয়।—মহারাজ। ঐ শুনুন, শ্মশান ক্ষেত্রে কিরাতগণের পরাজয় সংবাদ শুনে, কর্ণাটরাজ যুদ্ধার্থে সমাগত। ঐ জয়ধ্বনি শুনুন! আপনি রাজ্ঞী এবং শিব দাসের জননীকে সঙ্গে লয়ে একটু অন্তরে থাকুন, আমি আর শিবদাস যুদ্ধে অগ্রসর হলেম।

কর্ণাটরাজ ও সেনাপতির প্রবেশ

কর্ণাট রাজ —হের সেনাপতি
কিরাতের উপযুক্ত যুটেছে বিগ্রহ;
যোগ্যে যোগ্য হয়েছে মিলন।
যেমন কানন বাসী দুর্ব্বল কিরাত
তেমনি অঙ্গের রাজা বর্ব্বর সুরথ।
চিনেছ কি সেনাপতি পাপিষ্ঠ শৃগালে?
পুরঞ্জয়। ক্ষত্রাধম ঘৃণা লজ্জা হীন।
কত বার যুদ্ধ সাজে পশিয়া কর্ণাটে
হইলি দুর্গতি গ্রস্থ দলিত লাঞ্ছিত,
আবার এসেছে অসি সমরিক তেজে।
যাও—যাও সেনাপতি দ ও খেদাড়িয়া
ফেরুদলে, কিম্বা আনি দাও নরবলি
শ্মশানবাসিনী রণ চণ্ডীকার কাছে
পুরঞ্জয়।—বহুদিন আত্মবলি দিয়াছি রাজন—
বিজয় দায়িনী রণ চণ্ডীকার পদে।

নাহিক মমতা প্রাণে। ক্ষত্রিয় শোণিতে—
ক্ষত্র তেজে গঠিত এ দেহ নৃপ রাজা—
অকাতরে দিব প্রাণ, অম্লান বদনে।
এনেছ ভুলায়ে শিশু পেয়ে নিরাশ্রয়,
করিয়াছ বন্দী তারে দিবে নরবলি!
প্রসন্না হবেন কালী শিশুর শোণিতে!
কে দিল জন্মায়ে হৃদে এ ভ্রান্তি বিশ্বাস
কার কাছে শিখিয়াছ হেন বর্ব্বরতা!

সুরথ —পুরঞ্জয় বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন
বর্ব্বর কিবাত রাজ বর্ব্বরের সনে!
চল লয়ে বাঁধিয়ে শৃঙ্খলে—

কর্ণাটরাজ —কে তুমি জটিল! জীর্ণ, চীর বাস-ধারি!—
তুমি কি সুরথ,—সেই বীরকুলাধম!
বিদূরিত করে যারে অঙ্গরাজ্য হ'তে
কাড়ি নিল সিংহাসন মন্ত্রী সেনাপতি,
নির্ব্বাসিতা পত্নী যার ব্যাভিচার দোষে!
সেই কি সুরথ তুমি? বল দেখি রাজা
কি তব সম্বন্ধ এই পুরঞ্জয় সনে?
সেনাপতি নেতা! কিম্বা পত্নী পতি ভ্রাতা!

পুরঞ্জয়।—বাচলতা ছাড় মহারাজ।
ধর অস্ত্র দেবেন্দ্র বিক্রম
নাশি সেনা, সেনাপতি—
পাপীষ্ঠ কর্ণাট রাজে লও বন্দী করে।

(উভয় পক্ষের যুদ্ধ ও কর্ণাটরাজের পরাজয়)

পুরঞ্জয় —মহারাজ মিটেছে কি সব বাসনা—(হস্তধারণ)

(নেপথ্যে)—জয় কর্ণাট রাজ কি জয়—জয়—জয়—জয়।

(ধনুর্ব্বাণ হস্তে কিরাতবালাগণের প্রবেশ।)

১ম কিরাত বালা —ও রাজা দেশকে তু রাজা থাকতে মোদের শোয়াগী পুত্তুরদের শ্মশানকে কার নাকি মেরিয়ে ফেলিয়েছে তু ও হেরিয়েছিস ! থাক্ রাজা—মোরা লড়াই দিব লিয়ে আয় লো বুঁচি—নর বলিটা কেরিয়ে লিয়ে আয়

কর্ণাটরাজ —তোমাদের রাজ ভক্তিতে বড়ই সন্তুষ্ট হলেম, তোমরা অবলা বামা। সম্মুখে দুর্জ্জয় শত্রু, এ অসঙ্গত সাহস ক'রনা।

১ম কিরাত বালিকা —না রাজা। তুই লড়ায়ে হেরিয়ে যাবি সে টী মোদের সবেক্ নি, মোরা লড়াই দিবো! কেরে কোথা কার রাজা এসেছিস্ লড়াই দিতে আয় মোরা লড়াই দিবো—

পুরঞ্জয় —বামাগণ যাও নিজ স্থানে,

আসি নাই বিরোধিতে অবলার সনে।

২য় কিরাত বালা।—কি বল্লি—বটেক্, মোরা অবলা আছি, আর তোরা কি আছিস্ বটে। লে—লো সয়তানী। ছেলিয়াটা কেড়িয়ে লে। মোরা শ্মশানে নর বলি দিব।

পুরঞ্জয় —সাবধান।

৩য় কিরাত বালা। হেঁ রে. কি বলিস্ তু, আয়ত দেখি তুই কোন্ সর্দ্দারের ব্যাটা সর্দ্দার! তুই কেমন বীর আছিস। আয়ত দেখি। এক চোটে কেটীয়ে লিব মোদের নরবলির ছেলিয়াটা মোদের দিয়ে দেশকে চলিয়ে যা। লে—লো সয়তানী। মেরিয়ে ধরিয়ে কেড়িয়ে লে।

পুরঞ্জয় —জ্ঞানহীনা কিরাত কামিনী।

নাহি যদি শুন বাধা—

নারী হত্যা হইবে শ্মশানে—

২য় কিবাত বালা —

ভাল দেখা যাবে—

আয় লড়াই দে

(উভয় পক্ষের যুদ্ধ)

পুবঞ্জয় —নহে এবা সামান্য অবলা !—

হবে সবে ছদ্ ব্যাধ বালা ।—

কিম্বা মায়া -মহামায়া কালিকার লীলা !

মহারাজ ! নাহি শুভ বামা সহ বণে ।

স্মুবথ নাহি কর নাহি হত্যা ভয়—

মার সবে যাক যমালয় ।

৩য় কিবাত বালা —

আয় না রাজা . তুই নিজে লড়াই দে—না—

স্মুবথ ।— ছিলনা বাসনা মনে বধিতে অবলা—

কিন্তু ঠেকিয়াছি দায়

কি কবি উপায় ।

হাবাই কুমাবে—হই পবাস্থ কর্ণাটে

না না ন কবিব না নারী হত্যা ভয় ।

এস বামা কর রণজয় ।

(উভয়দলেব পুনর্ব্বাব যুদ্ধ)

পুবঞ্জয় নাবীদলে নাবিনু জিনিতে

নহে এরা কিবাত মহিলা !

নিশ্চয়—নিশ্চয় দেববালা !

কিম্বা লীলাময়ী, নিত্য কালিকাব লীলা ।

১ম কিবাত বালা —সব হেবিয়ে গিয়েছে, লে সযতানী বলিটা কেড়িয়ে লে ! (স্মুধিরের হস্তধারণ) আয়বে মায়েব পূজায় লাগ্‌বি—

সুধিব।—হরি আবার ফেলিলে বিপদে।

নেপথ্যে—জয় মহারাজ সুরথের জয়।

(ব্যাধবালক গণের প্রবেশ)

১ম ব্যাধবালক হাঁ রাজা, তুই মোদের খেলার সাথিটী লিয়ে নরবলি দিবি সে মোরা দিবেক্ না।

২য় ব্যাধবালক ও রে মোরা ভালবাসি, উহার তরে মোরা লড়াই দিব

১ম ব্যাধবালিকা —তুহারা কোথাকার আছিস্ বটেক্

১ম ব্যাধবালক —যেথাকার থাকি না, মোদের খেলার সাথী ছেড়িয়ে দে। উহার তরে মোদের প্রাণে বড় দরদ্ লাগে গো- বড় দরদ্ লাগে উহাকে ছেড়িয়ে দে! নয় ত লড়াই দে, উহার তরে মোরা জান দিব।'

২য় ব্যাধবালিকা সেটী হবেক্ নেই, নরবলি ছেড়িয়ে দিবক্ নেই। তায় লড়াই দে, নয় যেথাকে ঘর আছে, সেথাকে চলিয়ে যা

১ম ব্যাধবালক —কিসের এত ঘুরুবুরানি দেখাস্, আয় লড়াই দে। এ—ভাই ভল্লু লাগ লড়াই—হুঁসিয়ার—ঢাংকে আড়! ছুঁড়িয়ে মার—বিযেমাথা ফলা—

১ম ব্যাধবালিকা।—এ সয়তানী. লাগ—লড়াই। হুঁসিয় র ধরকাঁড—চুটীয়ে মার—কাটিয়ে লে গলা

১ম ব্যাধবালক।—দেখ্না কেতো মজা আছে ফলার বিযে।

১ম ব্যাধবালিকা। দেখ্না কেতো জোর আছে মোদের কাঁড়বাঁশে।

ব্যাধবালকগণ —তবে ছেড়িয়ে দিই ফলা?

ব্যাধবালিকাগণ —তবে কেটিয়ে লিই গলা!

(ব্যাধবালক ও ব্যাধবালিকাগণের যুদ্ধ আরম্ভ)

(নারদের প্রবেশ)

নারদ —তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ (উভয়পক্ষের মধ্যস্থলে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক) আহা ধন্য লীলা . ধন্য ভক্তবাৎসল্য . জলে, স্থলে, ভূতলে, ভূগর্ভে ভূধরে, যেদিকে চাই, সেই দিকেই লীলা খেলার মাখামাখিতে নিত্য নূতন ভাব ধারণ কর্‌ছে, স্বভাবের সঙ্গে স্বভাবের ভাবে, ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী নিত্যলীলা ভক্তের ভাবে এ আবার কি লীলা মা ! (কৃষ্ণের প্রতি) কাকেই বা কম বল্‌ব লীলা চাতুর্য্যে সকলই সমান তোমাদের উভয়ের অভয়পদে নমস্কার। আর কেন ? এখন স্ব রূপে দেখা দিয়ে ভক্তের সাধ পূর্ণ কর্‌লে কি ভাল হয় না ?

১ম কিরাতবালা ।— গীত ।

রাখিতে কর্ণাট রাজে, কিরাত রমণী সাজে,
কেরা মোরা শ্মশান মাঝে দেখ মহারাজ।
(এই দেখ মহারাজ) (সবে ত্যজিলাম কিরাতিনী সাজ)

(ছদ্মবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, প্রথম কিরাতবালা ভগবতী মূর্ত্তিতে মধ্যস্থলে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি বালিকাগণ, জয়া বিজয়াদি সখীমূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

প্রঃ ব্যাধবালক ।— গীত

রাখিতে ভক্ত সুধিরে, এসেছি যে রূপ ধরে,
এই দেখ স্ব রূপ ধ'রে, ত্যজিলাম সে সাজ।
(দেখ দেখ মহারাজ) (সবে ত্যজিলাম এই ব্যাধ শিশু সাজ)

(ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া প্রথম ব্যাধবালক বংশীধারণ পূর্ব্বক কৃষ্ণরূপে মধ্যস্থলে অন্যান্য বালকগণ রাখাল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া উভয়পার্শ্বে দণ্ডায়মান)

নারদ —আমরি মরি! কি মধুর মিলন! ধন্য হরি ধন্য মা হরিভক্তিদায়িনী দুর্গে—তোমাদের মধুর লীলাকেও ধন্য! বৎস সুধির! তোর সঙ্গে আজ আমারও মনোরথ পূর্ণ হয়েছে! আমি একদিন তোকে বাজারে দোকান খুল্‌বার জন্য কিছু মূলধন দিয়েছিলাম, মনে আছে কি? আজ দেখ্‌ দেখি! তোর্ সেই ব্যবসার কতদূর পসার হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন আমাকে কিছু লাভের অংশ দিবি কি?

দুর্গা।—নারদ! তুমি কি একাই লাভের অংশ নেবে, তুমিই না আমাকে হরি ভক্তি দায়িনী ব'লে থাক, তবে তুমি দীক্ষাদান-সূত্রে লাভের অংশ পাবে, আমি ভক্তিদানসূত্রে পাব না কেন? এই আমার অংশ আমি গ্রহণ ক'ল্লেম

(কৃষ্ণকে কোলে ধারণ)

নারদ। এই কি অংশ নেওয়া হ'ল মা! এ যে একেবারে ষোল আনাই আত্মসাৎ!

দুর্গা।—নারদ! এইবার তবে ঠক্‌লে।

নারদ।—মা! নারদ তোমার ঠক্‌বার ছেলে নয়। আমার অংশ আমার কাছেই আছে। (সুধিরকে কোলে লইয়া) দেখ দেখি মা. এ অংশ বিভাগে হারা বৈ জিৎতে পার্‌লে কিনা? আমি তোমার মুখে শুনেছি—এবং ঐ হরির মুখেও শুনেছি, হরি অপেক্ষা হরির ভক্ত বড় যদি ত হয়, তা হ'লে কার জীৎ বল দেখি?

দুর্গা।—নারদ! তোমার জীৎ ত সর্ব্বত্রে। তোমার জীতেই আমার জীৎ। আমি হরিকে কোলে করেছি—দাও একবার হরিভক্তকে কোলে ক'রে ধন্য হই (সুধিরকে কোলে ধারণ)

নারদ —হরি. হরি! এই ত চাই! কি আনন্দের খেলা! কি শান্তির মেলা! ভক্তির শক্তি, ভক্তের পরিণাম, ভক্তাধীনের

ভক্তবাৎসল্য আর হরিভক্তিদায়িনীর দয়া! আজ শ্মশান ক্ষেত্রে সকল গুলির একত্রে পূর্ণবিকাশ! (দুর্গার প্রতি) মা দেখ্‌ছি সকলেই আপন আপন স্বার্থের জন্য ব্যস্ত ওটাকে একবার ওর মার কোলে দিলে ভাল হয় না।

দুর্গা—সত্য কথা ব'লেছ নারদ! এই বিষয়টায় আমার একটু স্বার্থপরতা আছে জগতে এমন বস্তু কিছুই নাই যা অন্যকে দিতে আমি মমতা বোধ করি! কেবল এক হরিভক্তকে কোলে পেয়ে আর নামাতে ইচ্ছা হয় না সুদ্ধ কর্ণাটরাজের রক্ষার জন্য নয়, একবার হরিভক্তকে কোলে নিতে আর হরির খেলা দেখ্‌তে, কিরাতবালা সেজে শ্মশানে আসা. আশা পূর্ণ হয়েছে! সুধির! যাও দেখি, একটীবার তোমার মার কোলে যাও দেখি, সুরথ-মহিষী সতী কনকপ্রভা একবার তোমার প্রেমিক-পাগল বালক-বিরাগী হরিবোলাকে কোলে ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল কর।

রাণী—কা'কে কোলে নেব মা! সুধিরকে? কার সুধির! আমার সুধির কে—মা ও ত তো-রি সুধির, তোরই প্রসাদ, এতক্ষণে সব গোল মিটেছে—মায়ের ছেলে মায়ের কোলে উঠেছে! আর কি ও ছেলে মায়ের কোল ছেড়ে নাম্‌বে মা! ঐ দুধের শিশু, আর এই অবোধ অবলার সঙ্গে এ তোর কি লীলাখেলা মা?

গীত।

মা তোর মায়া বোঝে হেন সাধ্য কার।
মরি কি লীলা চমৎকার,—
কভু ভুবনপালিকা, কখনো রণকালিকা,
কভু কুমারী বালিকা কন্যা মেনকার

একি নিরখি শ্যামা, পাষাণী সমা,
কার ছেলে, কার কোলে, দিতে এলি মা ,—
এতদিন যায় ছিলি ভুলে, সে ছেলে কি ছলে ভোলে,
(আজ) মায়ের ছেলে মায়ের কোল করেছে অধিকার।
আমার ননীর পুতুলে, হরিদাস ব'লে,
হরষে হরমহিষী লয়েছেন কোলে ;—
দেখুক আজ ত্রিলোকবাসী, দেখুক হরি ভক্ত আসি,
হরিভক্তিদায়িনী মার দয়া কি প্রকার।

কৃষ্ণ। সুধির! একবার তোর মার কোলে যা না ভাই! আমি যখন ব্যাধবালক বেশে এ'সে তোকে খেতে দিয়ে যেতেম, তখন ভাই ব'লে ডেকেছি, এখনো ভাই ব'লে ডাকৃছি, ভাই সুধির, তোর ঐ মার গুণেই আজ সকলকে পেয়েছিস্ ঐ মূর্ত্তি-মতি শান্তিদেবীর গুণেই আজ শ্মশানে শান্তির হাট বসেছে যা ভাই! একবার শান্তিদেবীর কোলে যা, দেখ তারও প্রাণ-ভরা শান্তি পাস্ কিনা? এ মাকে পেয়ে ও-মাকে ভুলিস্ নে।

সুধির।—কোন্ মাকে ভুল্‌ব হরি! আমার এ মা, ও মা কে হরি? আমি ত এ মাকে ও মাকে পৃথক্ দেখ্‌ছিনে, আমার এ-মা ও মা সে ম সবই যেন ঐ শ্যামার মূর্ত্তি ব'লে বোধ হচ্চে। দেখ দেখি হরি আমার মায়ের কেমন রূপ!

নারদ —এখন ঐ রকমই দেখ্‌তে পাবে। আমরা কিন্তু এত যুগযুগান্ত সাধনা ক'রেও এটুকু দেখ্‌তে পেলেম না (রাণীর প্রতি) মা অঙ্গ রাজ-অঙ্ক লক্ষ্মী কনকপ্রভা তোমার সাধক শিশু সুধিরকে কোলে নাও। মহারাজ সুরথ! তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়েছে, মর্ত্ত্যলোকে এসে যে মহা কীর্ত্তিস্তম্ভের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রে চল্লে, অনন্ত বার মহাপ্রলয়েও তার ক্ষয় হবে না (কৃষ্ণসহ রাখালগণের অন্তর্ধান) এই ত ক্রমে সকলেই

অন্তর্ধান হলেন। এক্ষণে স্ত্রী পুত্র স্বজন বন্ধুসহ স্বদেশ যাত্রা কর, কর্ণাটরাজ—মহাবীর গৌবিরসিংহ। তোমার ভাগ্যের কথা আর কি ব'লব। মণিমন্দিরের রাজরাজেশ্বরী মা আমার আজ তোমার জন্য কিরাতবালা এ লীলাখেলা জ্ঞানের অগোচর। তুমি যথার্থই মার ভক্তপুত্র, অঙ্গেশ্বর সুরথের প্রতিও মার কৃপার সীমা নাই, তোমরা উভয়েই মার পুত্র, পরস্পর প্রিয় সম্বোধনে আলিঙ্গন কর, চিরদিনের বৈরতা ভাব পরিত্যাগ কর। ক্রমাগত বহু যুদ্ধে, বহু শোণিতপাত করেছ; ঐহিকের স্বার্থ—বিভব, বীরত্ব, বুদ্ধির বাসনায় বহু জীবন ধ্বংস করেছ। আর না, এক্ষণে পরস্পরে সখ্যভাবে সন্ধিস্থাপন ক'রে জগতে শান্তিরক্ষা কর। (দুর্গার প্রতি) মা এক্ষণে বিদায় হলেন, হাঁ যাবার সময় তোমাকেও একটী কথা বলে যাই, শিববাক্য যেন স্মরণ থাকে, এইটী আমার প্রার্থনা।

দুর্গা—শিববাক্য কি নারদ? আমার ত মনে প'ড়ছে না।

নারদ—"রাজা হবে অবিরথ সুরথ নন্দন
মম বরে বসুধার এক ছত্রধারি"

দুর্গা।—ঐ প্রার্থনাটী যে তোমার পূর্ণ করতে পারলেম না নারদ।

নারদ—তা হলে যে মা, শিব বাক্য মিথ্যা হবে? সতীশ্বরী তুমি—তুমি কি মা—পতিবাক্যের অপমান করবে? শিব বাক্য লঙ্ঘন করা কি শক্তির কর্তব্য?

দুর্গা—শক্তি বাক্য লঙ্ঘন করা কি শিবের কর্তব্য?

নারদ।—মা কিছুদিন অপেক্ষা কর, কলিতে যত শিব সব শক্তিসাধক হবে, এখন এ কথার উত্তর কি মা, তুমিও ত মেধস্ আশ্রমে আকাশ বাণীতে সুরথকে বর দিয়েছ, যে ঐহিকে সসাগরা বসুন্ধরার একছত্রী অধিশ্বর হয়ে, দেহান্তে মনুত্ব লাভ

ক'রে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের উপর আধিপত্য করবে। তবে বল, সময়ে তোমার কথারও অন্যথা হয়।

দুর্গা —কি করব নারদ! কর্ণাটে আমি চিরদিন বাঁধা, তবে কর্ণাটরাজ স্ব ইচ্ছায় যদি সুরথের নিকট——

কর্ণাটরাজ।—মা বুঝেছি বড়ই উভয় সঙ্কটে পড়েছ! সঙ্কটনাশিনি, আমিই তোমার সঙ্কট উদ্ধারের উপায় কর্‌ছি। (সুরথের প্রতি) অঙ্গেশ্বর আমি আপনার সঙ্গে একটী সম্বন্ধ স্থাপনের ইচ্ছা কর্‌ছি, কিন্তু সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে যদি সম্বন্ধোচিত দু একটা কথা বলি, তাতে রাগ কর্‌বেন না। আপনার চিরকালের আশ—কর্ণাটরাজের নিকট করগ্রহণ কর্‌ব। সেই দুরাশ প্রনোদিত হয়ে বহুবার কর্ণাট আক্রমণ কর্‌ছেন, কিন্তু ফলে যা হয়েছে, তা স্মরণ করিয়ে আপনাকে লজ্জা দেওয়া মাত্র, আপনি কর্ণাটের কর প্রাপ্ত হ'লে মর্ত্যধামের ইন্দ্রত্ব পূর্ণ ভাবে লাভ কর্‌তে পান, আমি আপনার সে আশা পূর্ণ কর্‌ব। যদি আপনার অসম্মতি না থাকে জগজ্জননী মার ইচ্ছা হয়। তাহ'লে আপনার এই কনিষ্ঠ পুত্র পরম হরিভক্ত সুধিরের হস্তে আমার শত চন্দ্র-বিনিন্দিতা কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে প্রদান করে, আপনার সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করি বিবাহান্তে আমি যৌতুক স্বরূপ যা দেব, আপনি রাজকর জ্ঞানে গ্রহণ কর্‌বেন, তাহ'লেই আমার নিকট কর গ্রহণ করা হবে। তবে সূর্য্যের নিকট যেমন জগত শুদ্ধ লোকে কর গ্রহণ করে, এটাও প্রায় সেইরূপ কর। কিছু মনে কর্‌বেন না, আসুন—অসিতে অসিতে আলিঙ্গন অনেক হয়েছে, একবার হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করে সকলে শান্তিসাগরে সন্তরণ করি। (আলিঙ্গন) (দুর্গার প্রতি) মা! আমার এ প্রস্তাবে মত আছে কি?

দুর্গা।—আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করে অনুমতি

দিচ্চি, শুভস্য শীঘ্রং তবে একটু বাধা—জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত সত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহ ত উচিত নয়।

সুরথ —মা! চিরদিনের জন্য হৃদয়ে যে চিতা জ্বেলেছি, সে আগুনে মর্ম্মের গ্রন্থি পর্য্যন্ত নিয়ত ধূ ধূ করে পুড়ছে। আবার সে আগুনে এ আহুতি কেন মা? আমার হৃদয় আকাশ আঁধার করে যে মা অধির সূর্য্য আমার অনেক দিন রাহুগ্রস্থ হয়েছে!

নারদ।—ভ্রান্ত সুরথ। সে চাঁদের কি রাহু আছে, তবে ক্ষণকালের জন্য সে চাঁদের উপর যে ব্রহ্মশাপ রূপ মেঘের ছায়া পতিত হয়েছিল, অদ্যই তা অপসারিত হবে। ভক্তবৎসল ভোলা-নাথ আমার ভক্তের জন্যই পাগল! যে কার্য্য ইচ্ছামাত্রে মুহূর্ত্তে সম্পন্ন হয়, তারি জন্য স্বয়ং ব্যাকুল ভাবে নর্ম্মদা কূল পর্য্যন্ত গমন করেছেন, অদ্যই তোমার অধির পুনর্জ্জীবন লাভ করবে, অগ্রে তার বিবাহ কর্ম্ম অন্য রাজকুমারির সহিত সম্পন্ন হ'লে, কর্ণাটকুমারির সহিত কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়ে চিরসন্ধির ও চিরশান্তির স্থাপন করগে! আর এক কথা! মর্ত্ত্যধামে মার কাম্য পূজা প্রচার করতেই তো মার আসা—স্বরাজ্যে গিয়ে যথাবিধানে মার মহাপূজার উদ্যোগ করগে

সুরথ —প্রভু। আমি বনবাস কালে, পুণ্য তোয়া নর্ম্মদার কূলে, মহর্ষি মেধসের আশ্রমে তাঁর বিধি অনুসারে বসন্তে মার পূজা করেছিলেম, এ যে প্রভু শরৎকাল

নারদ —শরতেও মার পূজার বিধি আছে।

সুরথ —মহাজ্ঞানের মূর্ত্তিমান দেবতা দেবর্ষি নারদ যে বিধি বিধান করবেন তাই হবে, কিন্তু মা তোমার প্রতিমা গঠন, মন্ত্র পঠন, আবাহন, স্থাপন, প্রতিষ্ঠা, বিসর্জ্জন এসব কি বিধান মা! আমি অজ্ঞানান্ধ ক্ষুদ্রমতি মানব, আমাকে বলে দে মা. কি আচারে, কি বিচারে, কি উপচারে, কি মন্ত্রে, কোন্ যন্ত্রে তোর্

পূজা করব। সর্ব্বঘটের অধিশ্বরী—মা। তে মাকে কোন্ ঘটে আবাহন করব, ভ্রান্তমতি দাসকে সেইগুলি একবার বলে দে মা।

গীত।

বল্ মা কি আচারে,　　কি মন্ত্র বিচারে,
কোন্ উপচারে, পূজিব তোরে মা.
কিবা নাম রটিব,　　কি মন্ত্র পঠিব,
কি দিয়ে গঠিব, মা তোমার প্রতিমা
শুনেছি পুরাণ বেদাগম তন্ত্রে,　　চিৎশক্তি তুমি জীব দেহ যন্ত্রে,
মা তুমি জাগিবে উদ্বোধন মন্ত্রে, এ কেমন মন্ত্রণা শ্যামা,—
আবাহন মন্ত্রে ডাকিব কোন্ ঘটে,　　তোমারি ব্যাপ্তি সর্ব্বজীব ঘটে,
যা ঘটাও যে ঘটে, সেই ঘটে তাই ঘটে, ঘটে পটে রটে মা তোমার মহিমা
কি পুষ্পে পূজিব তেবে হৈ মা সারা,　　কোন্ পুষ্পে তুষ্ট তুমি সারাৎসারা,
মা তুমি তুলসী সর্ব্ব পুষ্প সারা, নিত্য গোলোক গরিমা,—
ফলে পূজা করে লভিব কি ফল,　　কি ফলে পূজিয়ে লব ইষ্ট ফল,
চরণেতে যার চতুর্ব্বর্গের ফল, মক্ষ ফলের রূপ বিশ্বপাক্ষ রমা
ধূপ দীপ অর্ঘ্য গন্ধ আদি পাদ্য,　　কি দিব সামান্য আমার নৈবেদ্য,
কি অন্নেতে হবে তব পূজা সিদ্ধ, তুমি অন্নপূর্ণা উমা,—
আত্ম কল্পে দিব পশু বলিদান,　　বলি অনুকল্পের এ কেমন বিধান,
জীব মাত্রে তারা তোমারি সন্তান, জগন্মাতা তুমি প্রকৃতি প্রথমা
তন্ত্র মতে পূজা অহিভূষণ-দ্বারা　　হলোনা মা দীন অহিভূষণ দ্বারা,
করেছি এই স্থির তব পূজার ধারা, ক্ষুদ্র জ্ঞানের যাহা সীমা,—
ভক্তি মন্ত্রে তোরে ডেকে হৃদয় ঘটে,　　ভাবনা কুসুমে পূজে করপুটে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি দিয়ে অকপটে, কর্ম্ম ফল অর্পণ করব তোর প্রতি মা

নারদ।—সে চিন্তা কেন মহারাজ! জানি—ব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই ঐ ব্রহ্মাণ্ডময়ীর বিভূতি, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের মাতৃ-পূজায় অর্পণ করবার কি কিছু নাই—ঐ ত মাও সঙ্গিনীগণ সহ

অন্তর্দ্ধান হলেন (দুর্গার সহ সখাগণের অন্তর্দ্ধান)—সুরথ ঐ শুন আর অন্যের নিকট বিধি নিতে হবে না, আমার পিতা স্বয়ং বিধাতাই শূন্য বাণীতে বিধি দান কর্‌ছেন

(শূন্যপথ হইতে ব্রহ্মা)

গীত।

কর রাজা নিরাপদে, কল্পারম্ভ প্রতিপদে,
হইবে চেতনা চণ্ডিকার
পূর্ণ হবে মনোরথ, শুনহে রাজা সুরথ,
একচ্ছত্রে পাবে অধিকার
আমি বিধি দিই বিধি, যত্নে পাল নিরবধি,
তর্ক যুক্তি করোনা বিচার
কল্প প্রতিপদ আদি, সুরথ প্রবর্ত্তিত বিধি,
অদ্যাবধি হইবে প্রচার

নারদ এই ত, তবে আর কি। স্বয়ং বিধিই বিধি প্রদান কর্‌ছেন, এ বিধি অবিধি হলে, বিধি প্রবর্ত্তিত নব বিধান। আজ তোমা হ'তে প্রতিপদাদি কল্প একটি নব বিধান প্রতিষ্ঠিত হলো। আগামী কল্য শুক্লা প্রতিপদ, কল্পারম্ভের দিন, এক্ষণে স্বরাজ্যে যাত্রা কর, আমিও যথাসময়ে আবার গিয়ে সাক্ষাৎ কর্‌ব

পুরঞ্জয়।—দেবেন্দ্রবিজয় সকলে প্রস্তুত হও, শিবিকাদি প্রস্তুত কর্‌তে বল প্রভু। তবে বিদায় দেন।

(সুরথ রাণী ইত্যাদি সকলের নারদকে প্রণাম)

নারদ।—নির্ব্বিঘ্নে মার পূজা সমাধা করে জগতে কীর্ত্তিমান

হও।—————

[সকলের প্রস্থান

সপ্তম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—নর্ম্মদা কূল, ভৈরব শ্মশান।

(শিবের প্রবেশ)

শিব—মরি মরি কি প্রশান্ত, মরি কি ভৈরব—
মধুর—ভৈরব নিস্তব্ধতা।
বহিছে শ্মশান ক্ষেত্রে শান্তি প্রস্রবণ
নিষ্যন্দিত ব্রহ্মানন্দ লহরী মধুর
প্লাবিত করিয়া ধরা শান্তির হিল্লোলে।
ঊর্দ্ধে ঐ অনন্ত আকাশ—
দূর নিম্নে তার,
বিশাল বিস্তৃত এই ধরিত্রী মণ্ডল।
মধ্যস্তরে কভু শূন্য, পূর্ণ বা কখন।
কভু অগ্নি, কভু মেঘ, বিদ্যুতের খেলা।
কত রঙ্গে কত—
উঠিছে তরঙ্গ রাশী উঠিছে—মিশিছে।
আবার ফুটিছে, পুন—মিশিছে আবার।

স্তরে স্তরে পরস্পরে করি প্রদক্ষিণ
কত চন্দ্র, কত সূর্য্য, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল—
জ্বলিছে নিবিছে যেন হিরক খচিত—
প্রসারিত নিজ স্বর উদ্দিপ্ত অঞ্চল,—
সচঞ্চল বায়ুবেগে উড়িছে—পড়িছে !
প্রভাত—মধ্যাহ্ন—সন্ধ্যা রাত্রি—ঋতু—তিথি,
অয়ন—আঁধার—আলো প্রকাশিছে তায় .
কার এ বসনাঞ্চল ?—নিত্য লীলাময়ী—
মহাকালি . ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী !
এ অনন্ত নিলাম্বর, তোমারি বসন !
কে বলে আকাশ শূন্য ? সব শূন্যময় !
অম্বর যাহার নাম, অনন্ত ব্যাপিত
অনম্বর স্বরূপিনী দিগম্বরী তুমি—
সাধ করে যে বসন করেছ ধারণ
সেই যদি শূন্য . তবে পূর্ণ কার নাম ?
ঐ সে দিগন্ত ব্যাপী অনন্ত অম্বর,
নিম্নে এই অনন্ত জলধি —
বিস্তারি অনন্ত বক্ষ,—শান্ত সুগভীর !
ছুটিতেছে কত নদ—কত স্রোতস্বতী
শ্রান্তি হীন ক্লান্তি হীন—অকুল পরাণে,
অবিশ্রান্তে, ছুটি আসি অনন্ত প্রবাহে,
লভিতেছে মহাশান্তি অনন্তে মিশিয়া !
এই যে অঙ্গার অস্থি, চিতা ভস্ম রাশি
শব, শিবা, কাক, গৃধ্র, পিশাচ সঙ্কুল
বিস্তৃত শ্মশান ক্ষেত্র ! এখানেও ঐ—
ছুটিছে অনন্ত জীব অনন্তের পথে,

ল ই অনন্ত শান্তি অনন্তে মিশিয়া।
চিতা বক্ষে, জল পূর্ণ মৃৎ কুম্ভ পাশে,
উড়িছে পতাকা, যেন, শান্তি কুম্ভ পাশে
অনন্ত শান্তির ধাম দেখাইয়া জীবে,
কালের বিজয় ধ্বজা উড়িছে গৌরবে।
বিদ্যা বুদ্ধি অহংকার-ঐশ্বর্য্য-প্রতিভা,
সৌন্দর্য্য সম্পদ ধন, প্রভুত ক্ষমতা
প্রভুত্ব বা আত্মাদর স্বার্থ, অভিমান,
সকলি মিশিছে এই পবিত্র শ্মশানে।
রাজা, প্রজা, দীন, ধনি, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল,
জ্ঞানি, মূর্খ, স্থূল, কৃশ, সুন্দর, কুৎসিত।
নীচতা উচ্চতা ভাব ভুলে পরস্পরে,
সম ভাবে সবে হেথা এক শয্যাশায়ী।
তাই বলি শান্তি পূর্ণ সাম্য সংস্থাপক,
সাধের সাধন ক্ষেত্র পবিত্রতা মাখা—
আনন্দের ধাম সম—তুইরে শ্মশান।
এই ক্ষেত্রে—এই সম আনন্দের ধামে,
নিরানন্দে ভাসাইয়া সুরথ নগরী
লুটিতেছে অধিরথ সুরথ নন্দন,
গত প্রাণ ব্রহ্মশাপে উন্মেষ যৌবনে।
আমিও দিয়াছি বর, প্রিয় ভক্তে মোর
ত্যজিয়া গন্ধর্ব্ব দেহ জনমি ভূতলে,
হইবে ধরিত্রী মাঝে একছত্রী রাজা।
ব্রহ্মশাপে গুপ্ত অস্ত্রে হত অধিরথ,
ব্রহ্ম বাক্য হইল সফল।
বাঁচায়ে এখন তারে রাখিব গোপনে,

যথাকালে হবে ভক্ত, সার্ব্বভৌম দ্বিজ।
হইয়াছে প্রভাতা যামিনী
দেখি কোথা শব দেহ তার।
কিম্বা ডাকি শ্মশান ভৈরবে।—
কোথা মহাকাল—শ্মশান ভৈরব!
এস ত্বরা পাল আজ্ঞা মোর

(ভৈরবের প্রবেশ)

ভৈরব —কি আদেশ প্রভু!
শিব — গুপ্ত অস্ত্রে হত বনে, সুরথ কুমার,
আন ত্বরা শব দেহ তার
ভৈরব।—নাহি এ শ্মশান ক্ষেত্রে রাজ পুত্র তনু,
সহসা তরঙ্গ তুলি প্লাবিয়া শ্মশান,
ভাসায়ে লয়েছে তনু তটিনী নর্ম্মদা।
শিব।— ডাক নর্ম্মদায়—
জানাইয়া আদেশ আমার
ভৈরব —চলিনু নর্ম্মদ কূলে জানাতে আদেশ!
শিব —যাও ত্বরা রহিনু হেথায়।
ভৈরব — যাবৎ বিলম্ব মম,
ততক্ষণ চল দেব নর্ম্মদার কূলে—
হের মহেশ্মতী পুরী বিল্বকুঞ্জ তাহে,
নিরমিল যাহা ভক্ত তব, কার্ত্তবীর্য্য -
হৈহয় কুলের ধ্বজা
চল তথা করিবে বিশ্রাম।
শিব।—চল সেই বিল্বকুঞ্জে করিব বিশ্রাম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—নর্ম্মদার পরপার

(মহেশ্বতীপুর বিল্বকুঞ্জ নিকটস্থ উপকূল

তরঙ্গবালা গণের প্রবেশ)

গীত

তরঙ্গে অঙ্গ ঢেলে রঙ্গে তরঙ্গিনীর বুকে
তালে তালে তালে, হেলে দুলে দুলে, নাচি সবে প্রেম পুলকে।
সোনার বরণ, চাঁদের কিরণ, মাখি যখন গায়,
ঠমকে ঠমকে, মরি যেন কত দামিনী দমকে তায়,
হে'লে দুলে মলয় বায়,—কেউ কূলের দিকে ধায়,
নেচে নেচে নেচে, পাছে পাছে পাছে, সবাই ছুটে যায়—
কূলের লতায়, কুসুম বুকে, যাই ছুটে সাগরের দিকে,

(শিবের প্রবেশ)

[বামা গণের প্রস্থান উদ্যম।

শিব —　কে তোমরা বামাগণ তরঙ্গিনী কূলে.
আসি সবে রত নৃত্য গীতে ?
কেনইবা চমকিত ভাবে,
চকিত নয়নে চাহি চলে যাও সবে ?

গীত।

তরঙ্গবালাগণ।—

রঙ্গিনী ঐ তরঙ্গিনীর সঙ্গিনী সবাই।
দেখে তীরে, অতিথিরে, এসেছিলাম তাই,
একটু থাকহে গোসাঞী —যাই　এখন যাই,
নাগর বেশে, সাজাব এসে, মুছিয়ে দিযে ছাই,
হাড়-মালাতে, ফুল মালাতে, কেমন সাজে দেখব সুখে

[নাচিতে নাচিতে প্রস্থান।

শিব —ভৈরব

ভৈরব —প্রভু.

শিব —কে ইহারা রামাগণ—দিল পরিচয়—
তরঙ্গিনী নর্ম্মদার সঙ্গিনী বলিয়া।

ভৈরব —তরঙ্গিনী নর্ম্মদার তরঙ্গ ইহারা।

শিব —কি হেতু এসেছে হেথা!

ভৈরব —আসিয়াছে কুসুম চয়নে,
অনুমানি পাঠায়েছে তটিনী নর্ম্মদা,
তব আগমন বার্ত্তা শুনে মোর স্থানে!
হের প্রভু! কুল কুল রবে—
কাঁপিছে নর্ম্মদা বক্ষ ভাসিল দুকুল!
হের আসি পাদ মূল পরশিল তব!

শিব — কেনরে ভৈরব!
সহসা হইল স্ফীত তটিনী নর্ম্মদা,
কেনব প্লাবিত করি বিল্ব-কুঞ্জ বেদী,
পরশিল পাদ মূল মোর!

ভৈরব —কূলেতে অতিথি তুমি অকূলের ধন!
তাই বুঝি উল্লাসেতে স্ফীতা তরঙ্গিনী,
পাদ প্রক্ষালন ছলে করিতেছে আসি,
অতিথি সৎকার—হের
লয়ে ঐ ফুল বিল্বদল
পূজা উপহার সহ আসিছে নর্ম্মদা

(তরঙ্গবালাগণ সহ পুষ্প পাত্র হস্তে নর্ম্মদার প্রবেশ)

গীত

কর পূর্ণ মম আশ হে দিগবাস ত্রিপুরারী.
(হয়ে) শ্রীপদ-সরোজ রজ অভিলাষি আসিয়াছে দাসী তোমারি!

চিরদিন আশা হৃদয়ে সঞ্চিত,　　　পদাম্বুজ বজ মাতিল বিঞ্চিত,
সে বাঞ্ছিত ধনে করিলে বঞ্চিত, হবে কলুষিত করুণা লহরী
কি শুভ যামিনী সুপ্রভাত আমার,　　　কূলেতে অতিথি অকূলের কর্ণধার,
প্রাণ ভ'রে করি অতিথি সৎকার, এস হে শ্মশান বিহারী—
উরসে শিরসে রেখেছ প্রমোদায়,　　　দাও পদে স্থান দাসী নর্ম্মদায়,
পূজা করি পদ পুরিয়ে হৃদয়, সদয় হও কৃপা বিতরি

শিব —কে তুমি ?

নর্ম্মদা —নর্ম্মদা দাসির নাম জন্ম বিন্ধ্যাচলে,
কূলেতে অতিথি তুমি অকূলের ধন,
তাই দাসী আসিয়াছে বড় সাধ করি,
পুলকে পূজিয় পদ পুর তে বাসনা

শিব ।—মনোভাব সবাকার বুঝেছি ভৈরব ।
শুন তরঙ্গিণী—
করিয়াছি প্রীতি লাভ, অতিথি সৎকারে,
অসংকোচে প্রকাশো বাসনা ।

নর্ম্মদা —কি ক'রে প্রকাশি দাসী মনের বাসনা,
অন্তর্য্যামি তুমি, কিবা অজানিত তব !
বহু জন্ম জন্ম র্জ্জিত সাধনের ফলে,
দেবারাধ্য পদ আজ পাইনু দেখিতে
ফিরিতে না চাহে আঁখি, মনে হয় সদা—
হৃদয়ে রাখিয়া পদ পূজি প্রাণ ভরে ।
চল দেব দয়াময় । দাসীর আশ্রমে,
সবে মিলে প্রাণ ভরে, পূজিব চরণ ॥

শিব —তুষ্ট তব মিষ্ট ভাষে, অতিথি সৎকারে,
অপূর্ণ বাসনা তব রবেনা নর্ম্মদে ?

কিন্তু সাধ আগে প্রয়োজন মম,
পরে তব পূরাব বাসনা !

নর্ম্মদা — আজ্ঞাধিনী দাসী কহ দেব ।
কি কাজ সাধিয়া দাসী তুষিবে তোমারে,

শিব। শোন নাই কোন কথা ভৈরবের মুখে ?

নর্ম্মদা তোমার প্রসাদে দেব !
অবিদিত নাহি কিছু দাসীর নিকটে,
বাঁচাতে ভক্তের প্রাণ ভৈরব শ্মশানে—
আসিবে ভৈরব সহ, ভক্তাধিন তুমি !
তাই—দেব ! তাই তব দরশন আশে—
তুলিয়া তরঙ্গ মালা ভাসায়ে শ্মশান,
আনিয় রেখেছি হেথা সুরথ নন্দনে ।
আনিয়া রেখেছি যেই রক্ত পুত্র তনু—
তাইত দেখিনু আজ দেবারাধ্য পদ !
মৃত দেহ রেখেছি যতনে ।

শিব — আন ত্বরা রাজ পুত্র-তনু,
কিম্বা তুমি যাওরে ভৈরব ! নর্ম্মদার সহ,
ধর এই সঞ্জীবনী সুধা
করগে জীবন দান সুরথ নন্দনে ।
যাও সবে সঙ্গিনী তোমরা,
বিবিধ কুসুম দামে সাজায়ে কুমারে,
আন হেথা প্রিয় ভক্তে মোর,
ভক্তের জীবন দান দেখুক জগৎ ।

[ভৈরব ও নর্ম্মদার প্রস্থান।

১ম তরঙ্গবালা ।—চল্‌লো আবার ফুল্ তুল্‌তে যাই ।

২য়।—একটীও নাই ফোটা কলি, পাতায় পাতায় ঘুর্‌ছে অলি।
ডালা ভরে, বকুল বেলী কোথা পাবি ভাই ?
১ম —ঐ দেখ ঐ নদীর কুলে, ডাক্‌ছে লতা হেলে দুলে,
যে'চে বে'চে বিনা মূলে, অমন দাতা নাই।
৩য় —ফুলের জন্যে ভাবনা কেনে, চল্‌না যাই রাজ উদ্যানে
থাক্‌লে পিরীত মালীর সনে, যা চাই তা পাই।
১ম ২য়।—তবে চল্‌ চল্‌ ভাই রাজ বাগানেই যাই।

গীত।

আয় সখি আয় কুসুম মালা, গাথি সু চিকণ।
যুঁই চামেলী, বকুল বেলী রঙ্গিলা বরণ
ফুলের লতা ঐ—দুলে মলয় বায়,
ডাক্‌ছে যেন ফুল বিলাতে, আয়—আয়—আয়—নিবি আয়!
তো'ল্‌ন', গাঁ'থন', প'র্‌ন', ম'ন' স'জ্‌ মনের মতন
[প্রস্থান।

কুসুম সজ্জায় সজ্জিত রাজকুমার, উভয় পার্শ্বে তরঙ্গবালাগণ,
পশ্চাতে মহাকাল ভৈরব ও নর্ম্মদার প্রবেশ)

ভৈরব —অধিরথ কর প্রণিপাত!

অধির —(স্থির ভাবে শিবের প্রতি দৃষ্টি ও অন্যমনস্ক ভাবে দণ্ডায়মান।)

ভৈরব। যাহার করুনা বলে—শুন সুধিরথ,
কি দেখ চাহিয়া উদাস নয়নে!
যাহার করুনা বলে আজ—
মৃত দেহে লভিলে জীবন,
অনন্ত করুনাধার সেবক বৎসল,
সম্মুখে দাড়ায়ে তব সেই শান্তিময়!
প্রণিপাত কর ভক্তিভাবে!

অধির —অধিরথ ? কারনাম। কেবা অধিরথ !
কে তুমি। কে ইহারা আমিইবা কে ?
কোথা ছিনু—কোথা হ'তে আইনু হেথায়,
কিছু না বুঝিতে পারি ! কার এ ছলনা !
সম্মুখে প্রশান্ত মূর্ত্তি রজত শিখর
এই মূর্ত্তি—এই—সেই চির শান্তি মাখা—
অনন্ত করুণাধার এই মূর্ত্তি খানি
স্বপনে—কি জাগরণে—মনে হয় যেন—
একদিন—এই মূর্ত্তি দেখেছি বা কোথা !
পূর্ব্ব স্মৃতি যেন—ছায়া—ছায়া প্রায়
জাগিছে যেন বা—পুন যেতেছে মিশায়ে !
এক দিন যেন—কোন উচ্চতর লোকে—
ব'সি রম্য ধামে .—ন' না। স্মৃতি যেতেছে মিলায়ে !
খণ্ড মেঘ প্রায়—
আসিছে—মিশিছে স্মৃতি—
হইতেছি আত্মহারা।
কি যেন হতেছে হৃদে ঘাত প্রতিঘাত—
আকুলিত করিছে পরাণ !
যতই নেহারি এই শান্তিময় রূপ,
ততই উঠিছে হৃদে শান্তি-প্রস্রবণ—
ততই ভক্তির স্রোত উঠিছে উথলি :
কে তুমি ? আমি বা কে ? কেন বা এখানে ?
ভৈরব —অধিরথ ! কোথা ছিলে—এলে কোথা হ'তে—
হয়না স্মরণ ?—শুন তবে,
অঙ্গেশ্বর সুরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তুমি,
অধিরথ নাম তব, (শিবের প্রতি)

দাও প্রভু —জাগাইয়া দও পূর্ব্ব স্মৃতি,
তা হ'লে সকল কথা আসিবে স্মরণে।

শিব — হউক বিলোপ এবে পূর্ব্ব জন্ম স্মৃতি
বর্ত্তমান স্মৃতি সব উঠুক জাগিয়া !

অধির — কেন আজি হেথা।
কৈ মোর প্রাণের সুধির,
কোথা বনবাসী পিতা অঙ্গরাজ্যেশ্বর।
কোথা সে ছোট মা মম ? সতীর প্রতিমা !
কৈ সে চণ্ডাল মন্ত্রী বিশ্বাস ঘাতক
কে আনিল হেথা মোরে !
কহ প্রভু কার এ ছলনা ?
একি মায়াপ্রহেলিকা .

শিব — সব কথা শুনিবে পশ্চাতে
যাও এবে তরঙ্গিনী নর্ম্মদার সনে
যাও লয়ে তরঙ্গিনী আশ্রমে তোমার,
রাজপুত্রে রাখিও যতনে,
সুরথের দেবী পূজা মহোৎসব কালে—
মহাষ্টমী মহাপূজা শেষে,—
আসি হেথা সুরবালা গণ,
লয়ে যাবে সুরথ নন্দনে, অঙ্গদেশে।
পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু সকলের সনে,
মহোৎসবে হইবে মিলন
যাও বৎস চলিলাম আমি—
যথাকালে পাইবে সাক্ষাত,
যাও তরঙ্গিনী—যাও স্বস্থানে ভৈরব !

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—সুরথ রাজধানী।

পুরঞ্জয়, দিবদাস ও নারদ।

পুরঞ্জয়।—এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য কি অনুমতি করুন।

নারদ।—কর্ত্তব্য কার্য্য—মহারাজ—সুরথ রাজ্ঞী কনকপ্রভা, এবং অপরাপর সকলে যথাযোগ্য বস্ত্রালঙ্কার ধারণ ক'রে, কর্ত্তব্য কার্য্যের আয়োজনে যত্নবান হউন। জ্যেষ্ঠা-রাজ্ঞী দৈবচক্রে নানাপ্রকারে লাঞ্ছিতা, অপমানিতা, লজ্জিতা হ'য়ে অতি দীনহীনার ন্যায় রাজপুরোহিত সুতপার গৃহে অতি কষ্টে অবস্থিতি কর্‌ছেন। সত্বরে পুরোহিতের সহিত তাঁকে রাজপুরীতে আনবার জন্য উপযুক্ত ভৃত্য প্রেরিত হ'ক। কোনরূপ যান বাহনাদি প্রেরণে প্রয়োজন বোধ কর, পাঠাতে পার। কিন্তু রাজ্ঞী এ অবস্থায় যানাদিতে আরোহণ কর্‌বেন ব'লে বোধ হয় না।

পুরঞ্জয়।—দেবেন্দ্র বিজয়! দেবর্ষির আদেশ প্রতিপালন কর। যথাযোগ্য যান বাহনাদি সহ তুমি স্বয়ং সুতপার আশ্রমে

যাও, রাজ্ঞী এবং পুরোহিতকে বিহিত সমাদরের সহিত ল'য়ে এস

দেবেন্দ্র —যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(ছোটরাণী ও ভৈরবীর প্রবেশ)

ভৈরবী —প্রভু, ছোট মা যে বস্ত্রালঙ্কার পর্‌তে চান্‌ না

নারদ।—সে কি মা! পতি বর্ত্তমানে ব্রহ্মচর্য্য ত সতী স্ত্রীর বিধি নয়

ছোটরাণী।—পতিও ত আমার সন্ন্যাসী! যার পতি সন্ন্যাসী-পুত্র সংসার বিরাগী—তার অঙ্গে বস্ত্র-অলঙ্কার কি সাজে প্রভু আমার আর অন্য বসন ভূষণে কাজ কি! আমার হৃদয়ের ভূষণ—অমূল্য কণ্ঠহার—হরি সাধা ধন সুধিরকে পেয়েছি! মাথারমণী—আমার শিরোভূষণ পতিধনে পেয়েছি! এ হ'তে রত্নালঙ্কার আর কি আছে প্রভু এখন এই আশীর্ব্বাদ করুণ, যেন আমার হরিদাস সুধিরকে আপনার পদতলে দিয়ে পতির পদতলে মাথা রেখে, মর্‌তে পারি।

(দূতের সহিত সুতপার প্রবেশ)

সুতপা —বহুদিন যাতায়াত না থাকায় পথ ঘাট সব ভুলে যাওয়ার মত হয়েছে! এদিকে পথ কৈ? বল্‌নারে কোন্‌ দিকে যাব!

দূত —আজ্ঞে ঐ—সোজা—ঠিক উত্তর তোরণ দে,একবারে—

সুতপা।—মর্‌ ব্যাটা বাক্য বাগীশ! অধিক বাক্য ব্যয় করিস্‌ কেন? ঐ; সোজা, ঠিক, উত্তর, তোরণ, দে, একবারে, এঁ্যা,—ব্যাটা যেন বাগ্‌দেবতার পিতৃশ্রাদ্ধ আরম্ভ করেছে, বল্‌না খুব সংক্ষেপে

দূত —আজ্ঞে ঐ ঠিক সোজা চলুন না।—

সুতপা —আবার অধিক বাক্য ব্যয়! অব্যাচীন! জানিস্‌ এক চপেটাঘাতে—হুঁ।

দূত —আজ্ঞে মশায় আপনিইত বেশী বক্‌চেন্‌।

সুতপা —আবার বাক্যব্যয় বেল্লিক! চল্‌ অগ্রগামী হ, দ্রুত পদে চল্‌.

দূত —রাণী মা হাঁট্‌তে পার্‌ছেন না, একটু দাঁড়িয়ে সঙ্গে নিন্‌!

সুতপা —সে হবেনা, আমার সঙ্গে হবে না! "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" তিনি দিবদাসের সঙ্গে পশ্চাতে আসুন, তুই চল্‌ দ্রুত—চল বেটা (গমন পূর্ব্বক নারদকে দেখিয়া) আপনি কে মহাশয়!

নারদ।—আমার পরিচয়ে প্রয়োজন নাই, আমি একজন আগন্তুক মাত্র

সুতপা।—আপনিও দেখ্‌ছি একজন বহুভাষী!—অধিক বাক্য ব্যয় করেন। আমার, পরি, চয়ে, প্রয়ো, জন, না, ই—আমি, এক, জন, আগ, ন্তুক, মাত্র ইত্যাদি অনেক অনাবশ্যক শব্দের আদ্য-শ্রাদ্ধ কল্লেন, ঐ সময় মধ্যে অতগুলি শব্দে অনায়াসে ত আপনার পরিচয় দিতে পারতেন!

পুরঞ্জয় —প্রভু ওঁর পরিচয় দিতে বেশী বাক্য ব্যবহার কর্‌তে হবে না, খুব সংক্ষেপেই আমি পরিচয় দিচ্চি, উনি দেবর্ষি নারদ।

সুতপা। অ্যাঁ অ্যাঁঃ অ্যাঁঃ দেবর্ষি নারদ! দেন্‌ দেন্‌ পদধূলি দেন. আহা কৃতার্থং ওঃ! কি সৌভাগ্য—কি সুপ্রভাত. আজ অঙ্গরাজ্যের নব ভাগ্যোদয় কৈ মহারাজ কৈ!

(রাজার প্রবেশ)

আহাঃ হা! আর যেন সে সৌন্দর্য্য—সে বলবীর্য্য! সে দেবো-পম কান্তি—কিছুই নাই নাই!

সুরথ —চরণ দর্শনের আশা ছিলনা, বনবাসেই এ জীবন লীলার শেষ হবে ভেবে ছিলাম।

(প্রণাম)

সুতপা —এ সংসার জীবের পরীক্ষা ক্ষেত্র, এ পরীক্ষা ক্ষেত্রে আপনার একটী মহাপরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে

নারদ —শুদ্ধ সুরথের নয়, এক সঙ্গে অনেকগুলি জীবনের পরিক্ষা আরম্ভ (জ্যেষ্ঠ রাণীকে দেখিয়া) এ দীন হীনা দুঃখিনীর ন্যায় নিতান্ত মলিন বেশা রমণীটী কে? ইনিই কি মহারাজের জ্যেষ্ঠা মহিষী?

সুরথ —বোধ হয় উনিই আমার জেষ্ঠা মহিষীরূপা মায়াবিনী রাক্ষসী. কুসুম স্তুপ মধ্যস্থা কাল বিষধরি.

নারদ —মহারাজ তুমিত অজ্ঞান নও অখণ্ডনীয় বিধি লিপীর একটী মসী বিন্দুর ব্যত্যয় হবার নয়. তুমি, আমি বা অন্যে কেবল উপলক্ষ্য মাত্র এক্ষণে দৈবায়ত্ব অতীত ঘটনা বিস্মরণ হয়ে মহিষীকে ক্ষমা দান কর রাজ্ঞি! মহারাজকে প্রনাম ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা কর।

জেষ্ঠা রাণী —দাসী আর ও পদস্পর্শের অধিকারিণী নয়। আমি মহাপাতকিনী আমার পাপের ইয়ত্বা নাই, এ মহাপাপে শাস্তিদাতা কেউ নাই। তুমি স্বামী- তুমি আমার—ইষ্ট দেবতা। তুমি ক্ষমা না কর্‌লে, আমার নরকেও স্থান হবে না। অবোধ অবলার অপরাধ ক্ষমা কর—আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর। (রাজার পদতলে পতন)

সুরথ। আমি ক্ষমা কর্‌লেই যদি তোমার পাপের শান্তি হয় হক্, আমি ক্ষমা করলেম। কিন্তু ঈশ্বরেরর কাছে ক্ষমা পাবে কি ন জানি না

জেষ্ঠা রাণী —তুমিই আম র শাস্তিদাতা—তুমিই অ মার

ঈশ্বর তুমিই আমার ইষ্টদেবতা। তুমি ক্ষমা করলেই আমার পাপের শান্তি হবে।

সুরথ —এ জ্ঞান কি পূর্ব্বে ছিল না।

জেষ্ঠ রাণী —ছিল, কিন্তু—

সুরথ —আর কিন্তু কি?

জ্যেষ্ঠা রাণী।—বিধি লিপি—আমার অদৃষ্টের ফল—কে খণ্ডন করবে মহারাজ।

ছোট রাণী —দিদি কেঁদোনা। কর্ম্মের ফল এক-দিন না এক-দিন ফলতেই হবে। তোমার দোষ কি দিদি।

বড় রাণী —কে কনক। দিদি আমার সোনার ভগিনী আমার। আমি মহাপাপিনী, আমায় ক্ষমা করো।

ছোট রাণী।—দিদি তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো(প্রণাম) দিদি। আমি মনে জ্ঞানে কখনো তোমার কোন অপরাধ করি নাই, স্বামীর পায়ের ধুলার ভাগ ভিন্ন, কখন তোমার স্বামী সোহাগের ভাগ নিতে চাইনি পাছে সুধির আমার কোন দিন মহারাজের কাছে ধনরত্নের প্রার্থনা ক'রে, তোমার বিরাগ ভাজন হয়। সেই ভেবে নিতান্ত শিশুকাল হ'তে, ওকে শিক্ষা দিয়ে—দিয়ে সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী সাজিয়েছি, নিজেও চিরদিন তোমার দাসী হয়ে সেবা করেছি; তাতেও যদি অজ্ঞানত কোন অপরাধ করে থাকি, সে অপরাধ নিও না, ছোট বোন্ বলে ক্ষমা করো। এখন তোমার যেমন সোনার সংসার তেমনি হ'ক, বিধাতা তোমার অধিরকে মিলিয়ে দেন। আমি তোমাদের আনন্দের সংসার দেখে, সুধিরকে নিয়ে বনে যাই, মাতা পুত্রে বনে বসে হরিসাধন করব বলে, তোমাদের কাছে বিদায় চাচ্ছি, দিদি। আমি বড় দুখিনী, আমার অপরাধ নিওনা।

বড়রাণী।—আর কেন বোন্ আমাকে লজ্জা দাও। তুমি

আমার সরলা সতীর প্রতিমা। গুণের ভগী! আমি সতীনের বিদ্বেষ অন্ধকারে অন্ধ হ'যে তোমাকে চিনতে পারি নাই। সর্ব্বনাশী বিদুষীর কুমন্ত্রণায় ভুলে, তোমাকে সতীনের চক্ষে দেখেছি! এমন সরলা সতীলক্ষ্মীকে অসতী সাজিয়েছি! অঙ্গ-রাজ্যের রাজলক্ষ্মী! তোমাকে বনে দিয়ে, আপনার ভাগ্য-লক্ষ্মীকেও হারিয়েছি। পাপের দণ্ডও যথেষ্ট হয়েছে তোমরা এখন আমাকে ক্ষমা না ক'রলে; এ জ্বলন্ত আগুনের আর শান্তি হবে না।

নারদ —অশান্তির অবসান হয়েছে—শান্তিময়ীর শুভাগমনে সব শান্তি পূর্ণ হবে. (ভৈরবীর প্রতি) মন্ত্রি পত্নী! তোমার ভৈরবী বেশ পরিত্যাগের উপযুক্ত কাল উপস্থিত!

ভৈরবী —কি জন্য—কার জন্য এ বেশ ত্যাগ করব, আমার ত এই উপযুক্ত বেশ প্রভু

(জনৈক সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী —শান্তি। শান্তি!! শান্তি!!! ধন্য ধর্ম্মের সূক্ষ্মা-গতি, ধন্য কর্ম্মক্ষেত্রের মহাপরীক্ষার মহাপরীক্ষকের গভীর পরীক্ষা কৌশল। এই কর্ম্মক্ষেত্রে একটী মহাপরীক্ষা দর্শনের অপেক্ষায় অনেক বিপদের ঝঞ্চাবাত—বজ্রপাত অটলভাবে সহ্য ক'রে, দাঁড়িয়েছিলাম বজ্র যেখানে পড়্‌বার সেইখানে প'ড়্‌ল—ঝঞ্চাবাতের শান্তি হ'ল মহাপরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন কর্‌লেম! ধন্য, ধন্য! "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মাগতি" এ মহাবাক্যকেও ধন্য!

সুরথ —আসুন? আস্‌তে আজ্ঞা হক্‌! কে আপনি?

সন্ন্যাসী।—অতিথি আমি অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন।

সুরথ —কি আদেশ —আজ্ঞা করুন

সন্ন্যাসী —আদেশ নয়, কিছু ভিক্ষা।

সুরথ —ভাল তাই হক্, কি ভিক্ষা বলুন!

সন্ন্যাসী —ভিক্ষা—এই ভৈরবী সন্ন্যাসিনীকে আর সংসার-বাসিনী করবেন না সন্ন্যাসিনীকে যদৃচ্ছা ইষ্টসাধনোদ্দেশে গমনে অনুমতি দেন, আর ঐ অব্যবস্থিতচিত্ত দিবদাস নামক বালকটীকে যেরূপ আশৈশব প্রতিপালন করেছেন, সেই ভাবে রাজ-পদাশ্রয়ে স্থান দেবেন—এই আমার ভিক্ষা! (ভৈরবীর প্রতি) ভৈরবি! যে সময়ে অঙ্গেশ্বরের অঙ্ক লক্ষ্মী মহিষী কনকপ্রভা রাজ-আজ্ঞায় নির্ব্বাসিত হ'য়ে বনবাসিনী হন, যে সময়ে তুমি তাঁর রক্ষণা বেক্ষণের জন্য তাঁর কুটীর প্রান্তে পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে অবস্থিতি কর, সেই সময়ে যে সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে তোমাদের তত্ত্বগ্রহণ করত, সময়ে সময়ে যথাসাধ্য ধর্ম্মোপদেশ ও যোগধর্ম্ম শিক্ষা দিত, সে সন্ন্যাসীকে দেখ্‌লে এখন চিন্‌তে পার কি?

ভৈরবী —কণ্ঠস্বরে যেন বোধ হচ্চে, আপনিই—তিনি!

সন্ন্যাসী —সেনাপতি পুরঞ্জয়সিংহ! যে সময়ে তোমরা মেধসাশ্রম হ'তে মহারাজকে সঙ্গে লয়ে নর্ম্মদা পার হও, সেই সময়ে যে, মহারাজের সাক্ষাতে তোমাদের নিকট রাজকুমার সুধিরথের শ্মশান সঙ্কটের সংবাদ দিয়েছিল, আমি সেই সন্ন্যাসী! তোমাদের মহারাজের সুবিশ্বাসী মন্ত্রীর পরিণাম—কর্ণাটের শ্মশানক্ষেত্রে দেখেছি এক্ষণে অঙ্গরাজ্য শান্তিপূর্ণ দেখে—ইহ জগতে ধর্ম্মাধর্ম্মের মহাপরীক্ষা দেখে—আর একবার তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে—সেই বিশ্বরক্ষক মহাপরীক্ষককে ধন্যবাদ দিতে দিতে বিদায় হব ব'লে এসেছি।

নারদ —একে আকারের পরিবর্ত্তন। বেশ পরিবর্ত্তন! তার উপর যোগাভ্যাস গুণে স্বর পরিবর্ত্তন—চিন্‌বার কোনো উপায় নাই মহারাজ! ভৈরবীরূপা সাধ্বীর হস্তে নিহত,—কুটচক্রী পিশাচাধম মন্ত্রীর পরামর্শে, যাকে অপমানিত—লাঞ্ছিত ক'রে

রাজ্য হ'তে দূরীভূত ক'রে দিয়েছিলে একদিন যার মন্ত্রণা গুণে অঙ্গরাজ্য শান্তিপূর্ণ ছিল। যার অভাবে আজ অঙ্গরাজ্য প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ইনি তোমার সেই পূর্ব্ব মন্ত্রী—সেই মহারাজনীতিজ্ঞ পরম ধার্ম্মিক মহামন্ত্রী—পৃথুপাদ্‌!

সুরথ।—কে মন্ত্রী। আমার সেই সাধুহৃদয় প্রিয় মন্ত্রী পৃথুপাদ। মন্ত্রি। তুমি যথার্থই দেবহৃদয় ল'য়ে,—যথার্থই দেব চরিত্র লয়ে, ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেছিলে যে একদিন নিতান্ত নির্ম্মম পিশাচের ন্যায়, দয়া—মায়া—স্নেহ—মমতা পরিশূন্য হ'য়ে তোমাকে অপমানিত লাঞ্ছিত ক'রে, অতি কঠোর-ভাবে নির্ব্বাসিত করেছে। আজ তুমি তারই হিতসাধনের জন্য লালায়িত। মন্ত্রী তুমি মানব নও—নররূপী দেবতা এ হিংসা—দ্বেষ—স্বার্থ—শঠতা-সঙ্কুল মর্ত্ত্যধামের অপবিত্র পদার্থে তোমার হৃদয় গঠিত নয়, স্বর্গের পবিত্র উপাদানে তোমার দেব হৃদয় নির্ম্মিত মন্ত্রি.—লোকশিক্ষার মূর্ত্তিমান্‌দেবতা—সংসারের আদর্শ পুরুষ মন্ত্রি। অতীত ঘটনা বিস্মৃতির গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়ে প্রশান্তমনে একবার আমাকে আলিঙ্গন দাও।—

দেবেন্দ্র —পিতঃ। আমি আপনার হতভাগ্য পুত্র দেবেন্দ্র-বিজয়। (মন্ত্রীর পদধারণ)

নারদ —দেখ—দেখ। মন্ত্রী-পত্নী বুঝি মূর্চ্ছিতা হন। দেবেন্দ্র-বিজয় তোমার জননীকে ধর।

দেবেন্দ্র ,—মা ! মা —(ধারণ ও ভৈরবীর পতন)

নারদ —ভয় নাই—চেতনা হয়েছে!

ভৈরবী —(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) নাথ। এতদিনে দয়া হ'ল। এত-দিন দেখা দিয়েছ—এত উপদেশ দিয়েছ, একটী দিনও পরিচয় দাও নাই। এতদূর দেহের পরিবর্ত্তন হয়েছে—স্বরের পরিবর্ত্তন হয়েছে, যে একদিনের জন্যও তোমাকে চিন্‌তে পারি নাই।

আমি যে নাথ। কি দিন—কি রাত কেবল বনে বনে, শ্মশানে শ্মশানে তোমার অন্বেষণ করেছি—দিন রাত কেঁদেছি তুমি সন্ন্যাসীবেশে দেখা দিয়ে কত উপদেশ দিয়েছ, কত সান্ত্বনা করেছ, তবু পরিচয় দাও নাই—এতদিন এত কষ্ট কেন দিলে নাথ ?

সন্ন্যাসী সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলেম, আজ সময় হয়েছে, ধর্ম্মের বায়ুতে পাপীর চক্রান্ত মেঘ অপসারিত হ'য়ে, সত্যের আলোকে সকলের ভ্রান্তিদৃষ্টি দূর হয়েছে কর্ম্মক্ষেত্রের মহা পরীক্ষার প্রত্যক্ষ ফল জগতের চক্ষের উপর পরিলক্ষিত হয়েছে,—তাই আজ মহারাজ সুরথের নিকট আনন্দের সহিত পরিচয় দিতে এসেছি—আমি তাঁর সেই বিশ্বাসদ্রোহী—প্রতিপালকদ্রোহী পিশাচ মন্ত্রী—পৃথুপাদ।

পুরঞ্জয় —মন্ত্রী মহাশয়, অতীত বিষয় বিস্মরণ হন, আপনি পদচ্যুত হ'য়ে অঙ্গরাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত হবার সময় যেমন আত্মদোষ ক্ষালনের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা না ক'রে, শুদ্ধ ধর্ম্মের বিচারের ফলাফল প্রত্যক্ষ করবার জন্য নীরবে সমস্ত আরোপিত দোষ স্বীকার পূর্ব্বক বনে গিয়েছিলেন আপনার তৎকালের উপদেশে আমিও তেমনি অনেক বিঘ্ন বাধা অকাতরে সহ্য করেছি। আপনার দেবেন্দ্র বিজয়কে ভাণ্ড উন্মাদ সাজিয়ে দিবদাস নাম রক্ষা করে, আপনার আদেশ মত যথাসাধ্য উপদেশ দিয়েছি। যদিও দেবেন্দ্র বিজয় এক সময় প্রকৃত উন্মাদ ভাবাপন্ন হয়েছিল, তথাপি সে অবস্থাতেও একটী দিনের জন্য আমার অবাধ্য হয় নাই, এখন ত সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়েছে আপনি এক্ষণে সন্ন্যাসী বেশ ত্যাগ করে সকলের আনন্দবর্দ্ধন করুন।

সন্ন্যাসী —না পুরঞ্জয় আর ও অনুরোধ করো না। এ অন্তিম জীবনে আর সংসারপাশে আবদ্ধ হব না, এই সন্ন্যাসী সজ্জাই আমার চিতাশয্যাং সঙ্গি।

সুরথ —না মন্ত্রি তা হ'লে আমি বড়ই দুঃখিত হব, আজ আমার বড় আনন্দের দিন দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর নবীন মেঘের ধারা বড়ই মধুর! আজ তোমাকে পেয়েছি, সুধিরকে পেয়েছি, দেবেন্দ্র বিজয়কে পেয়েছি,এখন আমার অধিরথকে পেলেই সকল মনোরথ পূর্ণ হয়

নারদ।—মনোরথ অচিরেই পূর্ণ হবে। অষ্টমী নবমীর সন্ধি-ক্ষণে আনন্দময়ীর কৃপায় তোমার পূর্ণানন্দের উদয় হবে। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র অধিরথ, শিবদূত নন্দীর সহিত পুণ্যতোয় নর্ম্ম-দার উৎপত্তি স্থান অমরকণ্টকপর্ব্বতে কিছুদিন অবস্থিতি ক'রে এক্ষণে মহর্ষি ভৃগুর আশ্রমের অনতিদূরে—যে স্থানে স্রোতস্বতী নর্ম্মদা সাগরের সহিত সম্মিলিতা হয়েছে, সেই সংযোগ ক্ষেত্রে তরঙ্গবালাদের সহিত অবস্থিতি কর্‌ছে অচিরেই তাদের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যে উদয় হবে। এক্ষণে কর্ত্তব্যের আয়োজন কর তোমার কুলপুরোহিত মহর্ষি বিশ্বরূপের পুত্র সুতপা মহাজ্ঞানী, তাঁর প্রদত্ত ব্যবস্থামত মহাপূজার আয়োজন কর। রাজ্ঞীদের বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করতে বল (রাজ্ঞীদের প্রতি) যাও মা। তোমরা অন্তঃপুরে যাও, রত্নালঙ্কার পট্টবস্ত্র পরিধান ক'রে মহারাজের সহিত মহ পূজার সংকল্পে ব্রতী হও

ভৈরবী ও রাজ্ঞীদের প্রস্থান।

সুতপা —পূজার আয়োজন? কথাটা যে বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

পুরঞ্জয়।—শরতে মহাপূজার আয়োজন

সুতপা —সংকল্পের সময় ত অতীত হয়েছে

পুরঞ্জয় —মহর্ষি নারদের উপদেশ, দৈববাণীতে বিধাতার আদেশ —প্রতিপদাদি কল্প।

সুতপা —তবে আর কি বিধিপুত্র নারদের বিধি আকাশ বাণীতে স্বয়ং বিধির বিধি অবিধি হ'লেও বিধি প্রবর্ত্তিত

নববিধান! এখন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়োজনের জন্য যথা-যোগ্য ব্যক্তিগণকে নিয়োজিত করুন। সময় অতি সংক্ষেপ—পুরঞ্জয়! সকলে সত্বর হও

পুরঞ্জয়—আয়োজনের জন্য আপনার চিন্তা নাই অনুমতি করুণ কি কি আয়োজন করতে হবে।

সুতপা।—আয়োজন নিতান্ত সংক্ষেপ নয়, রাজোচিত আয়োজন। প্রতিপদাদি কল্প! সুতরাং প্রতিপদাবধি ষষ্ঠি পর্য্যন্ত পূজার্থে প্রতিদিন বস্ত্রালঙ্কার দান, ব্রাহ্মণভোজন, কুমারী ভোজন, তৎপরে ষষ্ঠিতে বোধন; বিল্ববৃক্ষ মূলে দেবীর অধিবাস, আচারাৎ মণ্ডপে অধিবাস, পত্রিকা প্রবেশ, অষ্টকলসে স্নানার্থে অষ্টটী সুবর্ণ কলস আর বস্ত্রালঙ্কারাদিও রাজোচিত ভাবেই আয়োজিত হবে—সে বিষয় বলা বাহুল্য।

দেবেন্দ্র।—বস্ত্রালঙ্কার কার কার জন্য কর্ত্তা।

সুতপা—ওরে বাক্যবাগীশ! বস্ত্রালঙ্কার সকলেরই চাই।

দেবেন্দ্র—সিংহ মহাশয়ও কি কাপড় পর্‌বেন?

সুতপা—(বিরক্ত ভাবে) সিংহ মহাশয় কি কাপড় পর্‌বেন! উপহাস রে পাজি! সিংহ বুঝি তোর মত একটা গাছ পাগল! না—যেমন তেমন একটা বনের পশু।—

"সিংহত্বং হরিরূপোসী স্বয়ং বিষ্ণুর্নসংশয়,
পার্ব্বত্যা বাহনস্তংহি অতস্তাং পূজয়াম্যহম্"

শাস্ত্র জানিস? বেল্লিক!

পুরঞ্জয়—দিবদাস আপনার পুত্রকল্প-মহামন্ত্রী পৃথুপাদের পুত্র! আপনার সঙ্গে উপহাসের সম্বন্ধ—তাই একটু আমোদ করছে।

সুতপা।—ঠিক্ ঠিক্! পৃথুপাদের পুত্র! নাতি আমার! ভ্যালা মোর ভাই, কর কর আমোদ কর।

দেবেন্দ্র —ভাল ঠাকুরদাদা মশায়! সিংহ ত হরিরূপসী হলেন, মহিষ মহাশয়কে যাহয় একটা রূপসী সাজিয়ে তাঁর নামে কিছু আদায় করবেন না?

সুতপা।—আবার, আবার রে কুষ্মাণ্ড! মহিষ মশায় বুঝি কেউ নন।

দেবেন্দ্র —কে বলুন না।

সুতপা —তোর পিতামহ

দেবেন্দ্র।—আপনিই ত আমার পিতামহ

সুতপা —হাঁ হাঁ ভুলে গিয়েছিলাম নাতি যে! বেশ বেশ! বেশ পাল্টা গেয়েছ ভাই! মহিষেরও পূজা আছে হে ভায়া! মহিষ বড় যে সে নয়—

"মহিষত্বং মহাবীরঃ শিবরূপ সদাশিব,
অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি ক্ষমস্ব মহিষাসুর"

বুঝলে ভায়া?

দেবেন্দ্র।—তা ত বুঝলাম তবে মূষিক মহাশয়ও বস্ত্রালঙ্কার পাবেন? মা চালচিত্রি কাপড় পরবেন না?

সুতপা —যা বেল্লিক! তোর সঙ্গে বাক্যব্যয়ে বৃথা সময় নষ্ট।

পুরঞ্জয় —দেবেন্দ্রবিজয় আনন্দ করবার অনেক সময় পাবে এক্ষণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আয়োজনে যত্নবান হও (পুরোহিতের প্রতি) আপনি অন্তঃপুর মধ্যে যান পুরস্ত্রীগণকে আজ্ঞা করুন গে তাঁরা অধিবাসাদির আয়োজন করুন

সুতপা।—অবশ্য অবশ্য—বিল্ব বৃক্ষমূলে গন্ধাধিবাসন—

"মহী গন্ধ, শীলা ধান্য, দুর্ব্বা পুষ্প, ফল দধি,
স্বস্তিক সিন্দুর শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, রজত, কাঞ্চন—
চামর, দর্পণ, দীপাদি প্রশস্ত পাত্র; বিঘ্ননাশার্থ—

মাস ভক্ত বলি, শ্বেত সর্ষপ, বিল্ব বৃক্ষের ঈশান শাখা
ছেদনার্থ সিন্দুর দান পূর্ব্বক আরতি" বহু আয়োজন !!
অথচ সময় অতি সংক্ষেপ বিশেষতঃ অষ্টমী নবমী
সন্ধিক্ষেত্রে চামুণ্ডা দেবীর পূজায় প্রচুর বলির প্রয়োজন !!

সুরথ —আপনি আশীর্ব্বাদ করুন্ আমি মা মহামায়ার প্রীত্যর্থে সংকল্প পূর্ব্বক লক্ষাধিক বলিপ্রদান কর্‌ব তার মধ্যে সহস্রাধিক নরবলি আমার সংকল্প। (দেবেন্দ্র বিজয়ের প্রতি) দেবেন্দ্র। তুমি কারা প্রহরীগণকে আদেশ প্রদান কর, লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশারদ, সত্যশরং আর বিশ্বাসঘাতক সঞ্জয়কেতুকে লয়ে এসে পূজা মণ্ডপের সম্মুখে যূপ কাষ্ঠে বন্ধন করে রাখে আমি শীঘ্র আস্‌ছি। (মন্ত্রীর প্রতি) মন্ত্রি! তুমি আজ সন্ন্যাসি! আমার চিরহিতৈষিণী মন্ত্রীপত্নী আজ ভৈরবী—সন্ন্যাসিনী! আর আমি তোমাদের ও বেশ ত্যাগ কর্‌তে বল্‌বনা। থাক ক টা দিনের জন্য আমার অনুরোধে ঐ বেশেই আশ্রম বাসে থাক, পরে আমার সংকল্পিত কার্য্য শেষে, একত্রেই—মহাপ্রস্থান এখন আমার সঙ্গে এস! তোমাকে বল্‌বার অনেক কথা আছে। পুরোহিত মহাশয়! আপনি অন্তঃপুরে যান, পুরস্ত্রী-গণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ও কর্ত্তব্য কার্য্যের আয়োজন কর্‌তে বলুন! দেবেন্দ্র! পুরঞ্জয়! তোমরাও কর্ত্তব্য কার্য্যের আয়োজন কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পূজা-মণ্ডপ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

সুশীলা শশীকলা প্রভৃতি পুরস্ত্রীগণের প্রবেশ

সুশীলা রঙ্গিন, জবা, আতুসী এ ত চাই, জয়ন্তী অপরা-জিতা হাঁ আর বেলপাতা বা য আর কি বলেছেন মনে আছে কি শশি .

শশী —জয়ন্তী অপরাজিতা, আতুসী বেলপাতা সব পেয়েছি কিন্তু ভাই রঙ্গিন তুল্‌তে গিয়ে এক রঙ্গ দেখে ফুলতোলা ভুলে গেলেম

সুশীলা।—কি রঙ্গ দেখ্‌লি।

শশী —ঢোল্ বাজ্‌ছে

সুশীলা —কিসের ঢোল।

শশী।—ধর্ম্মের ঢোল। ঐ বিদুষী পোড়ামুখীর দুর্দ্দশাটা দেখ ?

শৃঙ্খলাবদ্ধ বিদুষীকে লইয়া দূতের প্রবেশ।

১ম দূত।—চলে আয় না লো শালী বকেয়া গয়না। ও বোওয়া-খেয়া দেওয়া চলনের কর্ম্ম নয় হন্‌হন্ চলে আয় (সবলে আকর্ষণ)

বিদুষী —আঃ ওরে। অত টানাটানি করিস্ কেন

২য় দূত —সত্যি ভাই। দিদিমণিকে আমার টানাটানি করিস্‌নে। আহা বিয়ের কনে, খোঁচা খুঁচি লেগে এক ফোঁটা রক্ত পড়লে, আর এ লগ্নে বিয়ে হবেনা চলো দিদিমণি আমার। একটু জোর পায়ে চল। এমন ধাবা হাঁটি হাঁটি, পা—পা করে হাঁটলে যে, লগ্ন ভ্রষ্ট হয়ে যাবে একটু চোট্ পায়ে চল দিদিমণি। (গুঁতা)—

বিদুষী —ছি ভাই। তোরা হলি নাতী। বুড় আয়িকে নিয়ে কি এমন ধারা দস্তা দস্তী কর্‌তে আছে? আহা। তোদের কত ভালবাসি।

শশী —আয় ভাই সুশীলা। একটু আগিয়ে দেখি এ একটা দেখ্‌বার জিনিষ, (বিদুষির প্রতি) দিদি মণিনাকি? আ মরি মরি। এতদিনে ফুল ফুটেছে। দেখ্—দেখ্‌লো সুশীলে। সতি সাবিত্রী সয়ম্বরে চল্লেন।

২য় দূত।—এইবার গেলেই মালা বদল হবে, এসোনা গো সাবিত্রী ঠাকুরুণ (সজোরে আ কর্ষণ)—

বিদুষী।—ওরে সর্ব্বনাশ। হাড় ভেঙ্গে গেল। ওমা কি যন্ত্রণা। কি লাঞ্ছনা। ওরে তোদের পায়ে ধরি ছেড়ে দে। বিনা দোষে এত লাঞ্ছনা করিস নে।

গীত।

কেন কর এত নির্য্যাতন (বিনাদোষে)
এ কেমন, বিড়ম্বন,—
আছি সরমে মরমে মরে আর কেন জ্বালাতন
আয়ি ব'লে যখন আসিস্, প্রাণ খুলে করি আশীষ
ভালবাসি ভালবাসিস্, হাসিলে হাসিস্—
অসময় দেখেকি যাদু সব ভুলে আছিস্
(আজ) কোথায় রে সে ভালবাসা কোথা গেল সে যতন

২য় দূত —সে কি আয়ি তোমাকে আবার ভালবাসিনে তুমি রাজরাণী হবে—আমরা রাজার নাতি হয়ে ভু শ রগড় উড়াব। (সুর করিয়া) আমরা রাজার নাতি ফুলিয়ে ছাতি, ক'রব বাবুয়ানা। তেনে নেনে না, নে-নে নে নে না—নাচ দেখি আয়ি একবার ধেনে নেনে না। (হস্ত ধরিয়া নৃত্যকরান)।

বিদূষী।—আরে মর্ মর্ পোড়া মুখো . অমন করে হেঁচ্কা হেঁচ্কি কবিস্ কেন ?

২য় দূত —বুড় হাড়ের আড়ষ্ট ভেঙ্গে খিল সরিয়ে দিচ্ছি নইলে রাজরাণী সেজে সোজা হয়ে বস্‌তে পারবে কেন ? (কেশ ধরিয়া) আহা আমির আমার চুলের বাহার দেখ দেখি . এ চুলে যখন আরমানী খোঁপা বেঁধে, বকুল ফুলের মালা দিয়ে সাজাবে ; তখন বল্‌তে কি—মাইরি দিদি .—তোর দিব্যি

১ম দূত।—দিদিকে সিঁদুর পরাবিনে ?

২য় দূত —যাট্। পরাব বই কি। অমন জল জেয়ান্ত জন্ম-এয়োস্ত্রী—তাতে আবার রাজবাড়ীর বাস্তু মনসা —

সুশীলা —আহা . ওকে অমন নাস্তা নাবুদ কেন করছ গা। ও যে সতী ষাট্—গঙ্গা জলের ধারা -

১ম দূত —এখানে একটু নাস্তা নাবুদ না করলে সেখানে গিয়ে সাক্ষী সাবুদ দেবার সময় আমাদের উপর যে দোষ পড়বে রাজার কাছে বিচার ত এই হ'তে চল্লো। এর পর মূল ঠিকানায় গিয়ে যে আর একবার বিচার হবে।

শশী —সে বিচারে বাছা আমার স্বর্গের সনন্দ পাবেন—একদম্ ইন্দ্রের বামে শচী—

সুশীলা —যা হ'ক বিদূষী। খুব চলানুটা চলালি। পোড়া-কপালী। ধর্ম্মের কল কেমন ক'রে বাতাসে নড়ে দেখ্‌লি ? খুব হয়েছে—রোগের মত ওষুধ হয়েছে।

শশী —আহা বাছা আমার কত আশাই করেছিল। আবার "মরা মালঞ্চে ফুটবে ফুল, টেকো মাথায় উঠবে চুল"

সুশীলা —তা হ'লো টেকো মাথায় খুব চুল উঠল। এখন নাক চুল নিয়ে টানাটানি। ছারকপালী . যে মুখে সতী-লক্ষ্মী ছোট রাণীমার কলঙ্ক রটিয়েছিলি, সে মুখ এখনও যে নরকের

কাটে খুলে খায় নাই সেই আশ্চর্য্য! এতদিনে অধর্ম্মের ফল ফলেছে। বেশ হয়েছে! এইবার বাছার সকল দফা রফা! (সকলে ঠোক্‌না মারিয়া) বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে—পোড়া কপালি! বেশ হয়েছে!

গীত।

হ'লো সকল দফা রফা। সতীর শাপ, মনস্তাপ—
রবে টাট্‌কা পাপ আর কদিন চাপা।
ছিলি বড় আশার আশে, কেঁচে বস্‌বি দশার শেষে,
মরাগাঙ্গে আস্‌বে জোয়ার দুকূল ভেসে,
শেষ বয়সে পাকা চুলে বাঁধ্‌বি খোঁপা।

(দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রবেশ)

দেবেন্দ্র।—যাও এখন ওকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করে রেখে, অবশিষ্ট পাপিষ্ঠ ক-টাকে নিয়ে এস

১ম দূত —অ জ্ঞে সব গোটে গোটে হাজির কর্‌ছি, নরবলির সময়, এই হারাম-জাদির সাম্‌নে ওর সেই কুটে বেটাটাকে আমি নিজহাতে বলিদান কর্‌ব। বেইমান্‌কা শির জুদা কর্‌কে দরিয়ামে ডাব্‌দেগা!

বিদুষী।—মর্‌ আঁটকুড়ির বেটা আমার সোনার চাঁদকে গা'ল! উচ্ছিন্নে যাবি—অধঃপ তে যাবি!

১ম দূত।—আহা গাল দেব কেন সতী সাধ্বী! এই যে তোমার অঙ্গ সেবা কর্‌ছি! (গুঁতা দিয়া) চল বাবা বগ্‌ড়ী! মায়ের কাছে ত তোমার বলি হবে না, পির সাহেবের আস্তানায় গিয়ে বগ্‌ড়ী জবাই কর্‌ব।

[গুঁতাইতে গুঁতাইতে লইয়া প্রস্থান।

(বিশারদ ও সত্যশরণকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

বিশারদ।—আঃ এ-ত বড়ই নির্য্যাতন করেন দেখি। ছাবান দেন! বন্ধন মুক্ত করেন।

২য় দূত।—বন্ধন একেবারেই মুক্ত হবে, মায়ের খর্পরে ঢাল্‌তে যে দেরি।

সত্যশরণ —আ আ আ আম্ আম্ আমাকেও কি, ব-ব ব দান কর্‌বে নাকি? তোমারগে। আম্—আম্—আমি ত ব লাগ্‌ব না! আমি যে খ খ খ ক্ষত—তোমারগে! ঐ বদ্দি দিলেই খুব হবে, আমাকে ছেড়ে দে ভাই—তোমারগে—

বিশারদ।—ক্ষত হইলেও বলি দেওয়া ব্যবস্থা আছে, পব বল্‌তেছেন,—"অক্ষত বা ক্ষতাশ্চৈব, পুনর্ভূঃ সংস্কৃতে পুনঃ"

সত্যশরণ —আরে রাখ্ তোর পুনর্ভূঃ! তোম্ তোম্ তো

২য় দূত —তোম্—তোম্—তোম্ দেরেনা—দেরেনা। ত্রি যাবার সময় যম রাগিণী ভাঁজ্‌ছ নাকি?

দেবেন্দ্র।—যাও উভয়কে স্নান করিয়ে আর্দ্রবস্ত্রেই যূপক বেঁধে রাখগে।

২য় দূত —চল! এখনি হাড়কাঠে পড়ে রাগিণী ভাঁজবে!

[প্রস্থান

(শৃঙ্খলাবদ্ধ সঞ্জয়কেতুকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

দেবেন্দ্র।—সেনাপতি শুনেছ কি আদেশ রাজার!
মিত্রদ্রোহী প্রভুদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক—
মহাপাপি! তোমাদের প্রায়শ্চিত্ত হেতু,
শিরশ্ছেদ দণ্ড আজ্ঞা দিয়াছেন রাজা!
যাও লয়ে।———

[প্রস্থান

সঞ্জয়কেতু —করি নাই কোনো দিন প্রাণের মমতা,
অকাতরে দিব প্রাণ— অম্লান বদনে।
হউক পাপের দণ্ড, দেখুক জগৎ!
প্রভুদ্রোহী পাতকীর পরিণাম ফল,
চল লয়ে—— [প্রস্থান

(উড়ে মালী হলধরের প্রবেশ)

মালী।—সব মারি দিলা! বেধিপো শাড়ি বিদুষীর এমতি পছাখণ্ড মারিকিড়ি পোক্কাই দিলা বাপো!—বাপো! সে মবুব, বাঁচব নেই, (স্ত্রীগণকে দেখিয়া) এ সব কোঁড়? রসবতি অছি। গোটা গাঁনে করি।

গীত।

মতে ছড়িদে বাটো, (মোহনো)।
বাট ছড়ি দিলি যিব মথুরা হাটো
মাতঙ্ক শপথ, পিতাঙ্ক রান্
নেউটানি দিবি পিরীতি দান।
বাট ছড়িদে মোহনো।
তুমোর ভোনজা, মুতোরো মাগী,
ছড়িদে বঙ্গরসো হাম্বিল হউচি গোরসো
বাটো ছড়িদে মোহনো—ও—ও—

(সুতপার প্রবেশ।)

সুতপা।—রাজার অভাবে রাজ্য ত বিশৃঙ্খল হতেই পারে, রাজপুরীটে পর্য্যন্ত বিশৃঙ্খল পূর্ণ হয়ে উঠেছে, সব বেটাই অবধ্য! দ্বারিকে পাঠালাম মালীকে ডাকতে, সে বেটাও অন্তর্ধ্যান! ঐ যে—সেই উড়ে মালী বেটা দাঁড়িয়ে নয়? হাঁরে হলা! ওরে হলা মালী।

মালী।—এ কোঁড় শণ্ডারে, হরা মালী—হরা মালী। মু-ত হলধর গৌর অছি। এ গোসাঞী! বাহারকু জিবাউ, মাই কিনিয়ামানে এঠাবে আউছন্তি

সুতপা।—তা থ কলেই বা, আমি যে কুলপুরোহিতরে বেটা! সকলেই আমার মাতৃসমা।

মালী।—কোঁড় কৈলা, গোঁসাঞী মানে মাইপো মানাঙ্ক

জননীপব দেখুন্তি। সে মানঙ্ক পাখেড়ে কেউসিনি লাজ নেহি। গোঁসাঞী, পুবধব, ও ত পুরুষ পড়া।

সুতপা।—তা হকুরে বেটা অব্যাচিন। তোব সে ভয় নেই, এখন তোব এত বিলম্বেব কাবণ কি বল দেখি?

মালী।—এ গোঁসাঞী। মু বোগাড় থড়ে যেমতি বাহিব হৈলানি, মোবে' মু ওপ'র গে'ট' ঝিটিপিটি টকো টকে' ড'কি দিল'।

সুতপা।—বাগান থেকে বেরুতেই মাথার উপর টিকৃটিকি পড়্‌ল তারপব।

মালী—অর্দ্ধ বাট আসিকিডি, নেউটী বোঁগাডে যাইকিড়ি, নোগাপট্টা ছড়িকিড়ি, শিরমুণ্ডে জলো ঢালিকিড়ি, তাঁই উত্তারু আইলা।

সুতপা—তোর কাছে দ্বারি আসে নাই?

মালী।—এ শডা কোঁড় কউচে। দাড়ি তোর মাইপো। অজাতি—ভণ্ড। গোটা মুখো মারিকিডি নকো চপ্পা করি দিবি। মতে গালি। শড়া—বেধিপো।

সুতপা।—বেল্লিক ব্যাটা। জানিস্ আমি রাজপুরোহিত। আমার কাছে অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ বে ব্যাটা। আমি তোকে দ্বাবিব কথা জিজ্ঞাসা করলাম, তুই ব্যাটা কিনা————

মালী।—দাড়ি তোব ভোঁড়ি। শড়া গোঁসাই ভেঁশ ধবিকিড়ি দাড়িপাঁই বুলুচু? ভল্লকঙ্ক ঘবে তোতে দাড়ি মিলিবো, তোবো চৈতড় মু উপাড়ি পক্কাইমু।

(দূতেব প্রবেশ)

প্রঃ দূত।—হাঁ হাঁ হাঁ মব্ বেটা গ্যাড়াব সাহস দেখ। ব্যাটা প্রভুব পায়ে ধর

মালী।—এ গোসাঞী মহাপভু। মু শানো পুঁরা অছি, আপনাঙ্ক চরণ তলকু পডুছি। (পাদধারণ)

সুতপা —আরে মর্ বেটা পা ছাড়———

মালী —এ ধনো, এ মহাপ্রভু গোটা কথা শুনুবাকু! এ কেতে দিনে মোর গোটি টকী মিলব, হাম্বর বহা—

সুতপা —এই অল্পদিনের মধ্যেই তোর বিবাহ হবে, মহারাজের মহাপূজার সন্ধিক্ষণে তোর বিবাহের লগ্ন স্থির হয়েছে এখন যা শীঘ্র শীঘ্র পূজার আয়োজন করগে (স্ত্রী গণের প্রতি) ওগো মা লক্ষ্মীরে অধিবাসের সময় হয়েছে সকলে প্রস্তুত হয়ে পূজ মণ্ডপে চল

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পূজা মণ্ডপ।

শঙ্খ, ঘণ্টা ও অন্যান্য বাদ্যোদ্যম, অগ্রে নারদ ও সুতপা পশ্চাতে সুধিরাথের হস্তধারণ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিহিত রাজা। রাজ্ঞীদ্বয়, মন্ত্রিপত্নী, মন্ত্রী, দেবেন্দ্র, পুরঞ্জয় ও তৎপশ্চাতে পুরস্ত্রীগণের অধিবাস দ্রব্যাদিসহ হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে প্রবেশ ধূপাদীর গন্ধ বিস্তার প্রতিমার আবরণ উন্মোচন ইত্যাদি।

গীত

দেরে বিজয় মঙ্গল দাতৃ মঙ্গলার চরণ।
কর সর্ব্ব সুমঙ্গল হেতু মঙ্গল আচরণ
শঙ্খ ঘণ্ট হুলুধ্বনি, দাও পুরবাসিনী ধনী,
প্রীতার্থে মার, কর শ্যামার প্রতিমার বরণ

(পুনঃ শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যোদ্যম, প্রতিমা বরণ।

সুতপা ।—মহারাজ ! আপনি আসন পরিগ্রহ করুন । বলি-দান কি লক্ষই সংকল্পিত হবে ?

সুরথ ।—হাঁ রাজদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক—আততায়ী সমস্তই মার সম্মুখে নরবলি প্রদান কর্‌ব শুন পুরঞ্জয় অগ্রে পাপিষ্ঠ বিশারদ, সঞ্জয়কেতু, সত্যশরণকে মার সম্মুখে বলিদান করা হক্‌ . বিদুষীকে মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক বিদায় করে দাও, স্ত্রীহত্যায় প্রয়োজন নাই

(পুরোহিত কর্ত্তৃক মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ঘাতকের হস্তে খড়্গ প্রদান)

(নেপথ্যে মা-মা শব্দ ও বলিদানের বাদ্য, নানাপ্রকার পশু ও নরমুণ্ডাদি আনিয়া প্রতিমার সম্মুখে স্থাপন)

ঘাতক ।—(রক্তাক্ত খড়্গহস্তে দ্রুতপদে প্রবেশ পূর্ব্বক) আমার খাঁড়া কেন এমন হলো ! পাকা ইস্পাতের খাঁড়া—কেমন চক্‌চকে ছিল—এ যে লাল টক্‌টকে হ'লো ।

নারদ ।—খড়্গ সুবর্ণময় হয়েছে ! সন্ধিমুহূর্ত্তে বলি হওয়াতে মা প্রসন্ন হয়েছেন, লৌহখড়্গ স্বর্ণময় হওয়াই মার প্রসন্নতার নিদর্শন ! আর বিলম্ব নাই—এখনি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র অধিরথের দর্শন পাবে ! ঐ দেখ—সুরবালাগণ দিব্য স্বর্গীয় কুসুমদামে কুমারকে সুসজ্জিত করে নিয়ে আস্‌ছে ।

অধিরথকে সুসজ্জিত করিয়া সুরবালাগণের প্রবেশ ।

সুধির ।—ও কে—আমার দাদা নয় ? দাদা ! দাদা ! দাদা .

অধির ।—সুধির—ভাই—প্রাণাধিক !! (পরস্পর কণ্ঠালিঙ্গন)

নারদ ।—ধন্য মা পূর্ণানন্দময়ী ধন্য তোমার লীলা খেলা ।

সকলে একবার পূর্ণানন্দে মা পূর্ণানন্দময়ীর প্রীত্যর্থে হরি হরি বল ! (হরিধ্বনি) মহারাজ ! সকলে মাকে প্রণাম কর ।

সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম ও প্রতিমা মধ্য হইতে একে
একে সকলের বরদান

দুর্গা — (সুরে)

আয়ু যশ ধন বৃদ্ধি, সর্ব্ব কার্য্যে লভ সিদ্ধি,
পরলোকে লভ পরম ধাম।

লক্ষ্মী —

না রবে সংসার জ্বালা, আজ্ হ'তে হয়ে অচলা,
গৃহে তব করিব বিশ্রাম

সরস্বতী।—

যাবৎ মর্ত্ত্যে বসতি, তব কণ্ঠে সরস্বতী
অচঞ্চলা রবে নিরন্তর

গণেশ।—

স্থির রবে জ্ঞান বুদ্ধি, সর্ব্বত্র লভিবে সিদ্ধি,
আমিও দিলাম এইবর

কার্ত্তিক —

আমি সুর সেনাপতি, দিলাম বর সম্প্রতি,
সর্ব্বত্রেতে জিনিবে সংগ্রাম

ভৈরব —

দাক্ষ খড়্গে প্রাণ যাবে, মনুষ্যান্তে মনু হবে,
অষ্টমেতে স্বারোচিষ নাম

সমাপ্ত।

BENGAL LIBRARY.
WRITERS' BUILDINGS
Recd. on the 22 APR. 1905